উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

তৃণমূল কার, সিদ্ধান্ত আজ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৩° / ২৭°	৩৪° / ২৭°	৩৪° / ২৭°	৩৪° / ২৭°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

‘ধর্ষণ-খুনে’ উত্তপ্ত বারুইপুর ৩

নতুন ইনিংস গৌরী-আমিরের ৭

তৃতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে তারকা

শিলিগুড়ি ২১ আষাঢ় ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 6 July 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 49

সময়ের কথা

বিপন্ন শিক্ষা, বিকশিত পাকস্থলী

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ শ্রেণিকক্ষে তৈরি হয়। সেই শ্রেণিকক্ষে যদি কৌতূহল, যুক্তিবোধ ও শেখার আনন্দ জন্ম না নেয়, তবে উন্নত ভবন, স্মার্ট বোর্ড বা পুষ্টিকর খাবার, কোনওটাই একা কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারবে না। একটি সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় তার পাঠ্যপুস্তকের মানে, শিক্ষকের মর্যাদায় এবং শিক্ষার্থীর কৌতূহলে। মধ্যাহ্নভোজ সেই যাত্রার সহযাত্রী, চালক নয়। চালকের আসনে যদি মেনুকেই বসিয়ে দেওয়া হয়, তবে গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই শিক্ষা পথ হারাবে। এই সহজ সত্যটি আমরা ভুলতে বসেছি।

বাঙালির মগজাস্ত্রের বিবর্তন বড়ই রোমাঞ্চকর। এককালে যে বাঙালি ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, দর্শন নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করত, আজ তারা চরম বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছে পোলট্রির ডিম বনাম ইসকনের নিরামিষ রাজমার তাত্ত্বিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। সমাজমাধ্যম থেকে পাড়ার চায়ের দোকান, সর্বত্র এখন একেকটি আস্ত পুষ্টিবিজ্ঞান গবেষণাগার। কে কত ক্যালোরি, কত শতাংশ প্রোটিন, আর কত মিলিগ্রাম অ্যামিনো অ্যাসিডের হিসাব কষতে পারেন, তার অলিম্পিক চলছে। দেখে মনে হচ্ছে, রাজ্যের যাবতীয় মেধা ও মনন এখন এসে জমা হয়েছে ওই মিড-ডে মিলের হাঁড়ির তলানিতে। অথচ, এই বিপুল বাগাড়ম্বর আর মহাজাগতিক উদ্বেগের সিকিভাগও যদি রাজ্যের মুমূর্ষু শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হত, তবে হয়তো সরকারি স্কুলগুলোর এমন কঙ্কালসার দশা আমাদের দেখতে হত না। আক্ষেপের বিষয় হল, থালার খাবার নিয়ে আমাদের যত মাথাব্যথা, মাথার ভেতরের মগজটি নিয়ে আমরা ততটাই উদাসীন।

আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন এমন এক চূড়ান্ত মোক্ষলাভের পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাকে আর পার্থিব জ্ঞান দিয়ে মাপা যায় না। রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান ঘাঁটলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়, অবশ্য যদি তা প্রোটিনের অভাবজনিত কারণে আগেই ঝরে না গিয়ে থাকে! ইউডাইস এবং এসার-এর মতো সংস্থার বেরসিক রিপোর্ট বলছে, রাজ্যের প্রায় আট হাজারের বেশি স্কুল চিরতরে বন্ধ হওয়ার মুখে, কারণ সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা তিরিশেরও নীচে। কোথাও কোথাও তা দশের গণ্ডিও পেরোয় না। এরাজ্যে শূন্য পড়ুয়ার স্কুলও সগৌরবে বিরাজমান। শতাধিক স্কুলে কোনও শিক্ষকই নেই। তা নিয়ে অবশ্য আমাদের বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। ছাত্র নেই তো কী হয়েছে? *এরপর আটের পাতায়*

ব্রাজিলের ছুটি করে প্রথমবার কোয়ার্টারে নরওয়ে

ব্রাজিল-১ (নেইমার-পেনাল্টি)
নরওয়ে-২ (হাল্যান্ড-২)

নিউ ইয়র্ক, ৫ জুলাই : ভয় ধরানো পরিসংখ্যানের খাতা নিয়ে রবিবার নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে ব্রাজিল প্রি-কোয়ার্টার্রি ফাইনালের ম্যাচ খেলতে নেমেছিল। নরওয়ের বিরুদ্ধে সিনিয়ার পর্যায়ে চারবারের সাক্ষাতে একটিও জয় ছিল না সাম্বা ব্রিগেডের। হার ও ড্র দুইটি করে। এমনকি ১৯৯৮ বিশ্বকাপেও ব্রাজিল গ্রুপ লিগের ম্যাচে হেরে গিয়েছিল নরওয়ের কাছে। যে দলের সদস্য ছিলেন বর্তমান নরওয়ে কোচ স্টালে সোলবাকেন। এবার কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ থেকে তিনি ব্রাজিলের ছুটি করে দিলেন। আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের জোড়া গোলে জিতে নরওয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপে কোয়ার্টার্রি ফাইনালে পৌঁছাল। ব্রাজিলকে তারা হারাল ২-১ ব্যবধানে। তবে হাল্যান্ড জোড়া গোল করলেও নরওয়ের জয়ের নায়ক নিশ্চিতভাবেই ওরজান নাইল্যান্ড। চারটি সেভে ভিনিসিয়াসদের সামনে তিনি প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

এদিন প্রথম ১৫ মিনিটের খেলা দেখে আশঙ্কা ঘিরে ধরেছিল ব্রাজিল সমর্থকদের। গ্যালারিতে হাজির রিভাল্ডো, রোনাল্ডিনহো, রবার্তো কার্লোসদের চোখে-মুখে চিন্তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। ১৪ মিনিটে ব্রুনো গুইমারেসের পেনাল্টি নরওয়ের গোলকিপার নাইল্যান্ড আটকে দিতেই ব্রাজিলের কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির চুইং গাম চেবানোর মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৮৬ সালের পর ব্রাজিলের প্রথম ফুটবলার হিসেবে গুইমারেস বিশ্বকাপে ম্যাচ চলাকালীন (টাইব্রেকার বাদে) পেনাল্টি মিস করলেন।

১১ মিনিটে বক্সের ভেতর ফাঁকা জায়গা পেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন ম্যাথিয়াস কুনহা। স্লাইডিং ট্যাকেলে তাঁকে ক্রিস্টোফার আজের থামিয়ে দিতেই ব্রাজিল পেনাল্টির দাবি তুলেছিল। প্রাথমিকভাবে রেফারি সেই দাবি অগ্রাহ্য করলেও ভিএআর ব্রাজিলকে স্পট কিক উপহার দেয়। আশাভঙ্গ হয়েছিল নরওয়েরও। ৪ মিনিটে প্যাট্রিক বার্গ বল জালে পাঠালেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়ে যায়।

নিয়মিত মিডফিল্ডার লুকাস পাকুয়েতা চোটের কারণে না থাকায় ব্রাজিল এদিন নেমেছিল ৪-২-৩-১ ছকে। কিন্তু রায়ান ও গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি ব্রাজিলের আক্রমণের সময় ওপরে উঠে সংখ্যা বাড়ানোর কাজটা করে দিচ্ছিলেন। যদিও প্রথমার্ধে বল পজিশনে ব্রাজিল শতাংশের হিসেবে ৩৪-৬৬-এ পিছিয়ে ছিল। তারপরও সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিলেন ভিনিসিয়াসরাই। ভিনির গোটা দুয়েক শট ভালো ব্লক করে নরওয়ের ডিফেন্স। প্রথমার্ধে নরওয়েকে এদিন ভুগিয়েছে তাদের দুই উইঙ্গার আলেকজান্ডার সোরলথ ও অ্যান্টোনিও নুসা।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে হাল্যান্ডকে বল সাপ্লাইয়ের কাজটা করে থাকেন রড্রি, বার্নার্ডো সিলভা, জেরেমি ডোকুরা। কিন্তু নরওয়ের মাঝমাঠে মার্টিন ওডেগার্ড ছাড়া সেই মানের মিডফিল্ডার কই? এজন্যই প্রথমার্ধে হাল্যান্ড অবধি বল সেভাবে পৌঁছালই না। তবে তাঁকে চোখে চোখেই রেখেছিলেন গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস ও মার্কুইনোস।

দ্বিতীয়ার্ধে এনড্রিক মাঠে নামার পর ব্রাজিলের আক্রমণ তীব্রতা পেয়েছিল। পরপর তাঁর দুটো গোলমুখী শট দুর্দান্ত সেভ করেন নাইল্যান্ড। সোরলথ-নুসার পরিবর্তে দুই উইংয়ে অস্কার বব ও আন্দ্রিয়াস সজেলডার্প এসে নরওয়ের আক্রমণে গতি এনেছিলেন। যার ফলে বেশি করে বল পাচ্ছিলেন হাল্যান্ড। ৭৯ মিনিটে বাঁদিক থেকে সজেলডার্পের তোলা ক্রসে মাগালহায়েসকে টপকে হেডারে তিনি প্রথম গোলটি করেন। ৯০ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের বুলেট গতির শটে আসে তাঁর দ্বিতীয় গোলটি। এবারও অ্যাসিস্ট ছিল সজেলডার্পের। সেইসঙ্গে লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপের মতো ৭টি গোল করে গোল্ডেন বুটের লড়াই জমিয়ে দিলেন হাল্যান্ড।

জোড়া গোল হজমের আগেই ৬৭ মিনিটে নেইমারকে মাঠে এনে আন্সেলোত্তি আস্তিনের মূল্যবান তাসটা বের করেন। সংযোজিত সময়ে সেই নেইমারই পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্রাজিল কোচের মুখ কিছুটা রক্ষা করেন। ২০০২ সালের পর বিশ্বকাপে ব্রাজিল নকআউটে কোনও ইউরোপের দলকে হারাতে পারেনি। ২৪ বছরের সেই অভিশাপ এবারও বজায় থাকল।

শেষমুহূর্তে নেইমারের গোল কাজে এল না ব্রাজিলের। নিউ ইয়র্কে।

ডিমের পর দিলীপের মুখে ঢিল থেরাপি

প্রধানদের হুঁশিয়ারি পঞ্চায়েতমন্ত্রীর

কলকাতা, ৫ জুলাই : তিনি স্বমেজাজে। বিরোধী নেতা থাকতে যেমন, মন্ত্রী হয়ে তেমনই। পঞ্চায়েত প্রধানদের বাড়িতে ঢিল পড়বে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন দিলীপ ঘোষ। ডিম থেরাপির পর পঞ্চায়েতমন্ত্রীর নতুন সংযোজন ‘ঢিল থেরাপি’। তিনিই এখন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী। প্রধানদের অনুপস্থিতিতে রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যে অচল হওয়ার মুখে, সেটাও স্পষ্ট তাঁর কথায়। রবিবার দিলীপ বলেন, ‘প্রায় দু’হাজার প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে যাচ্ছেন না। কাজ হচ্ছে না। অনেকে পালিয়ে গিয়েছেন।’

পঞ্চায়েতমন্ত্রীর কথায়, ‘এভাবে কাজ বন্ধ থাকলে মানুষ ডিমের বদলে প্রধানদের বাড়িতে ঢিল মারবে।’ তাঁর এই মন্তব্যকে সরাসরি উসকানি বলে সমালোচনা করছেন অনেকে। এতে গ্রামে অশান্তি বাড়বে ও প্রধানরা বিপন্ন হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, মন্ত্রীর পদে থেকে তিনি কি কারও বাড়িতে ঢিল পড়বে বলে মন্তব্য করতে পারেন? এমন বক্তব্য হিংসায় প্ররোচনা দেওয়ার শামিল বলে মনে করা হয়।

দিলীপ অবশ্য বলেন, ‘সরকারি কাজের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। তারা পঞ্চায়েত দপ্তরে গিয়ে কাস্ট সার্টিফিকেট বা অন্যান্য জরুরি শংসাপত্র পাচ্ছে না। নতুন কাজ শুরু হলেও টেন্ডার প্রক্রিয়া থমকে রয়েছে। পুরোনো কাজের পেমেন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে গ্রামীণ সড়ক যোজনা, আবাস যোজনার মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে।’

> **আমি অনুরোধ করছি, যাঁরা জনগণের ভোটে জিতে এসেছেন, তাঁরা অবিলম্বে কাজে যোগ দিন। রাজনীতি যখন করতে এসেছেন, তখন মানুষের মুখোমুখি হতেই হবে। যদি না আসেন, তবে সমস্যা আরও বাড়বে। এভাবে কাজ বন্ধ থাকলে মানুষ ডিমের বদলে প্রধানদের বাড়িতে ঢিল মারবে।**
>
> **-দিলীপ ঘোষ**

পঞ্চায়েতমন্ত্রীর কথায়, ‘আমি অনুরোধ করছি, যাঁরা জনগণের ভোটে জিতে এসেছেন, তাঁরা অবিলম্বে কাজে যোগ দিন। কাজ করতে এলে হয়তো দু’-একটা লোক কটূক্তি করতে পারে, কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রাজনীতি যখন করতে এসেছেন, তখন মানুষের মুখোমুখি হতেই হবে। যদি না আসেন, তবে সমস্যা আরও বাড়বে।’ অনুরোধের পর হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

তাঁর কথায়, ‘যাঁরা ইচ্ছে করে দপ্তরে আসছেন না, তাঁদের নিয়ে আসতে প্রয়োজনে বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হবে।’ তৃণমূল নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাফাই দিয়েছেন, ‘পঞ্চায়েত প্রধানরা দপ্তরে যাচ্ছেন না বলা ঠিক নয়। বিজেপি কর্মী ও পুলিশ তাঁদের যেতে দিচ্ছে না। গেলে পুলিশ মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করছে। পুলিশই পঞ্চায়েত দপ্তর রক্ষা করছে আর মন্ত্রী মজা নিচ্ছেন।’

এরপর আটের পাতায়

উত্তরবঙ্গ গরমে কাহিল, বৃষ্টিতে ভিজছে নয়াদিল্লি। ইন্ডিয়া গেটের সামনে রবিবার। -পিটিআই

পুলিশের একাংশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট মন্ত্রী

যানজট সামলাতে ট্রাফিক মার্শাল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : শিলিগুড়ি শহরের ‘বিখ্যাত’ ট্রাফিক সমস্যা সামলাতে এবার রাস্তায় নামছেন ‘ট্রাফিক মার্শাল’। রবিবার মৈনাক ট্যুরিস্ট লজে একটি অনুষ্ঠানে পথ চলা শুরু হল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের নয়া উদ্যোগের।

মার্শালদের দায়িত্ব সম্পর্কে পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজার ব্যাখ্যা, ‘ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট পোস্টে কাজ করছেন। একটা ক্রসিংয়ের পর আরেক ক্রসিংয়ের মাঝখানে যানজট কিংবা কোনওধরনের সমস্যা হলে তাঁদের সেখানে যেতে হয়। বহুক্ষেত্রে তখন পোস্টগুলোতে জটিলতা তৈরি হচ্ছে। ট্রাফিক মার্শালরা বাইকে চেপে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সমস্যা মেটাবেন। যানজট থেকে অবৈধ পার্কিংয়ে ব্যবস্থা নেবেন তাঁরা। কেউ হেলমেট ছাড়া ঘুরলেও চিহ্নিত করে চালান কাটতে পারবেন। ‘ট্রাফিক মার্শাল’-দের ইউনিফর্মে ক্যামেরা লাগানো থাকবে।’

রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর শিলিগুড়িতে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও নিজেকে বিজেপির নেতা-কর্মী থেকে মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচয় দিয়ে ট্রাফিক নিয়ম ভাঙার ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। তৃণমূল কংগ্রেসের আমলেও এমন ট্রেন্ডের সাক্ষী থেকেছে পুলিশ। বিষয়টি কানে গিয়েছে শংকরের। এদিন অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকেই তিনি অনুরোধ করেন, ট্রাফিক মার্শালদের নজরে হেলমেটবিহীন অবস্থায় কোনও নেতা কিংবা তাঁর সঙ্গীরা এলে কড়া ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয়। মন্ত্রীর বক্তব্য, ‘নেতারা তাঁদের সঙ্গীদের নিয়ে হেলমেট ছাড়াই পুলিশের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাবেন, সেটা আর এ শহরে চলবে না। হেলমেট সবাইকে পরতে হবে। কেউ প্রভাব খাটাতে ফোন করলেও ধরবেন না।’

শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থার গোড়াতেই বিস্তর গলদ রয়েছে। মূল রাস্তার মোড় থেকে অলিগলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের অধিকাংশের ভূমিকায় প্রশ্ন রয়েছে। অভিযোগ ওঠে, কর্তব্যে গাফিলতি নিয়েও। দিনকয়েক আগেকার একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। শিলিগুড়ির একটি হাইস্কুলের মোড়ে ব্যারিকেডে টোটোর প্রবেশ নিষেধ সংক্রান্ত ব্যানার টাঙিয়ে বসে ছিলেন এক মহিলা পুলিশকর্মী ও এক সিভিক ভলান্টিয়ার। দুজনেরই হাতে মোবাইল ফোন। তাঁরা মগ্ন সোশ্যাল মিডিয়ায়। যানবাহন যেদিক দিয়ে খুশি বেরিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি খুব খারাপ না হওয়া অবধি দুজনে মুখ তুলেও চাইলেন না।

ইমরান আলি নামে এক তরুণ এদিন বলছিলেন, ‘বিধান মোড় থেকে চিলড্রেন পার্ক কিংবা অন্যান্য জায়গাতেও পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ারদের অধিকাংশ সময় অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। সহজে নিজের জায়গা ছেড়ে ওঠেন না।’

শিলিগুড়ি পুলিশের তরফে ট্রাফিক সমস্যা নিরসনে এর আগে এমন বহু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যা শেষঅবধি মুখ থুবড়ে পড়েছে। সেই অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে পুলিশকর্তাদের উদ্দেশে শংকরের বার্তা, ‘পনেরোদিন কিংবা এক মাস পর উদ্যোগ থিতিয়ে পড়ল, এমনটা যেন না হয়। আমি সাধারণত স্কুটার নিয়েই ঘোরাফেরা করি। ভালো-খারাপ, সব নজরে পড়ে। আরও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত।’

বাসের বেপরোয়াভাবে চলাফেরা নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে পুলিশ কমিশনারকে পর্যটনমন্ত্রীর অনুরোধ, ‘শিলিগুড়ি শহরে যে সমস্ত বাস বা অন্যান্য গাড়ি চলে, প্রয়োজনে সেগুলির চালককে নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করুন।’ *এরপর আটের পাতায়*

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শংকর ঘোষ সহ অন্যরা।

চা শ্রমিকের কল্যাণে ৩১৩ কোটি টাকা

চা শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আশ্রয় খাতে ৩১৩.৩০ কোটি দেবে রাজ্য। জেলা প্রশাসন ও চা পর্ষদের সঙ্গে সমন্বয় করে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর।

নাগরাকাটা, ৫ জুলাই : সন্দেহ নেই, উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের জন্য যুগান্তকারী ঘোষণা। তাঁদের সার্বিক কল্যাণে ৩১৩.৩০ কোটি টাকা খরচ করবে রাজ্য সরকার। মূলত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আশ্রয় খাতে কেন্দ্রের বরাদ্দের ওই টাকা খরচ হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রবিবার সকালে সমাজমাধ্যমে এই তথ্য জানিয়েছেন। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, শুধু চা শ্রমিকদের শিক্ষা যোজনায় বরাদ্দ হয়েছে ১৭৭ কোটি টাকা।

চা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনায় খরচ ধরা হয়েছে ৭২ কোটি টাকা। এছাড়া আশ্রয় যোজনায় বরাদ্দের পরিমাণ ৬৩ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনা’ রূপায়ণে এই পরিকল্পনা শনিবার রাজ্য স্তরের বৈঠকে চূড়ান্ত হয়েছে। চা শ্রমিক পরিবারের শিক্ষাগত ও শিক্ষার গুণমান উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষা যোজনা। স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনায় চা বাগান এলাকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও চিকিৎসা ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানো হবে।

আশ্রয় যোজনায় মোট ৩১১টি বিশ্রামাগার তৈরির পরিকল্পনা আছে। এর মধ্যে পাহাড়ে ৮৮টি ও সমতলে তৈরি হবে ২৩৩টি। বিশ্রামাগারগুলিতে সৌরবিদ্যুৎ, পরিস্রুত পানীয় জল, পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা ইত্যাদি সুযোগসুবিধা থাকবে। পাহাড়ের বাগানে একেকটি বিশ্রামাগার তৈরিতে ব্যয় ধরা হয়েছে ২১.০৯ লক্ষ টাকা। সমতলের বাগানে ওই পরিমাণ ১৯.১১ লক্ষ টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পুরো পরিকল্পনার বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। তবে সংশ্লিষ্ট এলাকার সব জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তর, সমগ্র শিক্ষা মিশন ও ভারতীয় চা পর্ষদের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ হবে। শুভেন্দু সমাজমাধ্যমে বলেন, ‘আমরা চা শ্রমিকদের জীবন বদলে দিতে চলেছি। আমাদের পরিশ্রমী চা শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক উন্নয়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই আমাদের রাজ্য স্তরের কমিটি প্রধানমন্ত্রী চা প্রোৎসাহন যোজনা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’

এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে বিভিন্ন মহল। চা বণিকসভাগুলির যৌথ মঞ্চ কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশনের (সিসিপিএ) সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা বলেন, ‘অত্যন্ত সাধুবাদযোগ্য প্রয়াস। বাগানগুলি সর্বতোভাবে রাজ্যকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। সম্প্রতি প্রকল্পগুলির জন্য সমীক্ষায় আমরা সরকারের পাশে ছিলাম।’

তিনি জানান, চা বাগানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারি উদ্যোগে স্কুলবাসের ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারণ ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় আরও কিছু প্রস্তাব রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, ‘আমাদের বাগানগুলির চাষিরাও এই প্রকল্পে সুবিধা পাবেন। এজন্য বেশ কিছু প্রস্তাব সরকারকে জানানো হয়েছে। সরকারি এই যোজনা এককথায় চা শ্রমিকদের সামাজিক মান উন্নয়নে গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করবে।’ *এরপর আটের পাতায়*

শেড ট্রি থাকলেও রোদের তেজ মাথায় কাজে চা শ্রমিকরা।

শ্যামাপ্রসাদের চিঠি কোচবিহারে

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৫ জুলাই : সোমবার ৬ জুলাই, তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তার পরবর্তী কয়েক বছর তথা মৃত্যু পর্যন্ত সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নাম। এরপর বিরোধীদের রাজনীতির কারণেই চর্চা থেকে একপ্রকার হারিয়ে যান। বহু দশক পর ফের দেশ, বিশেষ করে রাজ্যে আলোচনায় উঠে এসেছেন ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। দেশের জন্য তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরা হচ্ছে সরকারি উদ্যোগেও। যাই হোক, শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে কোচবিহারের যে যোগাযোগ ছিল, তার একাধিক প্রমাণ রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম তাঁর লেখা একটি চিঠি। সম্প্রতি প্রকাশিত ওই চিঠি সকলের আগ্রহে এক অন্য মাত্রা এনেছে।

১৯৫১ সালের ৯ জুলাই। কোচবিহার রামভোলা স্কুলের শিক্ষক অশনিভূষণ মজুমদারের কাছে তাঁর চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার আসে। প্রেরক ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ওই চিঠিতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেমোরিয়াল কমিটির জন্য তহবিল সংগ্রহে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য প্রাপককে শ্যামাপ্রসাদ ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এবং অশনিভূষণের লেখা চিঠিটি তিনি কমিটির সেক্রেটারি কেডি ঘোষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনিই বাকি বিষয়টি বিস্তারিত জানিয়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ। শ্যামাপ্রসাদের নিজের হাতে স্বাক্ষর করা ওই চিঠি থেকে এর বেশি কিছু জানা যায় না। যেমন জানা যায়নি পরবর্তীতে তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে আর যোগাযোগ হয়েছিল কি না। কিন্তু চিঠির এই কয়েকটি কথা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ কিছু একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অশনিভূষণের ছেলে অরূপজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'শরৎচন্দ্র ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি মারা যান। তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য কোনও কমিটি গঠন করা অবাস্তব কিছু নয়। যেহেতু এখানে সরাসরি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেই কথা বলা হচ্ছে, তাহলে ধরেই নেওয়া যায়, তিনি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়েছিলেন। শুধু জড়িয়ে নয়, হয়তো এটার মাথায় ছিলেন।'

অশনিভূষণের চিঠির প্রাপ্তিস্বীকারে শ্যামাপ্রসাদের চিঠি প্রসঙ্গে তুফানগঞ্জের বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ নারী ও শিশু কল্যাণমন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মালতী রাভা রায় বলেন, 'পাঁচের দশকে কোচবিহারের প্রয়াত জাতীয়তাবাদী শিক্ষাবিদ এবং সাহিত্যিক অশনিভূষণ মজুমদারকে লেখা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্প্রতি প্রকাশিত চিঠিটি আমাদের

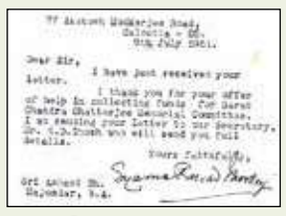

অশনিভূষণ মজুমদারকে লেখা শ্যামাপ্রসাদের চিঠি।

অমূল্য সম্পদ। ভারতের স্বাধীনতা এবং কোচবিহারের ভারতভুক্তির সময়ে ওঁদের মধ্যে যে সমস্ত চিঠির আদানপ্রদান হয়েছিল বলে কথিত রয়েছে তা খুঁজে দেখা প্রয়োজন। হয়তো তাতে নতুন কিছু ঐতিহাসিক তথ্য উঠে আসবে।'

কোচবিহারের গবেষক ও প্রাবন্ধিক দেবব্রত চাকির মন্তব্য, এসব চিঠি সেই সময়ের এক অনন্য দলিল। ১৯৫১ সালের ২১ এপ্রিল সাগরদিঘির পাড়ে খাদ্য আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে পাঁচজন নিহত হয়েছিলেন। তার অব্যবহিত পরেই ৭ মে শ্যামাপ্রসাদ কোচবিহারে আসেন। গুলি কাণ্ডের খোঁজখবর নেন। তৎকালীন ভিক্টোরিয়া কলেজের (বর্তমানে এবিএন শীল) অধ্যাপক ডঃ চুনিলাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে রাত্রিবাস করেন। পরের বছর তুফানগঞ্জেও গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এসব নিয়ে নতুন করে আলোচনার সময় এসেছে বলে মনে করেন দেবব্রত।

রাজবংশী ভাষা আকাদেমি এবং এনবিএসটিসি-তে জটিলতা

চেয়ারম্যান নেই দুই সংস্থায়

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৫ জুলাই : রাজবংশী ভাষা আকাদেমি এবং উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম— দুই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থায় চেয়ারম্যানের পদ ফাঁকা। দুটি সংস্থার পূর্বতন চেয়ারম্যানরা তৃণমূলের হয়ে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় পদত্যাগ করেছিলেন। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে দুই মাসের বেশি সময় পার হয়েছে, অথচ ওই দুটি সংস্থায় চেয়ারম্যান হিসেবে এখনও কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। চেয়ারম্যানের পদ শূন্য থাকায় বিভিন্ন কাজকর্মে অসুবিধা হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রকাশ্যে কেউ মন্তব্য করতে না চাইলেও চেয়ারম্যানের অভাবে যে কাজে সমস্যা হচ্ছে, তা দুই সংস্থায় কর্মরত আধিকারিকরা স্বীকার করে নিয়েছেন।

কোচবিহার সাগরদিঘির পারে রাজবংশী ভাষা আকাদেমি। ছবি : জয়দেব দাস

উত্তরবঙ্গ তথা রাজ্যের মধ্যে অন্যতম বড় সংস্থা উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম বা এনবিএসটিসি। যার সদর দপ্তর কোচবিহার শহরের সাগরদিঘি চত্বরে রয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত ওই সংস্থার চেয়ারম্যানের পদে ছিলেন তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম রায়। পরবর্তীতে তিনি তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় পদত্যাগ করেন। এরপর থেকে এনবিএসটিসি-তে চেয়ারম্যান পদে কেউ নেই। এর জেরে এনবিএসটিসি বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে। কর্মী, আধিকারিকদের বেতন সমস্যার পাশাপাশি বাসে মহিলা যাত্রীদের ভরতুকি নিয়েও অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কাজকর্ম পরিচালনার জন্য আধিকারিকরাই একমাত্র ভরসা। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক আধিকারিকের কথায়, 'কর্মী ও আধিকারিকরা কাজ করছেন ঠিকই, তবে চেয়ারম্যানের পদে কেউ থাকলে সেই কাজ সহজ হত।'

সম্প্রতি রাজবংশী ভাষার জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। ফলে সেখানেও ব্যস্ততা চরমে। তৃণমূলের আমলে রাজবংশী আকাদেমি তৈরি হলেও রাজবংশী ভাষার জন্য উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ করতে পারেনি বলে অভিযোগ ছিল। সাগরদিঘি চত্বরে এই সংস্থারও কার্যালয়। আগে রাজবংশী আকাদেমির চেয়ারম্যান ছিলেন হরিহর দাস। তিনিও শীতলকুচি থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ায় নিয়ম মেনে সরকারি ওই পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নতুন করে কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। আকাদেমির কাজকর্ম নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে চাননি আধিকারিকরা।

তবে সূত্রের খবর, রাজ্য বাজেটে রাজবংশী ভাষা, আকাদেমি ও লোকশিল্পীদের জন্য যে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, চেয়ারম্যানের পদ খালি থাকায় সেই কাজ খুব একটা এগোচ্ছে না বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে সংস্থাগুলিতে কাজের গতি আনতে দ্রুত চেয়ারম্যান নিয়োগের দাবি উঠছে।

জুতো নিয়ে সমস্যায় মেহেবুবুল

মালদা, ৪ জুলাই : এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার জন্য ঋণ নিতে হয়েছিল তার বাবা কাফিউদ্দিন আহমেদকে। এবার বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে সুযোগ পেয়েও জুতো নিয়ে সমস্যায় মালদার খেলোয়াড় মেহেবুবুল আহমেদ। এর আগে মাত্র একজোড়া জুতোতেই জাতীয় স্তরের একাধিক দৌড়ে সাফল্য পেয়েছে সে। এই জুতো জোড়া পরেই হংকং-এ এশিয়ান গেমসে খেলতে গিয়েছিল। তবে এবার জুতো ছিঁড়ে যেতেই বেঁধেছে বিপত্তি। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে নামতে হলে ভালো জুতোর প্রয়োজন, যা এই মুহূর্তে নেই মেহেবুবুলের কাছে। তাই চিন্তায় পড়েছে গোটা আহমেদ পরিবার।

যদিও হাল ছাড়তে নারাজ এই দৌড়বিদ। এই জুতো পরেই মাঠে নামার ইচ্ছে রয়েছে তার। মেহেবুবুল বলে, 'আপাতত আমার পরিবারের নতুন জুতো কেনার সামর্থ্য নেই। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছি আমি। তাই আমার লক্ষ্য, ভালো ফল করা।'

- বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে সুযোগ পেয়েও জুতো নিয়ে সমস্যায় মালদার এই খেলোয়াড়
- এর আগে মাত্র একজোড়া জুতোতেই জাতীয় স্তরের একাধিক দৌড়ে সাফল্য পেয়েছে সে
- বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে নামতে হলে ভালো জুতোর প্রয়োজন, যা এই মুহূর্তে নেই মেহেবুবুলের কাছে

মালদার কালিয়াচকের দক্ষিণ কদমতলী গ্রামের বাসিন্দা মেহেবুবুল। ইংরেজবাজার ব্লকের মহদিপুর হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির এই ছাত্র আগেও একাধিকবার রাজ্য ও জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। ছোটবেলা থেকেই দৌড়ের প্রতিভা থাকায় মালদা শহরের প্রশিক্ষক অসিত পালের নজরে পড়ে। এরপর তিনিই এই কিশোরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেন। সেখান থেকেই জেলা ও রাজ্য স্তরে একাধিক সাফল্য এনে দেয় মেহবুবুল। গত কয়েক বছরে জাতীয় স্তরের দৌড় প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করেছে সে। তার সুবাদে এখন কলকাতার ন্যাশনাল ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণের সুযোগ করে নিয়েছে মেহেবুবুল। চলতি মরশুমে দিল্লিতে আয়োজিত যুব প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়ে সোনা পেয়েছে এই প্রতিশ্রুতিবান কিশোর। এবছর এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে কর্ণাটকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৪তম জাতীয় জুনিয়ার ফেডারেশন কাপ। সেখানেও ভালো ফল করে মেহবুবুল। সেই সুবাদে এবার আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ করে নিয়েছে দক্ষিণ কদমতলীর এই ছেলে। দেশের জার্সিতে রিলে দৌড়ে অংশ নেবে সে। দু'বছর পর এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউজিনে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৫ থেকে ৯ অগাস্ট। তার আগে আগামী ৯ থেকে ১১ জুলাই কলকাতায় খেলা রয়েছে। সেখানে দৌড়াবে মেহেবুবুল। তারপর জাতীয় ক্যাম্পে যোগ দেবে সে। সেখান থেকে ভারতীয় দলের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রওনা দেবে।

মেহবুবুলের ছোটবেলার কোচ অসিত বলেন, 'এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় সুযোগ করে নিল ও। কিছু সমস্যা রয়েছে। আশা করছি, ভালো ফল করবে। সেদেশে ওর যা অভিজ্ঞতা হবে তা আগামীতে ওর অনেক কাজে লাগবে।'

অভিযানে রেলের সাফল্য

নিউজ ব্যুরো

৫ জুলাই : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ গত ২৫ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত তাদের আওতাধীন এলাকায় অভিযান অব্যাহত রাখে। ছয়দিনে ৩৬টি সফল অভিযান চালানো হয়। প্রায় ৪১.৯৯ লক্ষ টাকা মূল্যের ৮৩.৯৮৪ কেজি গাঁজা, ৩৯ হাজার টাকারও অধিক মূল্যের ৩৪৩ বোতল ও এক ক্যান অবৈধ মদ ও বিয়ার, ১.১২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৭টি মোবাইল ফোন, ৭ হাজার টাকারও অধিক মূল্যের রেলের অবৈধ টিকিট এবং ৩৫ হাজার টাকারও বেশি নগদ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া মোট ১৭ জন অপরাধীকে আটক ও ১৭ জন ব্যক্তিকে উদ্ধারও করা হয়েছে। আবার আরপিএফ-এর কর্মীরা ডালখোলা স্টেশনে এক আহত যাত্রীকে দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেন। অন্যদিকে, সাফরাই রেলওয়ে স্টেশনে অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M :- 9635658503. (C/122280)

•

Raiganj Educare Teachers Training College (Recognized by the NCTE and affiliated to BSAEU and WBBPE) vill - Bhagdumur, P.O - Taherpur, P.S - Raiganj, Dist - U/Dinajpur, Pin - 733134. Applications are invited from eligible candidates for the posts of Asst. Professors (B.Ed Course) and Lecturers (D.El.Ed Course) within seven days. Posts : Asst. Professors (For B.Ed) 1. Mathematics - One, 2. Physical Science - One. Posts : Lecturers (For D.El.Ed) 1. Foundation - One, 2. Bengali - One, 3. English - One, 4. Science - Two, 5. Mathematic - Two, 6. Humanities and Social Science - Two, 7. Health and Physical Edn. - One, 8. Fine Arts - One, Eligibility : (as per NCTE and WBBPE Norms). E.mail - raiganjeducare@gmail.com, Mobile no - 8145795925/ 9832082294, Secretary RETTC. (C/122736)

অ্যাফিডেভিট

আমি Nema Lama, পিতা মৃত Lal Bahadur Lama, গ্রাম: গোড়ে লাইন, পো ও থানা: কালচিনি, জেলা: আলিপুরদুয়ার। ড্রাইভিং লাইসেন্স, নং WB6920010893737 -এ আমার নাম Nima Tamang, পিতা: Dal Bahadur Tamang উল্লেখ আছে। তাই ০২/০৭/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD. 1st Class J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Nema Lama, পিতা: Lal Bahadur Lama করা হল। Nima Tamang, পিতা: Dal Bahadur Tamang ও Nema Lama, পিতা: Lal Bahadur Lama একই ব্যক্তি। (C/1222049)

আমি Paritosh Roy জানাচ্ছি যে, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 7320130180121 এখানে পিতার নাম ভুলবশত J. Roy মুদ্রিত হয়েছে, সঠিক নাম হবে Prasanna Roy আমার পিতা এই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে 02/07/2026 তারিখে শিলিগুড়ি আদালতে 28 AC 645049 অনুযায়ী অ্যাফিডেভিট করেছি। (C/122731)

আমি নিত্যানন্দ সাহা, তুফানগঞ্জ শহর, ওয়ার্ড- 11, কোচবিহার, হারানো পিতার নামীয় দলিল নং- 4004, তাং- 9/10/1952, তুফানগঞ্জ থানায় GDE No- 288, Dt. 6/2/24, তুফানগঞ্জ J.M. কোর্ট হলফনামা নং- 13, Dt- 3/7/26 বলছি, আমার বাবা ননীগোপাল সাহা ও ননী মোহন সাহা একই ব্যক্তি। মো- 8918781229. (DS)

অ্যাফিডেভিট

আমি সুপর্ণা মোদক, পিতা নির্মল মোদক, জাতি হিন্দু, গ্রাম- হাতিরাম শালবাড়ি, পোস্ট - হাতিরাম শালবাড়ি, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - কোচবিহার। ঘোষণা করছি 17.02.2026 অ্যাফিডেভিট বলে কোচবিহার EM কোর্টে সুপর্ণা থেকে সুবর্ণা হলাম। সুপর্ণা এবং সুবর্ণা একই ব্যক্তি। (C/122280)

•

আমি Indu Baidya, S/o - Lt. Chittaranjan Baidya, ভোটার কার্ডে (WB/06/040/306150) ও আধার কার্ডে (981178813192) আমার নাম ভুল থাকায় গত 01/07/26 -এ E.M মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Baidya Indu থেকে Indu Baidya করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122737)

•

খতিয়ান নং L.R. 17396, J.L. No 089, মৌজা : খাগড়াবাড়ি আমার নাম Arjina Khatun -এর পরিবর্তে Arjina Bibi নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 18-6-26, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Arjina Khatun এবং Arjina Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার প্রকৃত পুরো এবং শুভ নাম Arjina Khatun প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা আমি পেশ করলাম। পূর্ব খাগড়াবাড়ি, পো : খাগড়াবাড়ি, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার, প:ব: (ভারত)। (C/121481)

ভারতীয় স্থল সেনা

JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

আধিকারিক প্রবেশ

১. নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলির জন্য আবেদনের আহ্বান জানানো হচ্ছেঃ-
(ক) ৬৮তম স্বল্প পরিষেবা কমিশন (প্রযুক্তিগত) কার্যক্রম (মহিলা) এপ্রিল ২০২৭-এর জন্য।
(খ) ৬৮তম স্বল্প পরিষেবা কমিশন (প্রযুক্তিগত) কার্যক্রম (পুরুষ) এপ্রিল ২০২৭-এর জন্য।

২. অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত সময় অবধি খোলা থাকবেঃ-
(ক) স্বল্পকালীন পরিষেবা কমিশন (প্রযুক্তিগত) কার্যক্রম মহিলা -০৮ই জুলাই থেকে ০৬ই অগাস্ট ২০২৬
(খ) স্বল্পকালীন পরিষেবা কমিশন (প্রযুক্তিগত) কার্যক্রম পুরুষ-৯ই জুলাই থেকে ০৭ই অগাস্ট ২০২৬

OFFICER ENTRIES

1. Applications are invited for the following courses:-
(a) 68th Short Service Commission (Tech) Women Course -April 2027
(b) 68th Short Service Commission (Tech) Men Course -April 2027

2. Online applications will remain open as under:-
(a) SSCW (Tech) Course - Women - 08 July to 06 August 2026
(b) SSC (Tech) Course - Men - 09 July to 07 August 2026

দ্রষ্টব্য ঃ-
১. সেনাবাহিনীতে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছতার সহিত নিঃশুল্কে হয়ে থাকে। দালালদের থেকে সতর্ক থাকুন।
২. বিস্তারিত বিজ্ঞাপনটি সম্পর্কে জানার থাকলে অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in-এ পরিদর্শন করুন।

Note :-
1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in

CBC 10601/11/0009/2627

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
e-NIT NO:- WBIW/EE/TBED/e-NIT-01/2026-27
Separate Tenders are invited by the Executive Engineer, Teesta Barrage Electrical Division on behalf of the Governor of West Bengal from eligible & resourceful contractors having sufficient credential and financial capability for execution of similar nature of work. Publication date : 06.07.2026 at 10:30 Hrs. Bid Submission start date : 06.07.2026 at 11:00 Hrs. Bid Submission end date : 21.07.2026 upto 13:00 Hrs. Tender ID : 2026_IWD_1030693_1. Detailed information regarding the e-NIT will be available in the Website: www.wbtenders.gov.in and www.wbiwd.gov.in Sd/- Executive Engineer, Teesta Barrage Electrical Division, Tinbatti, Siliguri.
ICA-T11801(3)/2026

In the Court of Civil Judge (Senior) Division, Bongaigaon, Assam.
Summon under Order 5 Rule 20 (J-A) of CPC
T.S. 50/2022
Misc (J) 48/2022
Plaintiff-Smt. Kiron Barman & others
Vs.
Defendant-Sri Dibyajyoti Mandal & others
To,
1. Smt. Mita Dutta (defendant no. 7 - b)
D/o Late Khitish Ch. Dutta
W/o Sri Kalidas Dutta
P.O.+P.S.-Nimta, Pin-70049
Dist. North 24 Parganas, West Bengal
2. Smt. Mahasweta Ray (defendant no. 8 - b)
W/o Late Biswajit Kumar Ray
3. Master Sarthak Ray (defendant no. 8-c) [minor]
S/o Late Biswajit Kumar Ray
represented through her mother cum natural guardian Smt. Mahasweta Ray
Residents of Moinaguri, P.O.-Moinaguri
Dist.-Jalpaiguri, West Bengal, Pin-735224
Whereas the plaintiffs have filed this suit against you for filling written statement. You are hereby summoned to appear in this Court in person or by a Pleader on 28/08/2026 or else the case will be decided exparte against you.
Given under my hand seal of this Court on this 30th day of June, 2026 at Bongaigaon, Assam.
Civil Judge (Senior Division)
Bongaigaon, Assam

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
JALPAIGURI DIVISION
MUNICIPAL ENGINEERING DIRECTORATE URBAN DEVELOPMENT AND MUNICIPAL AFFAIRS DEPARTMENT
Vivekananda Mini Market, Racecourse Para, P.O. & Dist-Jalpaiguri, PIN-735101
E-Mail: ee.med.jpg@gmail.com / eemedjal@gmail.com
NOTICE FOR e-TENDER
e-Tenders are hereby invited by the undersigned from eligible and bonafide interested bidders for Mal SWM Site under Mal Municipal Area as per the details below:
Tender ID No. 2026_MAD_5016095_1, Tender Ref No. WBMAD/e-Tender/03 of EE/MED/JAL/2026-27 Dt. 29/06/2026, Location: Mal Municipal Area Area. Bid Submission end date 20.07.2026, up to 10:00 AM. Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, Jalpaiguri Division, M.E.Dte.
ICA-T11790(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no. – WBMSCL/NIT-594/2026, Dated – 02/07/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for 1. Construction of Proposed Civil, Plumbing and Electrical works for Model AYUSH OPD Building (G+1) in the district of Uttar Dinajpur (Tarial SHD at Tarial PHC), West Bengal during the year of 2025-26. 2. Construction of Proposed Civil, Plumbing and Electrical works for Model AYUSH OPD Building (G+1) in the district of Uttar Dinajpur (Islampur SHD at Islampur BPHC), West Bengal during the year of 2025-26. Last date of submission of bid (online)– 21.07.2026 up to 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in on or after 07.07.2026 at 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to ee2msc.hfw-wb@gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL & Sr. Special Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal.
ICA-T11795(3)/2026

MBA ADMISSION FOR ACADEMIC SESSION 2026-2028
DEPARTMENT OF MANAGEMENT
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
Raja Rammohunpur, P.O. North Bengal University, Siliguri 734013, West Bengal, India
(UGC Recognized, AICTE Approved, Life member of AIMS & Nationally Ranked among top 50 B-Schools of India, 2025)
MBA ADMISSION OPEN FOR SESSION 2026 - 2028
For Application Details & Selection Procedure as well as Prospectus & filling up of Application Form please do visit our websites: https://mba.nbu.ac.in and www.nbu.ac.in
Form Fill Up Duration: 07-07-2026 to 22-07-2026
Advt. No. 02/R-2026 Joint Registrar

আজ টিভিতে

প্রেমের কাহিনী বেলা ১.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ দুরন্ত প্রেম, দুপুর ১২.৪৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, বিকেল ৩.৪৫ লাভেরিয়া, সন্ধে ৬.৪৫ সিঁথির সিঁদুর, রাত ১০.০০ পাওয়ার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো, বেলা ১১.৩০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.৪৫ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, সন্ধে ৭.৩০ অন্নদাতা, রাত ১১.১৫ প্রিয়তমা
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে, বেলা ১১.৩০ একাই একশো, দুপুর ২.০০ বাবা তারকনাথ, বিকেল ৫.০০ মায়ের অধিকার, সন্ধে ৭.৩০ জীবন যুদ্ধ, রাত ১০.০০ চুড়িওয়ালা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নদীয়া নাগর
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মস্তান
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : বেলা ১১.৪৯ হর দিন দিওয়ালি, দুপুর ২.২৮ প্লেয়ার-এক খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৫৪ স্মার্ট শংকর, রাত ১০.২২ লেজেন্ড দ্য টেরর
স্টার গোল্ড : বেলা ১১.১০ চুপ চুপ কে, দুপুর ১.৫৭ জলি এলএলবি-থ্রি, বিকেল ৪.৫৯ দ্য ফ্যামিলি স্টার, সন্ধে ৭.৫০ দঙ্গল, রাত ১০.৫৪ কয়েদি নম্বর একশো পঁচাশ

জলি এলএলবি-থ্রি দুপুর ১.৫৭ স্টার গোল্ড

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ আষাঢ়, ১৪৩৩, ভাঃ ১৫ আষাঢ়, ৬ জুলাই, ২০২৬, ২১ আহার, সংবৎ ৬ আষাঢ় বদি, ২০ মহরম। সূঃ উঃ ৫।১, অঃ ৬।২৩। সোমবার, ষষ্ঠী দিবা ৯।৪৪। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ১।১। সৌভাগ্যযোগ দিবা ১।৪০। বণিজকরণ দিবা ৯।৪৪ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৯।১৮ গতে ববকরণ। জন্মে-কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৬।৫৬ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ১।১ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৯।৪৪ গতে ত্রিপাদদোষ, দিবা ১।১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ৯।৪৪ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৬।৪১ গতে ৮।২১ মধ্যে ও ৩।৩ গতে ৪।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২২ গতে ১১।৪২ মধ্যে। যাত্রা – শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।৮ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ৯।৪৪ গতে মাত্র পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১।১ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন। বিবাহ – রাত্রি ১১।৪২ গতে ৩।৩৫ মধ্যে মীন মেষ ও বৃষলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস (৬ জুলাই)। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩৬ গতে ১০।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১৩ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ১।২৯ গতে ২।৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৩।৩৭ গতে ৪।২০ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দলাভ। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে আনন্দ। বৃষ : আর্থিক দিকে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। পিত্তরোগে কষ্ট। মিথুন : ব্যবসা নিয়ে বাবার সঙ্গে সামান্য মতানৈক্য। আজ পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। কর্কট : যে কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেননি, আজ তা সামান্য পরিশ্রমেই করে ফেলবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। সিংহ : অকারণে অপমানিত হতে পারেন। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে রক্ষা করতে পেরে মানসিক শান্তি। কন্যা : প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে তাঁকে মানসিকভাবে আঘাত করে ফেলবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা ছাড়ুন। তুলা : বাবার শরীরের দিকে নজর দিন। দূরের বন্ধুর উন্নতির খবরে আনন্দ। বৃশ্চিক : কোনও ব্যবসা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা। অসুখ থেকে আরোগ্য লাভ। ধনু : আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন। বাবার সঙ্গে হঠাৎ কোনও বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য। মকর : সারাদিন ভাইবোনের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। সন্তানের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হবে। কুম্ভ : কোনও দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হবে। মাথার যন্ত্রণায় দুর্ভোগ। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মীন : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে লাভের মুখ দেখতে পারেন।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাটিক পেল জিআই

শান্তিনিকেতনের বাটিক ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এর ফলে এখন থেকে 'শান্তিনিকেতনের বাটিক' নামে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে নির্মিত বাটিক পণ্যই বাজারজাত করা যাবে।

ফের তলব অরূপকে

মেসি কাণ্ডে ফের তলব করা হল প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। মঙ্গলবার বেলা ১১টায় তাঁকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ। এর আগে তিনবার নোটিশ দেওয়ার পরও বেপাত্তা ছিলেন অরূপ।

মোথাবাড়ি কাণ্ডে মুক্তি

মোথাবাড়িতে এসআইআর প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত জুডিসিয়াল অফিসারদের হেনস্তার ঘটনায় রবিবার মুক্তি পেলেন আইএসএফ নেতা মওলানা শাহজাহান আলি কাদরি সহ ৩২ জন।

'ব' বাদ

'দিঘা গেট' থেকে সরছে তৃণমূল সরকারের বিশ্ব বাংলার প্রতীক। ২০১৪ সালে সমুদ্রের ধারে নন্দকুমার-দিঘা ১১৬বি জাতীয় সড়কে নির্মিত প্রবেশদ্বারের ওপর বসানো হয়েছিল বিশ্ব বাংলার প্রতীক 'ব'।

অবশেষে থানায় নথি অভিষেকের

রিমি শীল

কলকাতা, ৫ জুলাই : মোটর ভেহিকল অ্যাক্ট লঙ্ঘনের মামলায় অবশেষে থানায় নথি পাঠালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গাড়িতে দুই নিরাপত্তারক্ষী বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করায় মোটর ভেহিকল অ্যাক্টে এফআইআর দায়ের হয়েছিল অভিষেকের বিরুদ্ধে। গাড়িটি কবে কেনা হয়েছিল, চালকের নাম, ঠিকানা সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য চাওয়া হয় অভিষেকের থেকে। শনিবার তা জমা দেওয়ার কথা থাকলেও তিনি তা দেননি। শেষ পর্যন্ত রবিবার সেই নথি এক প্রতিনিধি মারফত কালীঘাট থানায় পাঠিয়েছেন অভিষেক। যদিও অসম্পূর্ণ নথি দেওয়ার কারণে পুনরায় অভিষেককে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

দ্য মোটর ভেহিকল অ্যাক্ট অনুযায়ী চলন্ত গাড়িতে চালক কিংবা আরোহী কেউ ঝুলে ঝুলে যাতায়াত করতে পারে না, তা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই অভিষেকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন রাজীব সরকার নামে বাগুইআটির এক বাসিন্দা। তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ শুরু করে পুলিশ। যাঁরা গাড়িতে ঝুলছিলেন, তাঁদের তথ্যও জানতে চাওয়া হয়। রবিবার নিজের লেটার হেডে থানায় চিঠি দিয়েছেন সাংসদ। তবে সম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়নি। এদিকে ডায়মন্ড হারবার এলাকায় সেবাশ্রয় কর্মসূচি নিয়ে আরও বিপাকে পড়েছেন অভিষেক। তাঁর বিরুদ্ধে বিষ্ণুপুর থানাতেও দ্বিতীয় এফআইআর দায়ের হয়েছে। মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অভিযোগের তালিকায় নাম রয়েছে অভিষেক সহ ১৬ জনের। তাঁর আপ্তসহায়ক সুমিত রায়, ফলতার প্রাক্তন বিধায়ক জাহাঙ্গির খান, বিষ্ণুপুরের দিলীপ মণ্ডল, মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক শামিম আহমেদদেরও নাম রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারা সহ ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট, পিসিপিএনডিটি অ্যাক্ট, অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্টেও মামলা রুজু হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'শীঘ্রই ওঁকে শ্রীঘরে পাঠানো হবে। আগাম গারদ শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি।'

নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর

'ধর্ষণ-খুনে' উত্তপ্ত বারুইপুর

বারুইপুর, ৫ জুলাই : ১১ বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণের পর ধর্ষণ ও শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগে রবিবার সকাল থেকে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বারুইপুর থানা এলাকার ধপধপি-২ পঞ্চায়েতের সূর্যপুর হাট সংলগ্ন অঞ্চল। ক্ষোভে ফুঁসে ওঠা জনতার গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে এক অভিযুক্তের। উত্তেজিত জনতা পুলিশ ও সংবাদমাধ্যমের ওপর চড়াও হয়ে গাড়ি ভাঙচুর করে, আগুন জ্বালায় এবং সূর্যপুর পুলিশ ক্যাম্পে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার নামখানা লাইনের রেল চলাচল ও জয়নগর-কুলপি রোড। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলে কড়া ব্যবস্থার আশ্বাস দিলে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। ওই পরিবারকে মঙ্গলবার ভবানী ভবনে ডেকে পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সাফ জানান, দোষীদের কাউকেই ছেড়ে কথা বলা হবে না। তিনি নিজে সেখানে উপস্থিত থেকে পরিবারের সব দাবি শুনবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে সিট গঠনও করা হয়েছে।

এদিকে এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ সমাজমাধ্যমে দাবি করেন, 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারুইপুর যেতে চেয়েছিলেন। খবর পেয়ে তাঁকে আটকাতে তাঁর বাড়ির সামনে বিরাট পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। যাতে নেত্রী এখন বেরোতে না পারেন।' যদিও পরে মমতা নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে খবর।

কুণালের বক্তব্য, 'বারুইপুরের ঘটনা ভয়ংকর। বালিকাকে ধর্ষণ করে খুন। এলাকা উত্তপ্ত। রোষে আইন হাতে তুলে নেওয়ার বিপজ্জনক প্রবণতা। এক বজ্জাতের পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগও আছে। পালাল নাকি পালাতে দেওয়া হল? বাংলা মিডিয়ার দিনভর প্রচার, সন্ধের আলোচনা, মোমবাতি মিছিলের কভারেজ হবে না?'

অন্যদিকে, ঘটনার পিছনে রাজ্যের শাসকদলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীবাহিনীর যোগ তুলে স্থানীয় সিপিএম নেতা মহম্মদ লাহেক আলির দাবি, 'বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুন করে। তারপর স্থানীয়রা অভিযুক্তদের ধরে থানায় তুলে দিয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় বিজেপি নেতা শান্তনু মণ্ডলের কথায় পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'অভয়া এখনও বিচার পায়নি। এই ঘটনারও বিচার কি হবে?'

রণক্ষেত্র সূর্যপুর হাট সংলগ্ন অঞ্চল। রবিবার। -পিটিআই

> অভয়া এখনও বিচার পায়নি। এই ঘটনারও বিচার কি হবে?
>
> **সুজন চক্রবর্তী**
> সিপিএম নেতা

এদিকে, বিজেপিকে নিশানা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপি শুধু মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ নয়, এমন পরিবেশ তৈরি করেছে, যেখানে অভিযুক্তরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় তাঁদের রক্ষা করবে।'

পারিবারিক সূত্রে খবর, শনিবার বিকাল চারটে নাগাদ খাবার কিনতে ও খেলাধুলো করতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল ওই নাবালিকা। এরপর সে বাড়ি ফেরেনি। পরিবার এবং এলাকাবাসীর অভিযোগ, এলাকারই ৪-৫ জন তরুণ তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। রবিবার সকালে বাড়ির অদূরে একটি পুকুর থেকে ওই নাবালিকার বস্তাবন্দি নিথর দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নাবালিকার ওপর পাশবিক অত্যাচার করার পর তথ্যপ্রমাণ লোপাট করতে তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমানও তাই। ইতিমধ্যেই প্রভাস মণ্ডল সহ আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মমতার বাড়ি ঘিরে পুলিশ, প্রশ্ন তৃণমূলের

কলকাতা, ৫ জুলাই : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির সামনে আচমকা বিপুল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কেন হঠাৎ এই নিরাপত্তা বাড়ানো হল, তার আসল কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। ক্ষোভ ও প্রশ্ন উগরে দিয়ে পোস্ট করেছেন ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং কুণাল ঘোষের মতো দলের প্রথম সারির নেতারা। মমতার বাড়িতে পুলিশি প্রহরা নিয়ে ডেরেক বলেন, 'বাংলায় কী হচ্ছে? গত কয়েক ঘণ্টা ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির ঠিক বাইরের সরু রাস্তায় ইচ্ছাকৃতভাবে

পোস্ট ডেরেক ও কুণালের

দশটিরও বেশি পুলিশের গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। এটি একটি চতুর চাল,যার উদ্দেশ্য হল, রাস্তা আটকে দেওয়া এবং তাঁকে বাড়ি থেকে বের হতে বাধা দেওয়া, যাতে তিনি বারুইপুরে নৃশংসভাবে ধর্ষিত ও খুন হওয়া শিশুটির পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে না পারেন।'

কোনও আগাম তথ্য ছাড়াই হঠাৎ এই অতিরিক্ত পুলিশি ঘেরাটোপ কেন, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এখনও পর্যন্ত পুলিশ বা প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকে এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক কিছু জানানো হয়নি।

১২৬৪ কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের

কলকাতা, ৫ জুলাই : রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার গঠনের দু'মাস পার হওয়ার আগেই কাটল কেন্দ্রীয় বরাদ্দের জট। পশ্চিমবঙ্গের '১২৫ দিনের কাজের প্রকল্প'-এর জন্য প্রথম কিস্তিতে ১২৬৪.৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্র। রবিবার কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান দেশের বিভিন্ন রাজ্যের জন্য 'বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)' প্রকল্পের টাকা অনুমোদন করেন। ১ জুলাই থেকে বাংলায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির তরফে দেওয়াল চিত্রটি করা হচ্ছে। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

পুজোর আগেই রাজ্যে হাজার কোটির বিনিয়োগ

ডানকুনি-মেজিয়ায় আসছে নতুন শিল্প

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ জুলাই : চলতি মাসে রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগের দরজা খুলতে চলেছে। ১১ ও ১৮ জুলাই দুটি বড় প্রকল্পের শিলান্যাস হবে, যার আভাস আগেই দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 'কথা কম, কাজ বেশি'— এই নীতিতে বিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই আগামী ১১ জুলাই হুগলির ডানকুনিতে হোসিয়ারি শিল্পের সূচনা হতে যাচ্ছে। সেখানে 'লাক্স কোজি' সংস্থা প্রায় ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। এর ঠিক পরেই, ১৮ জুলাই বাঁকুড়ার মেজিয়ায় একটি বড় ইস্পাত কারখানার শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী। 'শ্যাম স্টিল'-এর পক্ষ থেকে এই প্রকল্পে প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে।

রবিবার এক একান্ত সাক্ষাৎকারে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় পশ্চিমবঙ্গের এই উজ্জ্বল শিল্প সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, 'শুধু এই দুটি প্রকল্পই নয়, দুর্গাপুজোর আগে রাজ্যে আরও বেশ কিছু বিনিয়োগ আসতে চলেছে। হাওড়ার সাঁকরাইলে 'আমূল'-এর একটি বড় দই প্রস্তুতকারক কারখানা তৈরি হচ্ছে, যার প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে।

রাজ্যের শিল্পায়নে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ সহায়তার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখছেন শিল্পমন্ত্রী। সম্প্রতি তাঁর কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প উন্নয়ন নিয়ে

বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রাজ্যে দুটি অভ্র প্রকল্পের প্রস্তাবও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে, পুজোর আগে একটি শিল্প সম্মেলন করার পরিকল্পনা চলছে, তবে তা এখনও আলোচনা স্তরে রয়েছে। মন্ত্রীর কথায়, 'আগের সরকারের মতো শুধু লোকদেখানো শিল্প সম্মেলন আমরা করতে চাই না। আমরা এমন সম্মেলন করব যা থেকে রাজ্যে প্রকৃত বিনিয়োগ আসবে এবং তরুণদের কর্মসংস্থান হবে।'

এই শিল্প সম্মেলনের আগেই রাজ্যের নতুন 'শিল্পনীতি' ঘোষণা করা হতে পারে বলে জানান তিনি। রাজ্য স্তরের 'শিল্পে বিনিয়োগ' কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন খোদ শিল্পমন্ত্রী। বিনিয়োগকারীদের কী ধরনের আর্থিক প্যাকেজ বা ইনসেন্টিভ দেওয়া হবে, তা নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের সদ্য পেশ করা বাজেটে ইতিমধ্যেই ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

দাপুটে পুষ্পার পতনে শ্রীঘরে স্ত্রী সারিকাও

কলকাতা, ৫ জুলাই : 'ম্যায় ঝুঁকেগা নেহি!'। বিধানসভা ভোটের সময় পুলিশের চোখে চোখ রেখে নিজেকে সিনেমার 'পুষ্পা' বলে দাবি করা ফলতার দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের সেই আস্ফালন এখন অতীত। ক্ষমতা হাতবদলের পর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে দড়ি বাঁধা অবস্থায় হাফ-প্যান্ট পরে ফলতার রাস্তায় হাঁটা জাহাঙ্গিরের পতন বাংলার রাজনীতিতে এক অদ্ভুত নাটকীয় মোড় নিয়েছে। আর সেই নাটকের সবচেয়ে বড় চমক হলেন তাঁর স্ত্রী সারিকা বিবি।

যিনি একসময় ফলতার রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থাকতেন, প্রতিবেশীরা যাঁকে কখনও প্রকাশ্যে দেখতেনই না, সেই সারিকা এখন পুলিশের জালে। অভিযোগ, গত ১৭ জুন জাহাঙ্গিরকে ছাড়াতে প্রায় ৪০০ জনের মারমুখী বিশাল উন্মত্ত জনতাকে ফলতা থানায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই সারিকাই। তাঁর বিরুদ্ধে দাঙ্গা, অস্ত্র আইন এবং সরকারি কর্মীকে মারধরের মতো একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

একসময় ফলতায় জাহাঙ্গির ও সারিকার বিশাল আধিপত্য ছিল। কিন্তু গত ২১ মে পুনর্নির্বাচনের আগে ভয়ে সপরিবারে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেন জাহাঙ্গির। এরপর পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে চরম হেনস্তা করেছে বলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থও হয়েছিলেন সারিকা। আদালত জাহাঙ্গিরের মানবাধিকার রক্ষার নির্দেশ দিলেও, ততদিনে সারিকা নিজেই পুলিশের নজরে চলে আসেন। সাধারণ এক গৃহবধূ থেকে আচমকা দাঙ্গায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে এক 'পুষ্পা'-র স্ত্রীর এই উত্থান ও পতন কোনও সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানাবে।

পৃষ্ঠপোষকরা জেলে, সমস্যায় বিগবাজেট পুজো

কলকাতা, ৫ জুলাই : মহালয়ার আর ১০০ দিনও বাকি নেই। অথচ কলকাতার যে সমস্ত থিম পুজো এতদিন তৃণমূলের মন্ত্রী, কাউন্সিলার বা প্রভাবশালী নেতাদের দাপটে কোটি টাকার বাজেট পার করত, সেগুলোর ভবিষ্যৎ এখন ঘোর অনিশ্চয়তায়। ক্ষমতার হাতবদলের পর শ্রীভূমি স্পোর্টিং, নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘ বা টালা প্রত্যয়ের মতো বিগবাজেটের পুজোগুলো চরম স্পনসর সংকটে ভুগছে।

সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে নিউ আলিপুরের সুরুচি সংঘ। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসদের এই পুজোর মাঠে থাবা বসিয়েছে জমির মালিক এলআইসি। তারা জমি ফেরত চাওয়ায় পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক কিংশুক মৈত্র জানিয়েছেন, এজিএম ডেকে ছোট করে পুজো করার জায়গা খোঁজা হবে। অন্যদিকে, টালা প্রত্যয়ের মণ্ডপের কাঠামো ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন নতুন বিজেপি বিধায়ক রিতেশ তিওয়ারি। প্রধান উদ্যোক্তা ধ্রুবজ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠেছে। কসবার রাজডাঙ্গা নব উদয় সংঘ বা পাটুলির কেন্দুয়া শান্তি

সংঘের অবস্থা আরও শোচনীয়, কারণ তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক তথা প্রাক্তন কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষ ও বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তরা তোলাবাজির অভিযোগে এখন শ্রীঘরে।

চেতলা অগ্রণী বা হিন্দুস্তান ক্লাবের মতো পুজো কমিটিগুলো অবশ্য কিছুটা পিঠ বাঁচাতে রাতারাতি 'বিদ্রোহী তৃণমূল' শিবিরে যোগ দিয়েছে। পুজো মহলের মতে, আগে প্রভাবশালী নেতাদের দৌলতে কর্পোরেট বিজ্ঞাপনের সিংহভাগ এই বড় পুজোগুলো একচেটিয়া কেড়ে নিত। থিম শিল্পী অনির্বাণ দাসের মতে, 'এবার আর সেই রাজনৈতিক দাপট খাটবে না। ফলে বিজ্ঞাপনের টাকা অন্য ছোট পুজোগুলোর মধ্যেও ভাগ হবে, যা একদিক থেকে ভালোই।'

ফোরাম ফর দুর্গোৎসব-এর পার্থ ঘোষ অবশ্য আশাবাদী, শিক্ষা দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারি সত্ত্বেও উদয়ন সংঘ যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, এই পুজোও ঠিক সেভাবেই স্বমহিমায় ফিরবে। তবে চোরবাগান সর্বজনীন আবার ৯১ বছরে পা দিয়ে মোদির আরতি করার ছবি দেওয়ালে নতুন রাজনৈতিক হাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে।

মাদ্রাসায় পড়লে ভাতা বন্ধ

কলকাতা, ৫ জুলাই : রাজ্যের সরকারি সুযোগসুবিধা আর স্রেফ ভোটব্যাংক বাড়ানোর হাতিয়ার নয়, বরং তা পেতে হলে মানতে হবে দেশের আইন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা। সম্প্রতি উপভোক্তাদের জন্য একগুচ্ছ কড়া শর্তের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, যাঁরা তিনবার বা তার বেশি বিয়ে করেছেন কিংবা সন্তানদের সরকারি ও জরুরি টিকাকরণ করাননি, তাঁরা আর কোনও সরকারি ভাতা পাবেন না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সরকারের টাকা প্রকৃত যোগ্য ও অভাবী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য। যাঁরা সরকারি স্কুল ছেড়ে নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসা) সন্তানদের ভর্তি করাচ্ছেন, তাঁদেরও তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে।' ১ জুলাই থেকেই এই স্ক্রিনিং শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো বুনিয়াদি স্তরে সরকারি অনুশাসন কায়েম করতেই এই কড়া দাওয়াই।

নিউটাউনে হাসপাতাল গড়তে চলেছে আদানি

কলকাতা, ৫ জুলাই : রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই বাংলার শিল্পচিত্রে নতুন জোয়ার এসেছে। এবার কলকাতার বুকেই এক হেলথ সিটি গড়তে চলেছে আদানি গোষ্ঠী। মুম্বই ও আমেদাবাদের পর নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া ২-এ প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই স্বাস্থ্যনগরী গড়ে উঠবে। নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ইতিমধ্যেই এই প্রোজেক্টে সবুজ সংকেত দিয়েছে।

নিউটাউনে আদানির হাতে থাকা ৫১ একর জমিতে আমেরিকার বিখ্যাত 'মেয়ো ক্লিনিক'-এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় এই আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। নাম হতে চলেছে 'আদানি আরোগ্য মন্দির'। সব ঠিক থাকলে আসন্ন দুর্গাপুজোর আগেই এই ১,০০০ শয্যার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের শিলান্যাস হয়ে যাবে।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে ইস্পাত ক্ষেত্রে ১,৫০০ কোটি টাকা এবং হোসিয়ারি শিল্পে আরও ৬০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসতে চলেছে। শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি তৈরির কাজও শুরু করে দিয়েছে।

'রামপাড়া'য় সব 'রামে'দের বাস

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ৫ জুলাই : কেউ রামতনু, কেউ রামগোপাল তো কেউ আবার রামরতন, রামকমল। কারও নাম আবার রামচরণ, কেউ রামশরণ, কেউ রামরঞ্জন কিংবা রামানন্দ। আর এদের সকলের বাসস্থান 'রামপাড়া'য়। শুনতে অবাক লাগলেও বাঁকুড়া সদর থানার আঁচুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম সানাবাঁধ গ্রামে রয়েছে এমনই এক জায়গা যেখানে সকলের নাম শুরু হয়েছে রঘুপতিকে দিয়ে।

প্রাচীন রীতি ও লোকাচার মেনে এই পাড়ার নবজাত সকল পুত্রসন্তানের নামকরণ করা হয়। বর্তমানে পাড়ায় রয়েছেন সাতটি মুখোপাধ্যায় পরিবারের ৪৫ জন পুরুষ সদস্য। যাঁদের প্রত্যেকের নামের শুরু 'রাম' দিয়ে। এই ব্যতিক্রমী রীতি বা প্রথা বহু প্রজন্ম ধরে চলে আসছে এই পাড়ায়। সেকারণে এলাকাটি রামপাড়া নামেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একটি লোককাহিনীকে ভিত্তি করে এই প্রথার সূত্রপাত। এই গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অযোধ্যার এক ঐতিহাসিক যোগসূত্র। স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশ্বাস, প্রায় ২৫০-৩০০ বছর আগে অযোধ্যা থেকে রামশরণ মুখোপাধ্যায় নামে একজন কর্মসূত্রে এই এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর হাতে সেসময় পশ্চিম সানাবাঁধ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন শ্রীরাম। শালগ্রাম শিলা রূপে শ্রীরামের পুজো শুরু হয়। অনেকের মতে এই রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করেই পরিচিতি পায় রামপাড়া।

রামপাড়ার বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব সবিতা মুখোপাধ্যায় ও রামধন মুখোপাধ্যায় জানান, তাঁদের পরিবারে কোনও পুত্রসন্তানের জন্ম হলে তার নামের শুরুতেই 'রাম' শব্দটি যুক্ত করতে হয়, এটাই রীতি। শুধু তাই নয়, পরিবারে একবার যে নাম ব্যবহার করা হয়েছে ভবিষ্যতে সেই নাম আর দ্বিতীয়বার কোনও নবজাতকের রাখা যায় না। প্রতিটি নামই হতে হয় স্বতন্ত্র। যদিও এই নাম খোঁজাটাই অনেকসময় সমস্যার হয়ে দাঁড়ায়। তবে নামের মধ্যেই বহন করে চলা হয় পারিবারিক ঐতিহ্য ও ভগবান শ্রীরামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। বর্তমানে সাতটি মুখোপাধ্যায় পরিবারের সকলেই এই প্রাচীন মন্দিরের সেবাইত। প্রতিদিন তিনবার ভগবান রামের পুজো দিয়ে ভোগ নিবেদন ও আরতি করা হয়। একই নিয়মে প্রায় ৩০০ বছর ধরে পূজা-অর্চনা চলে আসছে। শুধু ধর্মীয় আচার নয় এখনও এই মন্দিরকে ঘিরেই সমানে চলছে পরিবারের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। গ্রামের প্রবীণ থেকে সদ্যোজাত সকলেই এই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

সেকারণে রামপাড়া শুধু একটি বসতির নাম নয়। এটি এক সুপ্রাচীন লোকাচার, পারিবারিক উত্তরাধিকারের বাহক এবং বিশ্বাসের প্রতীক। রামপাড়ার বাসিন্দাদের একটাই বক্তব্য, 'আমাদের পূর্বপুরুষরা যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন, আমরা শুধু সেটাই ধরে রাখার চেষ্টা করছি। এটা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।' আট পুরুষ ধরে এই মন্দিরের সেবা ও পুজো চলছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যাতে এই ঐতিহ্যকে সমান সম্মান দিয়ে রক্ষা করে, সেটাই তাঁদের সব চেয়ে বড় আশা।

জেলা কোর কমিটিকে নির্দেশ

মাসে দু'বার বৈঠক পদ্মের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : বিজেপির জেলা কোর কমিটিগুলির বৈঠক নিয়ে দলীয় নেতৃত্ব সক্রিয় হল। এবার থেকে মাসে দু'বার করে এই বৈঠক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গত জুন মাসে প্রতিটি সাংগঠনিক জেলার কোর কমিটি গঠিত হয়। জুলাই মাস থেকে এই নতুন নিয়ম কার্যকর হচ্ছে। ৭ থেকে ১০ জুলাইয়ের মধ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে দলীয় সূত্রে খবর। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'জেলা কোর কমিটিগুলির বৈঠক শুরু হবে। সেখানে দলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।'

বিজেপির অন্দরের খবর, এই কোর কমিটিগুলিই হবে জেলার নীতি নির্ধারণের মূল চালিকাশক্তি। দলের অন্দরে কোনও নেতাকে শোকজ কিংবা পদত্যাগ করানোর অনুমতি দেওয়া থেকে শুরু করে নতুন সদস্য গ্রহণ, সমস্ত বিষয়েই এই কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে। এছাড়া স্থানীয় উন্নয়ন ও সেই কাজে দুর্নীতি হলে, কমিটির ওপর তা খতিয়ে দেখার দায়িত্বও থাকবে। নতুনদের দায়িত্ব বণ্টন এবং ভবিষ্যতের কর্মসূচি ঠিক করার ক্ষেত্রেও এই কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে দলের নেতা-কর্মীরা মনে করছেন।

কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও দল নির্দিষ্ট নির্দেশিকা দিয়েছে। জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের পাশাপাশি স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রীদেরও কমিটিতে রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর বাইরে দুই প্রবীণ বিজেপি কর্মীকেও কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই দুই প্রবীণ ব্যক্তি বর্তমানে কোনও পদে না থাকলেও

- ৭ থেকে ১০ জুলাইয়ের মধ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৈঠক হবে
- জেলার উন্নয়ন ও নীতি নির্ধারণে কোর কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে
- প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে কর্মীদের দলীয় শৃঙ্খলা ও আদর্শের পাঠ দেওয়া হচ্ছে

তাঁদের 'আদি নেতা' হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। দলের অন্দরের খবর, পুরোনো কর্মীদের গুরুত্ব দিতেই এই সিদ্ধান্ত। তাঁরা সংঘ-ঘনিষ্ঠও হতে পারেন। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় সুশীল আগরওয়াল নামে এক পুরোনো কর্মীকে কোর কমিটিতে রাখা হয়েছে। জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, 'কোর কমিটির বৈঠক নিয়ে বাইরে কিছু বলা যাবে না। তবে সবটাই দলীয় নির্দেশ মেনেই হয়েছে।'

অন্যদিকে, রাজ্যজুড়ে বিজেপির মণ্ডল স্তরের প্রশিক্ষণ শিবির চলছে। এই শিবিরগুলিতে প্রচুর ভিড় হচ্ছে বলে দাবি দলের। ২৪ ঘণ্টার এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের এক রাত থাকতে হচ্ছে। সরকারি ভবনে এই শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠলেও দলীয় নেতৃত্ব তা অস্বীকার করেছে। সরকারি কাজ বন্ধ করে বা ক্ষতি করে দলের কাজ হচ্ছে না বলে দাবি তাদের। শিলিগুড়িতেও অধিকাংশ মণ্ডলে শিবির শুরু হয়েছে। একটি মণ্ডলের সভায় প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন ও মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ উপস্থিত ছিলেন।

এনিয়ে আনন্দময় বর্মন বলছেন, 'দলীয় প্রশিক্ষণ শিবির। দল ভারী হচ্ছে। দলীয় আদর্শ নতুনদের মধ্যে দেওয়া আবশ্যক।'

দলে শৃঙ্খলা বজায় রাখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ সাম্প্রতিক সময়ে দলের একাংশের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নেতাদের দিকে ডিম ছোড়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। যদিও শমীক ভট্টাচার্য আগেই এ ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়েছিলেন। তবুও তা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। তাই শিবিরের মাধ্যমে কর্মীদের দলের লড়াই ও সংগ্রামের ইতিহাস শেখানো হচ্ছে বলে দলীয় সূত্রে খবর।

শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি উত্তরের সব জেলায়

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি স্থাপনের ঘোষণা হয়েছে। এবার সেই একই পথে হাঁটতে চলেছে উত্তরবঙ্গ। উত্তরের প্রত্যেক শহরে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, কোথাও আবক্ষমূর্তি, কোথাও পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসবে দলীয় টাকায়। এনিয়ে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেছেন, 'আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের রূপকার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানকে নতুন প্রজন্মের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গের আবেগ ও ইতিহাসের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের নাম জড়িয়ে রয়েছে। সেজন্য প্রত্যেক শহরে তাঁর মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।'

উত্তরবঙ্গ বিজেপির কাছে শক্ত ঘাঁটি। সেখানে সংঘ পরিবারের চিন্তাধারার প্রচার, প্রসার অনেকদিন থেকেই চলছে। বঙ্গে হিন্দু ভাবাবেগের হাওয়া উঠেছে ২০২১ সাল থেকেই। এমন আবহে ইতিহাসে শ্যামাপ্রসাদের অবদান বোঝাবে সংঘ পরিবার।

৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন। রাজ্যজুড়ে মহাসমারোহে দিনটি পালিত হবে। দলীয় সূত্রে খবর, বিজেপির তরফে প্রত্যেক মণ্ডলে দিনটি পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নানা স্থানে সেবামূলক কাজ করবেন দলীয় নেতা, কর্মীরা।

রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমার আঠারোখাইয়ে হালেরমাথা এলাকায় শ্যামাপ্রসাদের মূর্তির শিলান্যাস করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। সেরকম উত্তরের গুরুত্বপূর্ণ শহর, রাস্তার মোড়, এমনকি শহরের মূল কেন্দ্রে এই মূর্তিগুলি বসবে বলে বিজেপি সূত্রে খবর।

ইতিমধ্যে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ শিলিগুড়িতে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি স্থাপনের ঘোষণা করেছেন। রবিবার শংকর বলছিলেন, 'কলকাতার বুকে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমরা চাই উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ি তথা উত্তরের জেলাগুলিতে তাঁর একটি যোগ্য স্মারক গড়ে উঠুক, যা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পথ দেখাবে।'

চোলাই নষ্ট

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : রবিবার মেডিকেল ফাঁড়ির তরফে কলমজোত এলাকায় চোলাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে চোলাই সহ চোলাই তৈরির সামগ্রী, কাঁচামাল বাজেয়াপ্ত হয়। ঘটনায় একজনকে আটক করে পুলিশ।

হাতছানি দেয় পাহাড়। নৌকাঘাটের কাছে। ছবি : সূত্রধর

পর্যটকদের জন্য হেল্পলাইন চালু

উদ্যোগী শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : শিলিগুড়ি শহরের পর্যটনশিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পর্যটকদের বিড়ম্বনা ও হয়রানির অভিযোগ সামনে এসেছে। দিল্লি থেকে আগাম ক্যাব বুক করে এসেও অনেক সময় পর্যটকরা দেখেছেন শিলিগুড়িতে তাঁদের জন্য কোনও গাড়ি নেই। আবার বাড়তি টাকা গুনতে বাধ্য হওয়ার মতো অভিযোগও বারবার উঠে এসেছে। পর্যটকদের এই সমস্যার কথা জানতে পেরে মেট্রোপলিটান পুলিশের কর্তারা তা সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবে তা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। এবার সমস্যার স্থায়ী সমাধানে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ ময়দানে নামল।

রবিবার শিলিগুড়ির মৈনাক ট্যুরিস্ট লজে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পর্যটকদের জন্য বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হল। ৯৮০০২৪২৪২৬ নম্বরের এই হেল্পলাইনটি ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকবে। সম্প্রতি পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশকর্তাদের একটি বৈঠকে এই উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। পর্যটনমন্ত্রী নিজেও নিজের শহর থেকে এই পরিষেবা চালুর বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন।

হেল্পলাইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা এদিন বলেন, 'অনেকসময় আমরা দেখেছি, পর্যটকরা গাড়ি সার্ভিস সংক্রান্ত সমস্যায় পড়েন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে জোরাজুরির মুখে পড়ারও অভিযোগ ওঠে। শিলিগুড়ি থেকে কোনও ক্যাব কিংবা গাড়ি বুকিং করে দার্জিলিং, গ্যাংটকের পথে যাওয়ার সময় যদি কোনও সমস্যা তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে পর্যটকরা এই নম্বরে ফোন করে নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পারেন। আমরা রিপোর্ট পেলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব। এর জন্য আমরা ইতিমধ্যেই সমস্ত ট্যুরিস্ট এজেন্সির ডেটাবেস তৈরি করেছি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'কোনও ট্যুরিস্ট অপারেটর কিংবা ট্যাক্সি অপারেটরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু যারা খারাপ কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিষয়টি নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'আমরা হোটেল, ট্যুর অপারেটর ও পরিবহণকারীদের ঠিকমতো নথিভুক্ত করতে চাইছি। এই তালিকা থেকেই সহযোগিতা নিতে আমরা সবার উদ্দেশ্যে আবেদন করব। যাতে কোনও সমস্যা হলে আমরা সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারি।' পুলিশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে শংকর বলেন, 'পর্যটন দপ্তর থেকেও গোটা রাজ্যের জন্য পর্যটকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হবে। সেই নম্বরের সঙ্গে আমরা মেট্রোপলিটান পুলিশের এই হেল্পলাইন নম্বরটিকেও যুক্ত করে দেব। এছাড়া পর্যটন দপ্তরের তরফে একটি অ্যাপও তৈরি করা হচ্ছে। সেই অ্যাপও সেন্ট্রালি কাজ করবে।' বড় বড় হোর্ডিংয়ের মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রচার করতে মন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন।

সূত্রের খবর, এই পরিষেবাটি আরও কার্যকর করতে সিকিম ও কালিম্পংয়ের পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গেও আলোচনা করা হবে। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'পর্যটকরা শিলিগুড়িতে নামার পর বাইরে গিয়ে সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। সে কারণে সেখানকার পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গেই আমরা বৈঠক করব। সেই জেলা কিংবা রাজ্যের পর্যটকরাও এখানে সমস্যায় পড়লে, আমরা সেই সমস্যা সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী শংকর ঘোষ। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

বালুরঘাটের জেলে স্থানান্তর উদয়নকে

দিনহাটা, ৫ জুলাই : শিশুমঙ্গল সমিতির দুর্নীতি সহ অন্য নানা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত উদয়ন গুহকে সরানো হল বালুরঘাট সেন্ট্রাল জেলে। রবিবারই তাঁকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। পুরসভার ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান পাশ কাণ্ডে উদয়ন-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেত্রী মৌমিতা ভট্টাচার্য ও পুরসভার প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী এখন ১৪ দিনের জেল হেপাজতে রয়েছেন।

নিরাপত্তাজনিত কারণে এঁদের কাউকেই আর কোচবিহার জেলে রাখা হচ্ছে না। এঁদের মধ্যে মৌমিতাকে দার্জিলিং জেলে ও গৌরীশংকরকে পাঠানো হয়েছে মালদা জেলে। এবার ১৪ দিনের জেল হেপাজতে থাকা উদয়ন গুহকেও সরানো হল বালুরঘাট সেন্ট্রাল জেলে। আর তাতেই জল্পনা বাড়ছে, কী কারণে উদয়নকে বালুরঘাট সরানো হল? দিনহাটা থানার তরফ থেকে মুখ খুলতে নারাজ

- আগামী ১৪ দিন উদয়নের নতুন ঠিকানা বালুরঘাট সেন্ট্রাল জেল
- উদয়ন গুহর অসুস্থতা, হার্টের সমস্যার জন্য সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরের আর্জি জানানো হয়
- সাধারণ জেলে মাটিতে শোয়া, বসে খাওয়া এবং শৌচাগার ব্যবহারে তাঁর সমস্যা হচ্ছিল

আধিকারিকরা। তাঁদের কথা, উদয়ন এখন জেল হেপাজতে রয়েছেন, তাই এ বিষয়ে তাঁদের কিছু জানা নেই। তবে তাঁকে অন্যত্র সরানো যে হচ্ছে সে কথা তাঁরাও শুনেছেন।

উদয়নকে যে বালুরঘাট সেন্ট্রাল জেলে সরানো হয়েছে তা নিশ্চিত করেন উদয়নের আইনজীবী অশোক দাস। তাঁর কথায়, 'গত শনিবার উদয়ন গুহকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজত শেষে আদালতে তোলা হলে বিচারপতির কাছে তাঁর শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার কথা জানিয়ে অসুস্থতার কারণে তাঁর বিছানা ও খাবারের বিশেষ ব্যবস্থার আর্জি জানানো হয়।' তিনি জানান, সেই জন্যই তাঁকে যে কোনও সেন্ট্রাল জেলে পাঠানোর আবেদন রাখা হয়েছিল। যেহেতু উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি ও বালুরঘাটের সেন্ট্রাল জেলে এ ধরনের সুবিধা রয়েছে তাই রবিবার উদয়নকে বালুরঘাট জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। আর সেই সূত্রেই আগামী ১৪ দিন তাঁর নতুন ঠিকানা বালুরঘাট সেন্ট্রাল জেল।

হাউজিং ফর অল প্রকল্পের দুর্নীতিতে বিচারপতির নির্দেশে গত ১৭ জুন কলকাতার আবাসন থেকে গ্রেপ্তার করা হয় উদয়ন গুহকে। এরপর দীর্ঘ সময় তাঁকে কখনও জেল হেপাজত ও কখনও পুলিশি হেপাজতে কাটাতে হয়েছে। তবে হাই প্রোফাইল জীবনযাত্রা কাটানো প্রাক্তন মন্ত্রীর পুলিশি হেপাজতে থাকা থেকে জেল হেপাজতে থাকা নিয়ে সবখানেই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। মূলত বয়সজনিত কারণে কোমরে সমস্যা হওয়ায় তাঁর শৌচাগার ব্যবহার নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। মাটিতে বসে খেতে গিয়েও সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল।

এখানে তাঁকে বাড়তি কোনও সুবিধা দেওয়া হয়নি। আর পাঁচজন অপরাধী যেভাবে জেলে থাকেন তাঁকেও সেভাবে কাটাতে হয়েছে। গত পাঁচদিন জেল হেপাজতে থাকার সময় নীচে শোয়া নিয়ে তাঁকে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়। সূত্রের খবর, উদয়ন গুহর হার্টের অসুখ সহ অন্য সমস্যা থাকায় তাঁকে প্রতিদিন আটরকম ওষুধ খেতে হয়। সেক্ষেত্রে এসব সুবিধা একমাত্র সেন্ট্রাল জেলেই রয়েছে। সে কারণেই বিচারক উদয়নের আইনজীবীর আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তাঁকে বালুরঘাট সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

সাদা মেঘের ভেলা।। কোচবিহারের রাজারহাটে ছবিটি তুলেছেন পরিতোষ রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত

নকশালবাড়ি, ৫ জুলাই : পাচারের আগে চোরাই সেগুন কাঠ সহ বাজেয়াপ্ত করা হল পিকআপ ভ্যান। রবিবার ভোরে নকশালবাড়ির রথখোলা এলাকায় সেগুন কাঠবোঝাই পিকআপ ভ্যানটি আটক করা হয়। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই এলাকায় ওঁত পেতে বসেছিলেন টুকরিয়াঝাড় রেঞ্জের বনকর্মীরা। এরপর রথখোলা থেকে বুড়াগঞ্জগামী টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের রাস্তায় একটি পিকআপ ভ্যান আটক করেন বনকর্মীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চল থেকে সেগুন গাছ কেটে তা রথখোলা হয়ে বিহার লাগোয়া কাঠমিলে নিয়ে যাওয়ার ছক ছিল দুষ্কৃতীদের। টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের রেঞ্জ অফিসের ঢিল ছোড়া দূরত্বে পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করা হয়। তবে চালক সহ দুষ্কৃতীরা আগেই পালিয়ে যায়। বনকর্মীরা তল্লাশি চালালে তাতে ১১টি সেগুন কাঠের গুঁড়ি পাওয়া যায়, যার বাজারমূল্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা। এনিয়ে টুকরিয়াঝাড়ের বনকর্মীরা জানিয়েছেন, সূত্র মারফত খবর পেয়ে সেগুন কাঠবোঝাই পিকআপ ভ্যানটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

সাইকেল চুরিতে ধৃত

নকশালবাড়ি, ৫ জুলাই : সাইকেল চুরির গ্যাংকে আটক করল নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। বেশ কিছুদিন ধরেই নকশালবাড়িতে সাইকেল চুরির অভিযোগ উঠছিল। পরপর সাইকেল চুরির অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে পুলিশ। এর পরেই হাতিঘিসার স্কুলডাঙ্গি এলাকা থেকে তিন কিশোরকে পাকড়াও করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ৬টি সাইকেল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সোমবার তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

'সেটিং' করে বালি, পাথর লুট

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৫ জুলাই : ভোর ৪টে থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে যত খুশি বালি, পাথর পাচার করো! তবে তারপরে আর তোলা যাবে না। সেটিং করা সময়ের মধ্যে মাটিগাড়া ব্লকের রক্তি, রোহিণী এবং বালাসন নদী থেকে বালি, পাথর তুলে অবাধে পাচার চলছে বলে অভিযোগ। সকালের দিকে সকলের নজর এড়িয়ে পাচার সহজ বলেই এভাবে সময় বেঁধে নদী লুট চলছে বলে অভিযোগ। মাটিগাড়া বিজেপির মণ্ডল সভাপতি মিঠুন প্রামাণিক বলছেন, 'এতদিন তৃণমূল নেতারা এইসব অবৈধ কারবার নিয়ন্ত্রণ করতেন। এখনও পুলিশ তৃণমূলের নেতাদের কথায় নদী লুটে মদত দিয়ে যাচ্ছে। এইসব অবৈধ কারবার বন্ধ হওয়া উচিত।'

বর্তমানে এখানকার কোনও নদীর ঘাটেই প্রশাসনের তরফে লিজ দেওয়া নেই। তবে তার পরেও কীভাবে নদী লুট চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকার বাসিন্দারা। পুটিনবাড়ি চা বাগানের কর্মী বাবলু মালপাহাড়ির কথায়, 'বাগানের পাশেই রোহিণী নদী ও রক্তি নদীর মিলনস্থল এবং বাগানের পশ্চিমে ১৭ নম্বর সেকশন লাগোয়া বালাসন নদী থেকে অবাধে বালি, পাথর তোলা হচ্ছে। প্রতিদিনই ভোর ৪টে থেকে শুরু হয় ট্র্যাক্টর আর ডাম্পারের ব্যস্ততা। নদীর বুক থেকে বালি, পাথর তুলে পাহাড় থেকে সমতলের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যায়। গাড়িগুলো সব স্থানীয় মাফিয়াদের। এরা গ্রামের এবং চা বাগানের রাস্তা দিয়েই বালি, পাথর নিয়ে যায়।'

পুটিনবাড়ি চা বাগানের সর্দার হেমরাম কেরকাট্টা বলছেন, 'ভোর থেকে পাচার শুরু হয়ে যায়। পুলিশকে সেটিং করে এই কারবার চলছে বলে শুনেছি।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পুটিনবাড়ির এক বাসিন্দা বলেন, 'নদীতে আর্থমুভার নামিয়ে ডাম্পারে বালি, পাথর ভর্তি করে পাচার করা হয়। এটা প্রতিদিনের দৃশ্য। পুলিশের ভ্যান রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে টাকা তোলে। ট্র্যাক্টর পিছু ৫০০ টাকা, ডাম্পার পিছু ২০০০ টাকা দিতে হয় প্রতিদিনের জন্য।'

সিরাজুল মহম্মদ নামে এক ডাম্পারচালক রাখঢাক না করেই বললেন, 'নদীর লিজ নেই জানি। কিন্তু ঋণ নিয়ে গাড়ি কিনেছি। কিস্তির টাকা মেটাতে গাড়ি চালাতেই হয়।'

অবশ্য মাটিগাড়া থানার এক আধিকারিক বলেন, 'এভাবে বালি, পাথর তুলে পাচার করা হচ্ছে বলে আমাদের জানা নেই। আমরা রাতেই গাড়ি ধরে মামলা রুজু করছি।'

তবে মাটিগাড়া ব্লকের রেভিনিউ অফিসার জে ডুকপা বলেছেন, 'রোহিনী বা রক্তি নদীতে অথবা বালাসন নদী থেকে বালি পাথর তোলার খবর আমাদের কাছে নেই। তবে বানিয়াখালিতে তোলা হয় শুনেছি। ওই এলাকা কার্সিয়াং-এর অধীনে পড়ে।'

এবিষয়ে মাটিগাড়া ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক কৈলাস সরকারের বক্তব্য, 'নদীর ঘাটের বিষয়টি আমার অফিসে যিনি দেখেন তাঁর সঙ্গে কথা বলে বলতে পারব।'

রক্তি নদীতে ট্র্যাক্টর নামিয়ে বালি তোলা হচ্ছে।

জমি বিবাদে সংঘর্ষ চোপড়ায়

চোপড়া, ৫ জুলাই : চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গেন্দাগছ এলাকায় জমি দখলকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে দুইপক্ষের সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় উভয়পক্ষের ৬ জন জখম হয়েছেন। অভিযোগ, আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ও একপক্ষের ওপর ফের হামলা চালানো হয়। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে অপর পক্ষ। পুলিশ দুইপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জমির দখল নিয়ে জাহিদুল ইসলাম ও হবিবর রহমানের পরিবারের মধ্যে কয়েক বছর ধরেই বিরোধ চলছে। দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিজ্জুর রহমান বলেছেন, 'সম্পর্কে কাকা-ভাইপো, এই দুই পরিবারের জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে অতীতে একটি সালিশি বৈঠকও হয়েছিল।'

এদিন সকালে হবিবর রহমানের পক্ষের লোকজন বিতর্কিত জমিতে কাজ শুরু করতে গেলে জাহিদুল ইসলামের পক্ষ বাধা দেয় বলে অভিযোগ। এরপর বচসা থেকে হাতাহাতি ও পরে সংঘর্ষ বাধে।

এনিয়ে হবিবর রহমানের ছেলে তাহিরুল ইসলাম বলেছেন, 'আমাদের নিজস্ব জমি দীর্ঘদিন ধরে একপক্ষ দখল করে রেখেছে। আজ জমিতে গেলে আমাদের উপর হামলা চালানো হয়। হাসপাতালে যাওয়ার পথেও গাড়ি আটকে ফের হামলা চালানো হয়।' অন্যদিকে জাহিদুল ইসলাম সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, '২০১৪ সালে আমাদের জমিতে চা কারখানা তৈরি হয়। তার পরিবর্তে সাড়ে চার বিঘা জমি দেওয়া হয়েছিল। ২০২২ সালেও জমি নিয়ে ফের বিরোধ বাধে। আজ আমরা কেবল বিরোধের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখার অনুরোধ জানাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিপক্ষই প্রথম হামলা চালায়। আমাদের পক্ষের চারজন জখম হয়েছেন। তবে রাস্তা আটকে হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উভয়পক্ষের অভিযোগ গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ঘটনায় গ্রেপ্তারের খবর নেই।

ভাঙচুর হওয়া গাড়ি। রবিবার।

শোচনীয় দশা শতাব্দীপ্রাচীন বাগডোগরা হাটের

মনোময় পাল

বাগডোগরা, ৫ জুলাই : একসময় সমগ্র বাগডোগরা, গোঁসাইপুর, কেষ্টপুর, হাতিঘিসা এমনকি শিবমন্দিরের অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাগডোগরা হাট। কিন্তু সেই হাটে যাওয়াই আজ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। হাটের কোথাও একটা ডাস্টবিন নেই। জলনিকাশির জন্য বহু বছর আগে যে নালা ছিল, তা বুজে গিয়েছে কবেই। অনেক জায়গায় নালার উপর গড়ে উঠেছে অবৈধ নির্মাণ। ফলে একপশলা বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। সেই জমা জলে জন্ম নিচ্ছে মশা। স্বাস্থ্য দপ্তর মাঝেমধ্যে 'সচেতনতা শিবির' করে চলে যায়। কিন্তু হাটে একবার ব্লিচিংও ছড়ায় না। সবজি বিক্রেতা সঞ্জিত দাস বলছেন, 'মাছ বাজারে ব্যবহৃত অতিরিক্ত জল সবজি বাজারে ঢুকছে। প্রায় ১৫ বছর ধরে নর্দমা বন্ধ।'

সপ্তাহে দু'দিন বসে এই হাট, বৃহস্পতিবার ও রবিবার। সকাল ১০টায় হাটে ঢুকতেই নাকে ধাক্কা মারল পচা গন্ধ। হাটের উত্তর-পশ্চিম কোণে জমেছে জঞ্জালের স্তূপ- পচা সবজি, মাছের নাড়িভুঁড়ি, মুরগির পালক, পচা ডিম আর প্লাস্টিকের প্যাকেট। স্তূপীকৃত আবর্জনার একপাশে শুভমায়া সূর্যনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়, অন্যদিকে বাগডোগরা ডাকঘর। আবর্জনার ওপরেই ভনভন করছে মাছি, কিলবিল করছে সাদা পোকা।

সন্ধ্যা ৬টার পর গোটা হাট এলাকা ডুবে যায় অন্ধকারে। হাটবারে বিক্রেতারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাল্বের ব্যবস্থা করেন। আগের পঞ্চায়েত কিছু লাইট বসিয়েছিল। তবে এখন সেগুলোর কোনও অস্তিত্ব নেই। হাট ছাড়া অন্যদিন রাত হতে না হতেই মদ-গাঁজার আসর বসে। অথচ পূর্বদিকে হাটের প্রাচীরের ওপারেই রয়েছে বাগডোগরা থানা।

হাটে দৈনিক আশপাশের অঞ্চল থেকে কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয়। অথচ কোনও সুলভ শৌচালয়ের সুবন্দোবস্ত নেই। কাছে হাসপাতালের গা ঘেঁষে একটি শৌচালয় থাকলেও তা কার্যত ব্যবহারের অযোগ্য।

হাটের কোনও নির্দিষ্ট পার্কিং জোন নেই। ফলে এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর সার্ভিস রোড থেকে শুরু করে গ্রামীণ হাসপাতাল হয়ে স্কুলের গেট পর্যন্ত যত্রতত্র দাঁড়িয়ে থাকে পিকআপ ভ্যান, ট্রাক, টোটো, বাইক। স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম সেনের কথায়, '১৯৪০ সালে এই হাটেই ভুটান থেকে কমলা আসত, চা বাগানের সাহেবরা ঘোড়ায় চেপে হাট দেখতে আসতেন। শিলিগুড়ি শহর তৈরি হওয়ার আগেও এই হাট ছিল তরাইয়ের বড় বাজার। আজ সেই ঐতিহ্যই নর্দমায়। হাট সমিতির কোনও নজর নেই। কাদা ও আবর্জনায় বর্তমানে বর্ষাকালে হাটে যাওয়াই দুর্বিষহ বিষয়।'

এছাড়া আছে দখলদারি। হাটের মূল বাণিজ্যিক জমির অনেকাংশেই গজিয়ে উঠেছে পাকা বাড়ি। কারা বানাল? কীভাবে বানাল? সবাই জানে, কিন্তু মুখ খোলে না। অথচ যাঁরা পাঁচ পুরুষ ধরে হাটে আনাজ বেচছেন, সেই ৭০ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মাথার ওপর স্থায়ী শেড নেই। বর্ষায় ত্রিপল টাঙিয়ে, গ্রীষ্মে ছেঁড়া চটের নীচে বসে থাকেন। হাটবাবু মনোজকুমার রায় বলছেন, 'আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আবর্জনা পরিষ্কার হবে। তবে ড্রেনের উপর যে অবৈধ নির্মাণ হয়েছে, পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সেগুলো উচ্ছেদ হলেই নিকাশি ব্যবস্থার স্থায়ী সমাধান হতে পারে।'

এনিয়ে আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান সঞ্জিত মাহাতো বলছেন, 'ডাম্পিং গ্রাউন্ডের উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। আবর্জনা ও অন্য অনেক দাবি বিডিওকে জানানো হয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল মোড়ে ফ্লাইওভারের কিছুটা জায়গা দিলে তাতে একটি স্থায়ী পার্কিং জোন করা যেতে পারে।'

পঞ্চায়েতের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আনবিক জোয়ারদার বলছেন, 'পঞ্চায়েতের বরাদ্দ অল্প টাকায় বাগডোগরা হাটের সংস্কার সম্ভব নয়। এজন্য শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-কে এগিয়ে আসতে হবে।'

সবজি বাজারে জমে আছে আবর্জনার স্তূপ। বাগডোগরায়।

বন সংরক্ষণে জু রেঞ্জার হবে পড়ুয়ারা

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেবে পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক কর্তৃপক্ষ। বন ও পরিবেশ সংরক্ষণে পড়ুয়ারা যাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কে শুরু হতে চলেছে 'জু রেঞ্জার প্রোগ্রাম'। এজন্য প্রতিটি স্কুল থেকে দুজন করে পড়ুয়া মেন্টর হিসেবে এই প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে কী করতে হবে, পরিবেশ রক্ষার জন্য বন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কোথায়, সেসব সহ আরও বেশকিছু বিষয় বোঝানো হবে মেন্টর পড়ুয়াদের। ইতিমধ্যে জুলজিক্যাল পার্ক কর্তৃপক্ষের তরফে স্কুলগুলোর কাছে এজন্য আবেদন করা হয়েছে।

জুলজিক্যাল পার্ক কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং ভবিষ্যতে পরিবেশকর্মী হিসেবে গড়ে তোলা। স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবে। প্রতিটি স্কুল থেকে বন্যপ্রাণে আগ্রহী দুজন পড়ুয়াকে 'জু অ্যাম্বাসাডর বা রেঞ্জার' হিসেবে মনোনীত করা হবে। মনোনীত পড়ুয়ারা জুলজিক্যাল পার্কের বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মশালা, সচেতনতামূলক অভিযান ও প্রচারমূলক কার্যকলাপে অংশ নিতে পারবে। এই জু অ্যাম্বাসাডররা স্কুলের বাকি পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষকে বন ও বন্যপ্রাণ নিয়ে সচেতন করবে। জুলজিক্যাল পার্কের এক আধিকারিক বলেন, 'জু অ্যাম্বাসাডরদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পর সার্টিফিকেট দেওয়ার পাশাপাশি আই কার্ড, বিশেষ শিক্ষাসামগ্রী দেওয়া হবে।'

অধ্যাপককে নিয়ে বই প্রকাশ

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : প্রয়াত অধ্যাপক তথা লেখক গিরিজাশংকর রায়ের জীবনের ওপর ভিত্তি করে লেখা একটি বই প্রকাশিত হল। বইটির নাম 'বাউদিয়া রায়, জীবনের আথারি'। রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমার মেডিকেল মোড়ে উজানী পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দীপককুমার রায়, অধ্যাপক বিনয় বর্মন প্রমুখ।

অন্যরকম শৈশব।। *ইসলামপুর বাইপাসের শিয়ালতোড়ে রবিবার। ছবি : রাজু দাস*

ঝুঁকি নিয়ে খাল পারাপার

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ৫ জুলাই : নেই পাকা সেতু কিংবা রাস্তা। বৈদ্যুতিক পিলার পেতে প্রায় কুড়ি ফুট গভীর খালের ওপর দিয়ে চলছে ঝুঁকির যাতায়াত। ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমগছ এলাকার ছবিটা এমনই। এর জেরে আশপাশের ছয়টিরও বেশি গ্রামের বাসিন্দারা বিপদকে সঙ্গী করে রোজ ওই পথে যাতায়াত করেন। সাধারণ মানুষ তো বটেই, খোদ পঞ্চায়েত সদস্যরাও ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন। তার ওপর দুই পাশে দুই কিলোমিটার রাস্তা খারাপ। অভিযোগ, সমস্যা নিয়ে হেলদোল নেই পঞ্চায়েত প্রধান কিংবা প্রশাসনের কারও।

রামগঞ্জের কদমগছ এলাকায় সেতু তৈরির দাবি প্রায় দেড় দশকের। অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষার আগে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সেতু এবং রাস্তা নির্মাণের আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। কদমগছ, বানিয়াপাড়া, দতগজ, কুমারীপাড়া, বগলাডাঙ্গি সহ আরও বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ প্রতিদিন বৈদ্যুতিক পিলারের ওপর দিয়ে খাল পার হন। মাঝেমধ্যেই খালটি পারাপার করার সময় একটু অসাবধানতায় নীচে পড়ে বহু মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এ নিয়ে প্রশ্ন করলে বগলাডাঙ্গি এলাকার বাসিন্দা জাহানা বেগম ক্ষুব্ধ স্বরে বলেন, 'পঞ্চায়েতে মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে একাধিকবার জানানোর পরেও সেতু এবং রাস্তা নির্মাণের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।' অন্যদিকে, কদমগছ এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ফারহানা জাহানের বক্তব্য, 'প্রায় দু'বছর আগে লিখিত আকারে সমস্যাটির বিষয়ে রামগঞ্জ ১ নম্বরের পঞ্চায়েত প্রধানকে জানিয়েছিলাম। তিনি আবার ইসলামপুরের বিডিওকে বিষয়টি জানান। তবে শুধু রাস্তা সংস্কারের জন্যই কমপক্ষে ১২ থেকে ১৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। পঞ্চায়েতের তরফে তা করা সম্ভব নয়।'

এদিকে, রামগঞ্জ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝর্ণা রায়ও পঞ্চায়েত সদস্যের মতো একই কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথের কথায়, 'কদমগছ এলাকার সমস্যাটি আমি জানি। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নতুন প্রকল্প আসছে। সেগুলির আওতায় সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করব।'

রামগঞ্জের কদমগছ এলাকায় এভাবে গভীর খাল পার হন বাসিন্দারা।

বিমলের র‍্যালিতে 'না' পুলিশের

বীরপাড়া ও নাগরাকাটা, ৫ জুলাই : এবারের নির্বাচনে মাদারিহাট বিধানসভায় মোর্চা সমর্থিত বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ লিম্বু জিতেছিলেন। সেই জয়ের উদযাপনে রবিবার বীরপাড়ায় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুংয়ের বিজয় র‍্যালি করার কথা ছিল। সেই মতো পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স থেকে দলে দলে মোর্চা কর্মী-সমর্থকরা এদিন বীরপাড়ায় হাজির হন। কিন্তু প্রশাসনের তরফে তাঁদের র‍্যালির অনুমতি দেওয়া হয়নি। ক্ষুব্ধ বিমল শেষপর্যন্ত বীরপাড়ার নেপালি হাইস্কুল ময়দানে সভা করে পাহাড়ে ফেরেন।

তাহলে কি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে বিজেপির গাঁটছড়া আলগা হচ্ছে? ভোটের দু'মাসের মাথায় বীরপাড়ায় বিমলকে র‍্যালির অনুমতি না দেওয়ায় রাজনৈতিক মহলে সেই প্রশ্নই উঠতে শুরু করেছে। মাদারিহাটের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে মোর্চার প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষ্মণের নাম বিমলই সুপারিশ করেন। তাঁর হয়ে একাধিকবার প্রচারেও এসেছিলেন। আসলে, অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ মোর্চার র‍্যালি নিয়ে শুক্রবার বীরপাড়া থানায় লিখিত আপত্তি জানিয়েছিল। সংগঠনটি পুলিশকে জানায়, মোর্চা র‍্যালি করলে তারাও পালটা পথে নামবে। ফলে এদিন বীরপাড়ায় র‍্যালি করা তো দূর, মোর্চা সমর্থকদের বীরপাড়া চৌপথি থেকে কলেজ পর্যন্ত বিমলকে বরণ করে নিয়ে যেতেও দেয়নি পুলিশ। মোর্চার নীচুতলার কর্মীদের অভিযোগ, প্রশাসন অনুমতি না দেওয়ার পেছনে বিজেপি কলকাঠি নেড়েছে। এদিন বিমল পুলিশের উদ্দেশে বলেন, 'পুলিশ বারবার আমার কনভয় আটকেছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ আর করবেন না।'

বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ লিম্বু, সাংসদ মনোজ টিগ্গার ছবি নিয়ে এদিন মোর্চা সভা করলেও লক্ষ্মণ, মনোজরা সভায় উপস্থিত ছিলেন না। এ নিয়ে রসিকতার ঢঙে তাঁদের কটাক্ষ করেন বিমল।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে উদ্যোগ শিখার

'ভরসা' অ্যাপের সূচনা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর বিজেপি দাবি করেছিল, রাজ্যে এবার ভয় 'আউট' ভরসা 'ইন' হয়েছে। আর এবার নিজের বিধানসভা এলাকার বাসিন্দাদের জন্য 'ভরসা' অ্যাপের সূচনা করলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়।

বিধায়কের দাবি, 'এর ফলে সাধারণ মানুষকে আর কোনও অভাব-অভিযোগ নিয়ে বিধায়ক বা প্রশাসনের দরবারে ছুটতে হবে না। বরং নিজের স্মার্টফোন থেকেই সমস্যার কথা সরাসরি জানানো যাবে অ্যাপের মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, জরুরি বা আপৎকালীন পরিস্থিতিতে অ্যাপে থাকা বিশেষ অ্যালার্ম সিস্টেমের পরিষেবা পাবেন মহিলারা। যে কোনও ধরনের সমস্যায় পড়লে তাঁরা অ্যাপটির মাধ্যমে ঘটনাস্থলের ছবি, লাইভ লোকেশন এবং যোগাযোগের নম্বর সহ সরাসরি পুলিশের কাছে পাঠাতে পারবেন।'

শিখা জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য সমবায় দপ্তরের অধীনস্থ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কোঅপারেটিভ ইনফরমেশন টেকনলজি অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স রিসার্চ' থেকেই এই অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার নাগরিকদের ডিজিটাল মাধ্যমে সুরক্ষা ও পরিষেবা দিতে খুব শীঘ্রই শিবির করে এই অ্যাপ ডাউনলোড করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয় এদিন।

রবিবার বিধায়ক কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে এই অ্যাপ চালু করার কথা ঘোষণা করেন শিখা। বিধায়কের দাবি, উত্তরবঙ্গের কোনও বিধানসভায় এই প্রথম এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিখা ছাড়াও এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কোঅপারেটিভ ইনফরমেশন টেকনলজি অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স রিসার্চ'-এর ডিরেক্টর জেনারেল এবং চেয়ারম্যান অনির্বাণ সেন চৌধুরী। তাঁর তত্ত্বাবধানেই অ্যাপ তৈরির প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে।

অ্যাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। -সংবাদচিত্র

অনির্বাণ বলেন, 'এই অ্যাপের মাধ্যমে এলাকার সাধারণ মানুষ একগুচ্ছ নাগরিক সুবিধা পাবেন। একটি কিউআর কোড স্ক্যান করে সহজেই অ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে। এর মাধ্যমে যে কোনও সমস্যা বা অভিযোগ স্থানীয় বিধায়ক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের জানানো যাবে। বিধায়কের কাছ থেকে কোনও সার্টিফিকেট প্রয়োজন হলে সেটার আবেদনও অ্যাপের মধ্য দিয়েই করা যাবে। কাগজ তৈরি হয়ে গেলে ই-সার্টিফিকেট ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আবেদনকারী। মানুষ অভিযোগ জানালে তা প্রযুক্তির মাধ্যমে বিধায়ক বা বিডিও অফিস বা যেখানে যাওয়া প্রয়োজন, সেখানে পৌঁছে যাবে।'

তিনিই জানালেন, অ্যাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মহিলাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি। জরুরি বা আপৎকালীন পরিস্থিতিতে মহিলারা যাতে দ্রুত সাহায্য পান, সেজন্য অ্যাপে একটি বিশেষ অ্যালার্ম সিস্টেম রাখা হয়েছে।

শিখার কথায়, 'প্রযুক্তির সাহায্যে যে অভিযোগ আমার কাছে আসবে, সেগুলি নজরদারির জন্য নির্দিষ্ট টিম গঠন করা হবে। মণ্ডলভিত্তিক দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হবে। নারী সুরক্ষায় এই প্রযুক্তির ভীষণ প্রয়োজন ছিল।'

বুকিং বন্ধে বিমান সংস্থার কর্মীরা সংকটে

বাগডোগরা, ৫ জুলাই : স্পাইসজেটের বিমান চলাচল নিয়ে অনিশ্চয়তা। ইতিমধ্যে টিকিট বুকিং বন্ধ করেছে তারা। বাগডোগরা বিমানবন্দরে সংস্থার কর্মীরা প্রায় চার মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। এই বিমান সংস্থায় বাগডোগরার ১০ জন কমার্সিয়াল স্টাফ, ৯ জন সিকিউরিটি স্টাফ এবং লেডার সহ প্রায় ৪০ জন কর্মীর ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চয়তার মুখে।

এই বিমান সংস্থার বাগডোগরার এক আধিকারিক বলেন, 'আমাদের কাছে অফিশিয়াল কোনও নির্দেশিকা এখনও আসেনি। তবে যেটুকু বুঝতে পারছি তাতে চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে বাগডোগরা সহ দেশের সমস্ত রুটের সব বিমান চলাচল নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। টিকিট বুকিং হচ্ছে না।'

তাঁর সংযোজন, 'শুধু বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকেই প্রতিদিন গড়ে ৬টি বিমান দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলাচল করত। দিন ২০ হল সেটাও অনিয়মিত হয়ে গিয়েছে। তবে আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত অফিশিয়াল কোনও বার্তা আসেনি।' অন্যদিকে, বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভিদ নাজিমের বক্তব্য, 'আমাকে এখনও কোনও কিছু জানানো হয়নি।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মীর কথায়, 'কিছুদিন ধরেই সংস্থার ভিতরে সমস্যা চলছে।'

উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'আমরাও বিষয়টা শুনেছি। সত্য-মিথ্যা জানি না। আমরা আশা করব রাজ্য সরকার বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপ করবে।' তবে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা চলছে।

দূষণে সুধানি নদীর অস্তিত্ব সংকটে

চাকুলিয়া, ৫ জুলাই : একসময় যে নদী ছিল এলাকার প্রাণ, দূষণের জন্য আজ তার অস্তিত্ব বিপন্ন। কথা হচ্ছে সুধানি নদীর। বিহারের কিশনগঞ্জের বুক চিরে চাকুলিয়া হয়ে করণদিঘিতে প্রবেশ করেছে নদীটি। চাকুলিয়ার মৎস্যজীবীরা এই নদীর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমানে নদীর জল এতটাই দূষিত যে জলজ প্রাণীদের অস্তিত্ব সংকটে। অভিযোগ, নদীর পরিস্থিতি এমন হলেও প্রশাসনের সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

জানা গিয়েছে, বিহারের কিশনগঞ্জ থেকেই নদী দূষণ শুরু হচ্ছে। সেখানকার চট কারখানার রাসায়নিক মিশ্রিত জল এবং কিশনগঞ্জ শহরের বর্জ্য এই নদীতে মিশছে। এরপর নদীটি চাকুলিয়ায় ঢোকার পর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। অভিযোগ, চাকুলিয়ায় রাতের অন্ধকারে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী হোটেলের উচ্ছিষ্ট, চায়ের দোকানের আবর্জনা, বাড়ির বর্জ্য নদীতে ফেলছেন। শুধু তাই নয়, নার্সিংহোমের বর্জ্য নদীবক্ষে মিশছে। এত দূষণের ফলে সুধানি নদীর জল ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুন জানান, কিশনগঞ্জ শহরের আবর্জনা ও চট কারখানা থেকে নদীর জল দূষণ বেশি হয়। তবে এখানে যাতে নদী দূষণ না হয় সেজন্য এলাকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। গোয়ালপোখর ২'এর বিডিও বললেন, 'আমরা খোঁজ নিচ্ছি কারা এভাবে আবর্জনা ফেলে নদীর জল দূষিত করছেন, তাঁদেরকে সতর্ক করা হবে।'

সুধানি নদীতে জমে রয়েছে আবর্জনা।

স্থানীয় বাসিন্দা সুব্রত সাহা বলেন, 'বর্তমানে নদীর আর সেরকম স্রোত নেই। নদী বক্ষজুড়ে কচুরিপানা। এর মধ্যে ফেলা হচ্ছে হাটের পচা সবজি, হোটেলের বর্জ্য। যাঁরা আবর্জনা ফেলছেন তাঁদের কিছু বলতে গেলে আমাদের দু-চার কথা উলটে শুনিয়ে দেন।'

মৎস্যজীবীরা জানান, একসময় এই নদীতে পুঁটি, ট্যাংরা, শিঙি, বোয়াল, সোল, কাতলা প্রভৃতি মাছ পাওয়া যেত। জল দূষণের জন্য প্রচুর নদীয়ালি মাছ মারা গিয়েছে। এখন শিঙি ছাড়া অন্য মাছ পাওয়া যায় না। এলাকার মৎস্যজীবী শম্ভু হালদারের কথায়, 'প্রায় ৪০ বছর ধরে মাছের কারবারের সঙ্গে যুক্ত। নদীর জল দূষণের ফলে সবচেয়ে বেশি এবং সরাসরি বিপর্যয় নেমে এসেছে আমাদের মতো মৎস্যজীবীদের ওপর। জল দূষণের জন্য দেশি বা নদীয়ালি মাছ মারা যাচ্ছে। নদীয়ালি মাছ মরে যাওয়ার কারণে রুজিরুটি হারাতে বসেছি।' তিনি জানান, বাজারে এই নদীয়ালি মাছের চাহিদা থাকলেও তা আর পাওয়া যায় না।

চাকুলিয়া বিজ্ঞান মঞ্চের সভাপতি মেঘলাল মণ্ডল বলেন, 'অবিলম্বে নদীতে বর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে হবে। যাঁরা নদীতে বর্জ্য ফেলছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা দরকার। যে কটা নদীয়ালি মাছ ও জলজ প্রাণীর অস্তিত্ব টিকে আছে এরকম চললে ভবিষ্যতে সেটাও থাকবে না।'

মহকুমা পরিষদ নিয়ে জটিলতা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : মেয়র গৌতম দেব পদত্যাগ করার পর শিলিগুড়ি পুরসভায় তিনদিনের মধ্যে প্রশাসক বসেছে। আর সভাধিপতির পদত্যাগের পর মহকুমা পরিষদ কিন্তু এখনও অনাথ হয়ে রয়েছে। কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে পরিষেবার হাল ধরতে সরকারের যেমন দ্রুততা দেখা গিয়েছিল, ঠিক যেন উলটো চিত্র শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে। গৌতম পদত্যাগ করার একদিন পরে সভাধিপতির দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছিলেন অরুণ ঘোষ। কিন্তু সেখানে এখনও নাগরিক পরিষেবার হাল ধরতে দেখা যাচ্ছে না প্রশাসনকে।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম থেকে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত— সবেতেই জটিলতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ। দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'এভাবেই আরও কিছুদিন পরিষদ চলতে পারে। অর্থাৎ ঘুরপথে প্রশাসক নাগরিক পরিষেবার হাল ধরেছেন।'

মহকুমা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে ঢিলেমির ক্ষেত্রে বিজেপির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। দলের একাংশ দাবি করছে, পরিষদের নয়টি আসনের মধ্যে মাত্র একটিতে জিতেছিল তারা। বিরোধী দলনেতা হয়েছেন অজয় ওরাওঁ। ফলে তাঁকে নিয়ে সেভাবে কেউ ভাবিত নন। তা ছাড়া মহকুমা এলাকায় দুটি বিধানসভাতে বিজেপি জয় পেয়েছে। একজন প্রতিমন্ত্রীও পেয়েছে বিজেপি। তাঁরাই এলাকার উন্নয়নে নজর রাখছেন বলে দাবি।

আবার দলের অন্য অংশের দাবি, পরিষদের বর্তমান বিরোধী দলনেতা অজয়কে সেভাবে নেতা হিসেবে ভাবতে চাইছে না পদ্ম শিবিরেরই একাংশ। এদিকে অজয়ের বক্তব্য, 'দল কেন হস্তক্ষেপ করছে না, সেটা বুঝতে পারছি না। আমি তো একা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।'

- সভাধিপতির পদত্যাগের পর মহকুমা পরিষদ কিন্তু এখনও অনাথ হয়ে রয়েছে
- এখনও নাগরিক পরিষেবার হাল ধরতে দেখা যাচ্ছে না প্রশাসনকে
- প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে ঢিলেমির ক্ষেত্রে বিজেপির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে

মহকুমা পরিষদ সূত্রে খবর, পঞ্চায়েত আইন অনুসারে সভাধিপতি পদত্যাগ করলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে পরিষদের সব দায়িত্ব এবং ক্ষমতা সরাসরি সহকারী সভাধিপতির হাতে চলে যাবে। নতুন সভাধিপতি নির্বাচিত হয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত সহকারী সভাধিপতিই সমস্ত প্রশাসনিক এবং আর্থিক দায়িত্ব পালন করবেন। সে ক্ষেত্রে দায়িত্ব পাওয়ার কথা সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কার। তবে রোমার কাঁধে কতদিন দায়িত্ব থাকে, সেটাও দেখার। কারণ, পঞ্চায়েত বিধি অনুযায়ী সভাধিপতি পদ শূন্য হওয়ার পর থেকে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে পরিষদের সমস্ত সদস্যকে নিয়ে বিশেষ সভা ডাকতে হবে এবং ভোটের মাধ্যমে নতুন সভাধিপতি নির্বাচন করতে হবে।

জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিকের দাবি, সহকারী সভাধিপতি পদত্যাগ না করলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাউকে কমিশনার দায়িত্ব দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে কী হবে তা-ও স্পষ্ট নয়। রোমার বক্তব্য, 'এখনও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। কী হবে তা-ও বুঝতে পারছি না।'

বদলিতে বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : বদলি করা হল শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নির্মাণ সহায়কদের। একই পঞ্চায়েতে তিন বছর বা তার বেশি সময় ধরে থাকা অফিসারদের বদলি করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, এক পঞ্চায়েত সমিতির অফিসারদের অন্য পঞ্চায়েত সমিতির অধীনস্থ পঞ্চায়েতে বদলি করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়নি বলে অভিযোগ। ওই অফিসারদের একই ব্লক কিংবা পঞ্চায়েত সমিতির পঞ্চায়েতে বদলি করা হয়েছে। কারণ হিসাবে অবশ্য এক অফিসারের দাবি, সামনে জনগণনা শুরু হবে। সেই কাজের সুবিধার্থে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

জঙ্গল কেটে বক্সায় বাঘের এনক্লোজার

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৫ জুলাই : দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘ আসার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। তবে বাঘ আনার দিনক্ষণ পরিবর্তন করা হয়েছে। আগে ঠিক ছিল ২৯ জুলাই জঙ্গলে বাঘ ছাড়া হবে। কিন্তু বন দপ্তর সেই সূচি বদলে আগামী ২ অক্টোবর বাঘ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন এই দিনক্ষণ ঘোষণা করার পর থেকেই বন দপ্তর জঙ্গলে বাঘের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করেছে। সেই প্রস্তুতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল জঙ্গলের নির্দিষ্ট এলাকায় এনক্লোজার বা ঘেরাও তৈরি করা। মূলত জঙ্গলের পরিবেশের সঙ্গে নতুন আসা বাঘকে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিতেই এই বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। রাজভাতখাওয়া ২৫ মাইল এলাকায় এই এনক্লোজার তৈরি হচ্ছে। বাঘকে ওই ঘেরা জায়গায় রেখে কঠোর নজরদারি চালানো হবে। বন দপ্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী, জঙ্গলের স্বাভাবিক পরিবেশের সঙ্গে বাঘ মানিয়ে নিলে তাকে খোলা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

বক্সার জঙ্গলের ভিতরে এনক্লোজার তৈরি হচ্ছে। -সংবাদচিত্র

পরিকল্পনামতো চললেও বক্সা টাইগার রিজার্ভের অন্দরে থাকা বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা এই এনক্লোজার তৈরি নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ঘেরাও তৈরির জন্য অবাধে গাছ কাটা হচ্ছে। জঙ্গলজুড়ে ভারী যন্ত্রপাতি ও বড় গাড়ি ব্যবহার করে নির্মাণকাজ চলছে, যা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। অভিযোগ, বর্ষায় জঙ্গলে প্রবেশে বিধিনিষেধ থাকে, তাহলে সরকারি স্তরেই কীভাবে এমন নির্মাণকাজ চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা উত্তরবঙ্গ বন শ্রমজীবী মঞ্চের আহ্বায়ক লাল সিং ভুজেল এই প্রসঙ্গে বলেন, 'বর্ষায় জঙ্গলে তিন মাস বিধিনিষেধ থাকে বন দপ্তর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা সিমেন্টের রাস্তাও নিয়ে যেতে দেয় না। অথচ জঙ্গল কাটা হচ্ছে।' বন দপ্তর সূত্রে খবর, ২৫ মাইল এলাকার ওই নির্দিষ্ট অংশে লোহার জাল দিয়ে ঘেরাও তৈরি করা হচ্ছে। বনকর্মীদের টহলের জন্য রাস্তাও বানানো হচ্ছে। কাজ চালানোর জন্য ডিজি, আর্থমুভারের মতো বড় যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। গাছ কেটে এনক্লোজারের সীমানা পরিষ্কার করা হচ্ছে। বন দপ্তরের দাবি, আগে ২৯ জুলাই বাঘ ছাড়ার লক্ষ্য থাকায় দ্রুত কাজ করতে হয়েছিল। এখন সময়সীমা বাড়ায় কাজ কিছুটা ধীরগতিতে করা হবে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের এক আধিকারিকের কথায়, 'বন দপ্তর কি কখনও জঙ্গলের ক্ষতি করে? জঙ্গল রক্ষার জন্যই তো আমরা রয়েছি। বক্সায় যেহেতু বাঘ আনা হবে সেজন্য জঙ্গলের কোনও ক্ষতি না করে এই কাজগুলি করা হচ্ছে।'

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৪৯ সংখ্যা, সোমবার, ২১ আষাঢ় ১৪৩৩

দুঃসময়ের আশ্রয়স্থল

ক্ষমতা না হোক, ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা চাই। বিজেপির দরজা বন্ধ থাকায় আপাতত ক্ষমতাসীন শিবিরে ঢোকার পথ নেই। তৃণমূলের একাংশ ধরে নিয়েছে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে নাম লেখালে অন্তত ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা যাবে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য মরিয়া হয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, তৃণমূলের ভাঙনের পিছনে তাঁর দলের হাত নেই। কিন্তু তৃণমূলে এই ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছে, বিজেপির পরোক্ষ সমর্থনেই ঋতব্রতরা দল ভেঙেছেন।

তৃণমূলের কোন অংশের সঙ্গে থাকবেন- এই নিয়ে এতদিন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল সাধারণ নেতা-কর্মীদের মনে। কিন্তু বিজেপির সমর্থন আছে- এই ধারণা থেকে সাময়িক সেই দোলাচল কাটিয়ে ঋতব্রতদের দল ভারী করার জন্য আকুলিবিকুলি শুরু হয়েছে তৃণমূলের জেলা স্তরে। অথচ জেলায় জেলায় ঋতব্রত শিবিরের সাংগঠনিক কাঠামো বলে কিছু নেই। এখনও পর্যন্ত শিবিরটি কয়েকজন বিধায়কের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মুখে মুখে কলকাতা পুরসভার কয়েকজন প্রাক্তন কাউন্সিলার আছেন শুধু।

সেই শিবিরে এতদিন গোলাম রব্বানি, কানাইয়ালাল আগরওয়াল, সাবিনা ইয়াসমিনের মতো উত্তরবঙ্গের বিধায়করা ছিলেন। এই প্রথম পুরসভা স্তর থেকে ওই শিবিরে গা ঘেঁষাঘেষি শুরু হল উত্তরবঙ্গ থেকে। জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার ঘরে বৈঠক করার ছবি ভাইরাল হয়েছে। সৈকত যে বিজেপির সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করেছিলেন, তা এখন আর গোপন নেই। কিন্তু বিজেপি সেই চেষ্টায় সাড়া দেয়নি।

বাধ্য হয়ে তিনি এখন ঋতব্রত শিবিরে ভিড়ছেন- একথা বলাই যায়। ওই শিবিরে নাম লেখালে সাত খুন মাফ হয়ে যাবে- এমন ধারণা তৈরি হয়েছে। প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তার উদাহরণ। যুবভারতীতে মেসির উপস্থিতিতে বিশৃঙ্খলার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল বিজেপি সরকার। ঋতব্রত শিবিরের সহ সভাপতি হওয়ার পর থেকে সেই তদন্তের আর অগ্রগতির খবর নেই।

স্বভাবতই পুরসভা, পঞ্চায়েত বা জেলা পরিষদ স্তরে যাঁদের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আছে, তাঁরা এখন আশ্রয় খুঁজছেন। ঋতব্রত শিবির হয়ে উঠছে সেই ধরনের আশ্রয়। দলের প্রতীক আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে থাকবে না, ধরে নিয়েছেন অনেকে। সদ্য মমতা নিজেও ফেসবুক লাইভে সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রতীক যেদিকে, আমি সেদিকে বলে সৈকতের বক্তব্যটা আসলে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের একাংশের মনোভাব। সেজন্য জেলা স্তরে কট্টর মমতা অনুগামী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অথচ আইপ্যাকের সৌজন্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূলে পদ কেনাবেচা হত বলে অভিযোগ আছে। পদের লোভে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়েছে বলে তৃণমূলের অনেকে সরব। পদ পাওয়ার জন্য গোষ্ঠী সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়েছে কোথাও কোথাও। সেই তৃণমূল এখন জেলায় জেলায় কমিটি পরের কথা, সভাপতি করার লোক খুঁজে পাচ্ছে না। খোদ তৃণমূল নেত্রীর প্রস্তাব জেলা স্তরের কোনও কোনও নেতা ফিরিয়ে দিয়েছেন কোচবিহার জেলায়।

যাঁরা সভাপতি ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ গা-ঢাকা দিয়ে আছেন, কেউ বা নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছেন। ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করে নেতা-কর্মী বাহিনীর অনেকের আর বিজেপিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার দৃঢ়তা, সাহস বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আনুগত্য- কোনওটিই নেই। ফলে ঋতব্রত শিবিরে নাম লিখিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্তে থাকার প্রবণতা বাড়বে। সৈকতের পর উত্তরবঙ্গের আরও অনেকে সেই পথে হাঁটবেন ধরে নেওয়া যায়।

যদিও তাতে ঋতব্রত শিবির সাংগঠনিকভাবে মজবুত হবে ভাবার কারণ এখনও নেই। পুরসভা, পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদের কিছু সদস্য ব্যক্তিগত 'স্বার্থে' ওই শিবিরে ভিড়তে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের সাড়া পাওয়া অনিশ্চিত। একদম নীচুতলার মানুষের কাছে তৃণমূল মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- ধারণাটি এখনও গেড়ে বসে আছে। ঋতব্রতদের পক্ষে সেই ধারণা ভুল প্রমাণ করা খুব সহজ নয়। ফলে আপাতত ঋতব্রত শিবির কয়েকজন ক্ষমতাসন্ধানীর আশ্রয়স্থল হয়ে থাকবে।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই- অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ শ্যামাপ্রসাদ

মেধা, ত্যাগ ও জাতীয়তাবাদের অনন্য প্রতীক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর জীবন ও আদর্শকে ফিরে দেখা।

নরেন্দ্র মোদি

আজ ৬ জুলাই, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। জাতীয়তাবাদ ও নিঃস্বার্থ সেবায় বিশ্বাসী মানুষের কাছে দিনটির মাহাত্ম্য অপরিসীম। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে তীক্ষ্ণ মেধা, জনসেবা এবং অটুট নৈতিকতার এমন আশ্চর্য মিশেল সত্যিই বিরল। চলুন, আজ ফিরে দেখি ভারতমাতার জন্য নিবেদিত সেই মানুষটির জীবন।

চূড়ান্ত সুরক্ষিত ও স্বাচ্ছন্দ্যে মোড়া পরিবেশে তাঁর জন্ম। বাবা প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। চাইলেই আরামদায়ক ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু পরাধীনতার সেই যুগে ঔপনিবেশিক দাপট ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের মাঝে তিনি নীরব দর্শক হয়ে থাকতে চাননি। বিবেক তাঁকে টেনে নিয়ে গেল ত্যাগ আর দেশসেবার কণ্টকাকীর্ণ পথে। পথটি সহজ ছিল না। শিশুপুত্র ও স্ত্রীর অকালপ্রয়াণের মতো মর্মন্তুদ শোক তাঁকে সইতে হয়েছে। সাধারণ কেউ হলে হয়তো ভেঙে পড়তেন। কিন্তু এই ঘটনাগুলোই তাঁর ভেতরের সংকল্পকে ইস্পাতের মতো কঠিন করে তোলে, দেশসেবার প্রতি নিষ্ঠাকে করে আরও খাঁটি।

তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনকে একটি শব্দে বাঁধলে তা হবে— 'ভারতের অখণ্ডতা'। দেশভাগের সেই রক্তক্ষয়ী অস্থির দিনে তিনি পাহাড়ের মতো অটল ছিলেন। তাঁর অদম্য জেদ আর লড়াইয়ের জন্যই পশ্চিমবঙ্গ আজ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কয়েক বছর পর, একই অখণ্ডতার টানে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরে। আপস তিনি করেননি। কারাবাসের অন্ধকার বা নিঃসঙ্গতা তাঁর মনোবল ভাঙতে পারেনি। বন্দিদশাতেই অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। যাঁদের স্বার্থরক্ষাকে তিনি ব্রত করেছিলেন, তাঁদের থেকে বহু দূরেই চিরবিদায় নেন। তাঁর এই আত্মত্যাগ রাজনীতির গণ্ডি পেরিয়ে জাতির স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। আচার্য বিনোবা ভাবে বলেছিলেন, ডঃ মুখোপাধ্যায় নিজের গভীর বিশ্বাসের আদর্শের জন্যই হাসিমুখে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। দীর্ঘ কয়েক দশক পর, ২০১৯ সালে ৩৭০ ও ৩৫(ক) অনুচ্ছেদ রদের সিদ্ধান্তই ছিল তাঁর আত্মবলিদানের প্রতি জাতির শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

রাজনীতির বাইরেও তিনি সর্বদা ভারতীয় মূল্যবোধকে সবার ওপরে রাখতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে তাঁর মেয়াদকাল ছিল এক সোনালি অধ্যায়। তিনি মনে করতেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেবল স্বল্প বেতনের করণিক তৈরির কারখানা হতে পারে না। তাঁর স্বপ্ন ছিল এমন শিক্ষার্থী তৈরি করা, যারা আগামীদিনে আইনসভা, বাণিজ্য বা শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর নেতৃত্ব দেবে। তাঁর আমলেই গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ, বিজ্ঞান গবেষণায় জোর এবং প্রত্নতত্ত্ব বা কৃষির মতো বিষয় পাঠ্যক্রমে যুক্ত হয়। ছাত্রকল্যাণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণেও ছিল তাঁর কড়া নজর। শিক্ষার্থীদের গর্ববোধ জাগাতে তিনি ২৪ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের প্রথা চালু করেন। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গান রচনার অনুরোধ নিয়ে তিনি স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন।

দূরদর্শী মানসিকতার আরেক প্রমাণ 'ভারতীয় জনসংঘ' গঠন। কংগ্রেসের একচেটিয়া আধিপত্যের যুগে ভারতের প্রকৃত অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক শেকড় টিকিয়ে রাখতে একটি শক্তিশালী বিকল্প কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। দলের প্রতীক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সাধারণ একটি মাটির প্রদীপ। কারণ প্রদীপের অসীম ক্ষমতা থাকে চারপাশের নিকষ অন্ধকার এক নিমেষে দূর করার। তাঁর প্রয়াণের পরেও জনসংঘ সেই আলো জ্বালানোর কাজটাই করে গিয়েছিল।

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী হিসেবে তাঁর উন্নয়ন-ভাবনা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও মানবিক। সদ্য স্বাধীন দেশের আত্মবিশ্বাস ফেরাতে শিল্পকেই তিনি সবচেয়ে বড় হাতিয়ার মনে করতেন। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ও সিন্দ্রি সার কারখানার মতো সুবিশাল কাজ তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। বলিষ্ঠ শিল্পনীতির মাধ্যমে তিনি আধুনিক ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পাশাপাশি তাঁত বা কুটির শিল্পের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্ষেত্রগুলোও তাঁর সযত্ন দৃষ্টি থেকে বাদ পড়েনি। আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে সিন্দ্রিতে যে কারখানা তিনি গড়েছিলেন, পরবর্তী সরকারগুলো তা চরমভাবে অবহেলা করে। আজ আমি ভীষণ গর্বিত যে, আমাদের সরকার সেই ঐতিহাসিক কারখানার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে। সেই কর্মসূচিতে উপস্থিতি আমার কাছে এক বিশেষ আবেগঘন মুহূর্ত ছিল।

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন গণতান্ত্রিক চেতনার জ্বলন্ত প্রতীক। স্বাধীনতার পর জাতি গঠনের কাজে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি নেহরু মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। কিন্তু যেদিন অনুভব করলেন জাতীয় স্বার্থে অন্য পথে হাঁটা প্রয়োজন, সেদিন ক্ষমতার মোহ তাঁকে আটকাতে পারেনি। মাথা উঁচু করে পদত্যাগ করে তিনি দেশসেবায় নিজেকে সঁপে দেন। ৭৫ বছর আগে বাকস্বাধীনতার ওপর আঘাত হেনে সংবিধানে যে প্রথম সংশোধনী আনা হয়, তার কট্টর সমালোচক ছিলেন তিনি। কংগ্রেস ভবিষ্যতে কী করতে পারে, তা তিনি আগেই নির্ভুলভাবে আঁচ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থা বা ৪২তম সংশোধনী প্রমাণ করেছে যে তাঁর আশঙ্কাই কতটা সঠিক ছিল।

রাজনীতি বা শিল্পের বাইরে মানবিক কাজের জন্যও তিনি চিরস্মরণীয়। ১৯৪৩ সালে বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে তিনি অসংখ্য অন্নছত্র ও ত্রাণকেন্দ্র খোলেন। দেশবাসীর দুর্দশা এবং ব্রিটিশদের অসংবেদনশীলতা তাঁকে ক্ষুব্ধ করত, যার প্রতিফলন ঘটে তাঁর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বইটিতে। ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরের ঘূর্ণিঝড়েও ত্রাণকাজে তাঁর অবিরাম প্রচেষ্টা দেশজুড়ে প্রশংসিত হয়।

কলকাতার একটি কলেজে তরুণদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, যে কোনও কাজই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পূর্ণ করবে। নিজেদের সেরাটা না দেওয়া পর্যন্ত কখনোই সন্তুষ্ট হবে না। আজ যখন আমরা 'বিকশিত ভারত' গড়ার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছি, তখন তাঁর স্বপ্নের ঐক্যবদ্ধ ও আত্মবিশ্বাসী ভারত গড়ে তোলাই হতে পারে তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমি নিশ্চিত, আজকের তরুণ প্রজন্ম এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে শ্যামাপ্রসাদের সেই অসমাপ্ত স্বপ্নকে অবশ্যই সত্যি করে তুলবে।

(লেখক ভারতের প্রধানমন্ত্রী)

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। ব্যক্তিগত শোক উপেক্ষা করে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। বাংলার অস্তিত্ব রক্ষা থেকে কাশ্মীরের অবিচ্ছেদ্যতা— সব ক্ষেত্রেই তাঁর সংগ্রাম ছিল আপসহীন। আধুনিক শিল্পনীতির রূপকার এবং শিক্ষাক্ষেত্রের আধুনিকীকরণের কাণ্ডারি হিসেবে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। আজকের 'বিকশিত ভারত' গড়ার পথে তরুণ প্রজন্মের কাছে তাঁর আত্মত্যাগ ও আদর্শ এক অফুরন্ত অনুপ্রেরণা।

আজ

১৯০১

ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা রণবীর সিং।

আলোচিত

প্রায় ২০০০ প্রধান অফিসে যাচ্ছেন না। কাজ হচ্ছে না। অনেকেই পালিয়ে গিয়েছেন। আমরা বলব, হয় পদত্যাগ করুন, নাহলে কাজ করুন। এভাবে কাজ বন্ধ থাকলে ডিমের বদলে মানুষ বাড়িতে ঢিল মারবে। আপনারা পঞ্চায়েত দপ্তরে না এলে পুলিশ গিয়ে তুলে নিয়ে আসবে।

- দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল/১

কর্ণাটকে উলটে যায় আমবোঝাই ট্রাক। রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে থরে থরে আম। সাহায্যের বদলে স্থানীয়রা আম লুটে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কেউ ক্যারিব্যাগ, কেউ থলে, আবার কেউ কেউ দু'হাত ভরে আম নিয়ে চম্পট দেন।

ভাইরাল/২

রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে চিতাবাঘ একটি হোটেলের ছাদে উঠে পড়ে। সেখানে এক ঘুমন্ত কর্মচারীর কাছে চলে আসে। না ঘাবড়ে, স্থির হয়ে শুয়ে থাকেন তিনি। নড়াচড়া না করায় চিতাবাঘটি তাঁর কোনও ক্ষতি না করে চলে যায়।

জনমন

জনমত

সরকারি বাসে চরম অব্যবস্থা

উত্তরবঙ্গের হাজার হাজার সাধারণ মানুষ প্রতিদিন কর্মসূত্রে সরকারি বাস পরিষেবার ওপর নির্ভরশীল। আমিও তাঁদেরই একজন। কর্মক্ষেত্রে ফেস ডিটেক্ট হাজিরার বাধ্যবাধকতায় প্রতিদিন আলিপুরদুয়ার কোর্ট ডিপো থেকে সকাল সাড়ে সাতটার বাসে কোচবিহার, সেখান থেকে আবার বাস পরিবর্তন করে সকাল সাড়ে আটটার বাসে চেপে মাথাভাঙ্গা পৌঁছাতে হয়। একইভাবে কাজের শেষে বিকাল ৫টা ৪৫ মিনিটের বাসে মাথাভাঙ্গা থেকে কোচবিহার হয়ে আলিপুরদুয়ার ফিরে আসতে হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা (এনবিএসটিসি)-র খামখেয়ালি পরিষেবা আজ আমাদের নিত্যযাত্রাকে চরম দুর্বিষহ করে তুলেছে। প্রায় প্রতিদিনই বাস মাঝপথে বিকল হয়ে যাচ্ছে, ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণের অভাব স্পষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে বাসের অবস্থা এতটাই খারাপ যে, বৃষ্টির দিনে বাসের ভিতরে বসেও ভিজতে হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকেও অবস্থা শোচনীয়।

সময়ানুবর্তিতা ও পেশাদারিত্বের অভাব প্রকট। নির্ধারিত সময়ে বাস না ছাড়ার ঘটনা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে-সেখানে বাস থামানো, অযথা দেরি করা- এসবের ফলে যাত্রীরা নিয়মিত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ৩০ জুন এবং ১ জুলাই তো সকাল সাড়ে সাতটার বাস সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়। ফলে বহু নিত্যযাত্রী চরম ভোগান্তিতে পড়েন।

একসময় এই ধরনের সমস্যা হলে কোচবিহার থেকে সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে আসা বাসটি পাঠিয়েই পরিস্থিতির সমাধান করা হত। কিন্তু বর্তমানে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে এমন উদ্যোগ আর দেখা যায় না। ডিপোতে যোগাযোগ করেও কোনও সুরাহা মেলে না, বরং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের উদাসীনতা ও অসহযোগিতা যাত্রীদের হতাশ করে তোলে।

ফেরার সময়ও একই চিত্র। মাথাভাঙ্গা থেকে বিকাল ৫টা ৪৫ মিনিটের বাস প্রায়ই দেরিতে ছাড়ে, পথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে দাঁড়ানোর ফলে কোচবিহারে পৌঁছাতে দেরি হয়। ফলে আলিপুরদুয়ারগামী বাস ধরতে গিয়ে যাত্রীদের নিত্য সমস্যায় পড়তে হয়। উপরন্তু, মেখলিগঞ্জ থেকে আসা আরেকটি বাসের সময়সূচি নিয়েও চরম বিশৃঙ্খলা- কখনও আগে, কখনও পরে, আবার কখনও প্রতিযোগিতার মতো করে চলাচল করে- যা যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে দেয়।

সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয়, ডিপোতে সঠিক ঘোষণা করার ব্যবস্থা থাকলেও কোন বাস কখন ছাড়বে, কোন নম্বরের বাস কোথায় যাবে- এই মৌলিক তথ্যটুকুও মাইকে জানানো হয় না। ফলে মাথাভাঙ্গা ডিপোর যাত্রীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং অপ্রয়োজনীয় ভোগান্তির শিকার হন।

এই পরিস্থিতিতে এনবিএসটিসি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে আবেদন, এই চরম অব্যবস্থার দ্রুত সমাধান করা হোক। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, সময়ানুবর্তিতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করা হোক এবং নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘবে কার্যকর পদক্ষেপ করা হোক।

উৎসেন্দু তালুকদার, আলিপুরদুয়ার কোর্ট।

অন্নপূর্ণার আশীর্বাদ নাকি ভাতার রাজনীতি?

জনমোহিনী অনুদানের মোহে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও দুর্নীতির মতো বিষয়গুলি ঢাকা পড়ছে কি না বলে প্রশ্ন উঠছে।

চিরদীপা বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গে আজকাল এক অদ্ভুত সামাজিক প্রবণতা চোখে পড়ছে। পাড়ার আড্ডা থেকে ঘরের অন্দরমহল, সর্বত্রই প্রধান প্রশ্ন হল সরকারি টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকল কি না। এই অর্থপ্রাপ্তির চর্চায় মেতে থাকায় অনেকসময় নিত্যদিনের হাঁড়ির ভাত গলে যায় এবং সাধারণ আলাপচারিতা ঘেঁটে ঘ হয়ে যায়। দেশদুনিয়ার খবর ছেড়ে বহু মানুষ আজ মা অন্নপূর্ণার আশীর্বাদ পাওয়ার আশায় চাতক পাখির মতো বসে আছে। সমাজমাধ্যমেও এই নিয়ে দিনরাত চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে।

রাষ্ট্রপ্রদত্ত আর্থিক সহায়তার এক সাময়িক সুরক্ষাবলয়ের প্রত্যাশা আজ আপামর মানুষের স্বাভাবিক নাগরিক চেতনাকে এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে রেখে দিয়েছে।

এই ভাতার নীরব আধিপত্য সাধারণ মানুষের চোখ ও কানকে বাস্তব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে বলে সমাজবিজ্ঞানীদের একাংশ মনে করেন। কেন্দ্রীয় স্তরের নিয়োগ দুর্নীতি, পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের টালমাটাল অবস্থা এবং তার প্রতিবাদে বিক্ষোভের মতো জ্বলন্ত বিষয়গুলি আজ অনেকের কাছে নেহাত বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। রান্নার গ্যাসের ভরতুকি চলে যাওয়া কিংবা জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে তেমন কোনও জোরালো ক্ষোভ বা মাথা ঘামানোর অবকাশ দেখা যাচ্ছে না। এর বদলে সিংহভাগ মানুষের চিন্তাভাবনা আবর্তিত হচ্ছে ডিম থেরাপির নানা খুঁটিনাটি দিক কিংবা ভাতার নিয়মের বেড়াজালে, যা এক গভীর সামাজিক উদাসীনতার ইঙ্গিত দেয়। বর্তমানে কোন সরকার কতটা জনদরদি, তা বিচার করার প্রধান মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ভাতার দাঁড়িপাল্লা।

বিগত কয়েক বছর ধরে সমাজে 'কিছু না করে কিছু পাওয়া'-র প্রবণতাকে রাজনৈতিক স্বার্থে আরও উসকে দেওয়া হচ্ছে বলে সমালোচনা উঠছে। তবে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে প্রান্তিক মানুষের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো জনপ্রিয় প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যা দুই কোটিরও বেশি ছিল। কিন্তু এই প্রকল্পের লক্ষ্যভিত্তিক বাস্তবায়ন এবং তার দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে প্রশ্নটা রয়েই গিয়েছে। আমরা মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যতই সরব হই না কেন, বাস্তবে যতক্ষণ না নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত লাগে, ততক্ষণ সেই প্রতিবাদ জোরালো হয় না। আসলে একশ্রেণির মানুষের নৈতিকতা আজ এই সাময়িক আর্থিক সুবিধার মোহে খেই হারিয়ে ফেলছে।

অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের টাকা না মেলায় ক্ষোভ রায়গঞ্জে। -ফাইল চিত্র

একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্রে প্রকৃত অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রশাসনের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু দিন এনে দিন খাওয়া নরেনের মায়ের পাশে যখন সচ্ছল সরকারি চাকরিজীবীর স্ত্রীও এই ভাতার সুবিধা নেন, তখন কেরানি বোসবাবুর মনে প্রশ্ন জাগে তাঁর স্ত্রী কী দোষ করলেন! অথচ আমাদের সমাজে এই প্রশ্নটি ওঠে না যে, সত্যিকারের প্রয়োজন যাঁর, তিনি কেন বঞ্চিত হচ্ছেন। এখানেই লুকিয়ে রয়েছে ভাতা-প্রথার আসল সাফল্য, যা নাগরিকদের অধিকার সচেতনতা ভুলিয়ে কেবল এককালীন খয়রাতির সন্তুষ্টিতে অভ্যস্ত করে তোলে। নিজের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকলে বৃহত্তর বৈষম্য বা দুর্নীতি নিয়ে নাগরিক সমাজও অনেক সময় নিশ্চুপ থাকে, যা সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়।

জনগণের সমষ্টিগত বা মাস পলিটিক্স আজ এতটাই আদর্শহীন হয়ে পড়েছে যে, মৌলিক অধিকারের দাবিতে মাথা তুলে দাঁড়ানোর ক্ষমতা সমাজ হারাচ্ছে। আর যে গুটিকয়েক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, তারাও শেষপর্যন্ত লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, ডিম, হেলমেট কিংবা দাদা ও দিদির মতো চটকদার স্লোগানের আবর্তে হারিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশা কিংবা কর্মসংস্থানের তীব্র অভাব যখন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তখনও রাজনীতির ময়দান আবর্তিত হচ্ছে অনুদানকে কেন্দ্র করে। মাসের শুরুতে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভরল কি না, সেটাই অনেক ক্ষেত্রে আগামীদিনে নির্বাচনি বৈতরণি পার হওয়ার মূল হাতিয়ার হয়ে উঠছে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে আত্মমর্যাদা এবং স্থায়ী উন্নয়নের চেয়ে সাময়িক অনুদানই যখন সমাজকে পরিচালিত করে, তখন সামগ্রিক অগ্রগতি থমকে যেতে বাধ্য।

(লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, কোচবিহারের ভূমিকন্যা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৮৯

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মৃদু কিন্তু গম্ভীর আওয়াজ ৪। ইংরেজি বছরের একটি মাস ৫। ব্রাহ্মণ, দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণ ৭। হঠাৎ মাথা ঘুরে যাওয়া ৮। বৃহস্পতিবার ৯। বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ১১। মাফ, অব্যাহতি ১৩। বৃহত্তর বস্তুতে বিলীন হওয়া ১৪। ধমক দেওয়া, ভর্ৎসনা করা ১৫। লক্ষ্মীদেবীর আরেক নাম।

উপর-নীচ : ১। দামামা জাতীয় প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ ২। মজুরের কাজ বা বৃত্তি, মজুরের পারিশ্রমিক ৩। নাচগানের আসর বা মজলিশ ৬। দিনরাত্রির আট ভাগের এক ভাগ সময় ৯। বর্ষা, মেঘবৃষ্টি ১০। তরজাজাতীয় গানবিশেষ ১১। ভুট্টার আরেক নাম ১২। বড় এবং ধীরগতির নৌকাবিশেষ।

সমাধান ■ ৪৪৮৮

পাশাপাশি : ১। গলাবাজি ৩। ধবল ৫। তখনকার ৭। মদত ৯। তলতা ১১। হাড়কিপটে ১৪। সচ্ছল ১৫। রাতদিন।

উপর-নীচ : ১। গণ্ডগ্রাম ২। জিরাত ৩। ধরন ৪। লহর ৬। কাবিল ৮। দগড় ১০। তানসেন ১১। হাউস ১২। কিঞ্জল ১৩। টেম্পেরা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পাণ্ডবানী তীজন প্রয়াত, শোক মোদির

রায়পুর, ৫ জুলাই : সুরের আকাশে ফের নক্ষত্রপতন। তানপুরা বাজিয়ে মহাভারতের গল্প তথা পাণ্ডবদের বাণী গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলে যিনি এক অন্য ঘরানা তৈরি করেছিলেন, ছত্তিশগড়ের সেই লোকশিল্পী তীজন বাই আর নেই। রবিবার প্রয়াত হলেন রায়পুরের এইমসে। বয়স হয়েছিল ৭০। তীজনের প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ছত্তিশগড় সহ দেশের সাংস্কৃতিক মহলে। গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বিখ্যাত পাণ্ডবানী শিল্পী তীজন বাইজির প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর অসাধারণ পারফরমেন্স ছত্তিশগড়ের লোকশিল্পকে বিশ্ববন্দিত করেছে। তাঁর পরিবার, অনুরাগীদের জন্য রইল সমবেদনা। ওঁম শান্তি।' শোকপ্রকাশ করেছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই-ও।

ছত্তিশগড়ের গ্রামীণ উঠোন থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চ-সর্বত্র অবাধ যাতায়াত ছিল পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণ-এ সম্মানিত তীজন বাইয়ের। আপন কণ্ঠস্বর, গল্প বলার ঢং, তানপুরা বাজিয়ে মঞ্চ মাতানোর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া সহ বিশ্বের বহু দেশের অসংখ্য মানুষ তাঁর গান ও অভিনয়ের যুগলবন্দিতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছেন মহাভারতের উপাখ্যান।

আয়ে শীর্ষে বেঙ্গালুরু, খরচে চণ্ডীগড়

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : দেশের কোন শহরের মানুষের পকেটে সবচেয়ে বেশি টাকা আর কারা খরচে সবচেয়ে এগিয়ে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য উঠে এসেছে প্রাইস এবং টাটা সন্সের সাম্প্রতিক রিপোর্টে। দেখা যাচ্ছে, গড় আয়ের নিরিখে বেঙ্গালুরু, চণ্ডীগড় এবং দিল্লি দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, গড় পারিবারিক খরচের দিক থেকে ছক্কা হাঁকিয়েছে চণ্ডীগড়, তিরুবনন্তপুরম এবং ভদোদরা।

তবে সামগ্রিক চাহিদার ক্ষেত্রে দেশের 'বিগ সিক্স' বা প্রথম সারির ছয়টি শহর—দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, চেন্নাই এবং হায়দরাবাদ দেশের মোট খরচের ৪৬ শতাংশ এবং শহুরে খরচের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এর মধ্যে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় ভরকেন্দ্র হিসেবে নিজের জায়গা ধরে রেখেছে কলকাতা। সমীক্ষায় আরও দেখা যাচ্ছে, শুধু দিল্লি এনসিআর-এর খরচের বহর (১২৬ বিলিয়ন ডলার) মুম্বই ও বেঙ্গালুরুর মিলিত খরচের প্রায় সমান। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই শহরগুলিতে দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ বাস করলেও, তারাই দেশের এক-তৃতীয়াংশ আয়ের জোগান দেয়।

গাছ পড়ে মৃত্যু

মুম্বই, ৫ জুলাই : টানা বৃষ্টিতে নাজেহাল বাণিজ্যনগরী। রবিবার মুম্বইয়ের কুরলার কাছে গাছ চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম ইউনুস হাকিমুদ্দিন শেখ (৬৩)। এই নিয়ে মুম্বইয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪। বৃহন্মুম্বই কর্পোরেশনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, দমকল ও উদ্ধারকারী দল তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। তবে এখনই বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই। রবিবার মৌসম ভবন মুম্বইয়ে লাল সতর্কতা জারি করেছে।

জ্ঞানেশ কুমারের দরবারে দুই শিবির

তৃণমূল কার, সিদ্ধান্ত আজ

নবনীতা মণ্ডল ও স্বরূপ বিশ্বাস

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৫ জুলাই : রাজ্য রাজনীতিতে এই মুহূর্তে সবথেকে বড় প্রশ্ন, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকৃত দাবিদার কে? দলীয় নাম, ঘাসফুল প্রতীক এবং বিপুল অঙ্কের দলীয় তহবিলের অধিকার শেষ পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কোন শিবিরের হাতে যাবে, তা নিয়ে আলোচনা এখন তুঙ্গে। সোমবার নির্বাচন কমিশনের সামনে নিজেদের দাবি ও প্রমাণ পেশ করবে দুই পক্ষ। সোমবার বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটের মধ্যে উভয় গোষ্ঠীকে তাদের লিখিত বক্তব্য, সাংগঠনিক তথ্য এবং দাবি জানানোর সমর্থনের নথি কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে।

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের দাবি, তাদের পক্ষেই দলের সাংগঠনিক কাঠামোর দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন রয়েছে। সেই দাবির ভিত্তিতেই তারা তৃণমূল কংগ্রেসের নাম, ঘাসফুল নির্বাচনী প্রতীক এবং দলীয় তহবিলের ওপর নিজেদের অধিকার দাবি করেছে বলে সূত্রের খবর। ঋতব্রত শিবিরের অভিযোগ, প্রকৃত সাংগঠনিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদের দিকেই থাকায় দলীয় সম্পদ ও প্রতীকের স্বীকৃতিও তাদের প্রাপ্য।

অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট শিবির এই দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের দাবি, দলীয় সংগঠন, জনপ্রতিনিধিদের সমর্থন এবং বৈধ নেতৃত্ব এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই রয়েছে। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম, ঘাসফুল প্রতীক এবং দলীয় সংগঠনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও তাদেরই থাকা উচিত বলে কমিশনের সামনে জানানো হবে।

কমিশনের সামনে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে পৌঁছেছেন তৃণমূলের লোকসভার সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, সোমবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, নথিপত্র এবং দলের অবস্থান কমিশনের সামনে তুলে ধরবেন। মমতা গোষ্ঠীর সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই দল। সেই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি নিয়ে সোমবার নির্বাচন কমিশনে উপস্থিত থাকবেন দলের লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন।' যদিও পরে ডেরেক জানিয়েছেন, তিনি সোমবার দিল্লিতে থাকছেন না। বর্তমানে তিনি উত্তর ২৪ পরগনায় রয়েছেন এবং ২২ জুলাইয়ের আগে দিল্লি যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই। ফলে কমিশনের সামনে তিনি উপস্থিত থাকবেন না বলেই স্পষ্ট করেছেন। অন্যদিকে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের তরফে কারা উপস্থিত থাকবেন তা জানা যায়নি। তবে ওই শিবিরের দাবি, কমিশনের চাওয়া প্রয়োজনীয় নথি এবং তথ্য ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া হয়েছে। তবে কমিশন যে সিদ্ধান্তই নিক, এক পক্ষ তাতে সন্তুষ্ট হবে না বলেই ধারণা তথ্যভিজ্ঞ মহলের। সেক্ষেত্রে 'নব তৃণমূল' ও 'কালীঘাট তৃণমূল' আইনি পথে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে বিশিষ্ট আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগও শুরু করে রেখেছে দুই শিবির।

'কালীঘাট তৃণমূলে'র এক অভিজ্ঞ বিধায়কের মন্তব্য, 'দল আর দলের প্রতীক ছেড়ে দিলে তো আর পার্টিই করা যাবে না। মানুষের কাছে কী পরিচয় থাকবে আমাদের?' তাঁর মতে, 'নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত জানাক। আমরা পরবর্তী পদক্ষেপের কথা আগাম ভেবে রাখছি। দরকার হলে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে ও মানুষের কাছে আমাদের পরিচিত বাঁচাতে আমাদের আদালতের দ্বারস্থ হতেই হবে। সেটা দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে।'

প্রায় একই সুর শোনা গিয়েছে 'নব তৃণমূল' বিধায়কদের মধ্যে। তাদের মধ্যে জনৈক প্রবীণ বিধায়ক এদিন উত্তেজিতভাবেই বলেন, দল আর প্রতীক ওটা তো আমাদেরই। এ নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণ, তৃণমূলের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ক আমাদের দিকে। দেশের নির্বাচন কমিশনের প্রতি আমাদের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। যদি কমিশনের কাছ থেকে সুবিচার না পাওয়া যায় তবে আইনি পথ তো খোলা থাকছেই। আমরা প্রয়োজনে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত অধিকার আদায়ে যাব।'

নতুন জীবনে গৌরী-আমির : *রবিবারের বৃষ্টিভেজা বিকালে তৃতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে আমির খান। গাঁটছড়া বাঁধলেন দীর্ঘদিনের বন্ধু গৌরী স্প্রাটের সঙ্গে। তাঁদের আইনি বিবাহের অনুষ্ঠানে ছিলেন আশুতোষ গোয়ারিকর, ইরফান পাঠান, রাজ ঠাকরে প্রমুখ। ছিলেন আমিরের আগের পক্ষের দুই স্ত্রী এবং সন্তানরাও।*

কেজরি, প্রিয়াংকাকেও জেরার দাবি ভিএইচপির

লখনউ, ৫ জুলাই : অযোধ্যার রাম মন্দিরে চুরির কিনারা করতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নির্দেশে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) যেভাবে তদন্ত শুরু করেছে তাতেও হিন্দুত্ববাদীদের চাপ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা সহ একাধিক বিরোধী নেতানেত্রীকে জেরা করার দাবি তুলেছে ভিএইচপি।

মামলার তদন্তকারী অফিসার তথা অযোধ্যার ডিএসপি আশুতোষ তিওয়ারিকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন ভিএইচপি-র আন্তর্জাতিক সভাপতি অলোক কুমার। তাঁর দাবি, কেজরিওয়াল, প্রিয়াংকা এবং সপার রামগোপাল যাদবের মতো বিরোধী নেতারা এই আর্থিক কেলেঙ্কারি নিয়ে যে সুনির্দিষ্ট ও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছেন, তার সত্যতা খতিয়ে দেখতে তাঁদের দ্রুত তলব করা হোক। ভিএইচপি-র দাবি, বিরোধী শিবিরের এই নেতানেত্রীদের প্রকাশ্য বিবৃতি প্রমাণ করে যে তাঁরা এই মামলার অনেক ভেতরের খবর জানেন।

রাম মন্দিরে চুরির ঘটনায় মোদি সরকার এবং বিজেপিকে ছেড়ে কথা বলতে নারাজ কংগ্রেস। ভোট এবং আসন চুরির পর এবার চাঁদাও চুরি করা হয়েছে বলে তোপ দেগেছে হাত শিবির। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ রবিবার এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'রাম মন্দিরে যে চাঁদা চুরি হয়েছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। এই বিষয়ে আরএসএস-এর বিবৃতি লজ্জাজনক এবং অপমানজনক। যারা অন্য সবাইকে সততা, নিষ্ঠা এবং জাতীয়তাবাদের শংসাপত্র বিলি করে বেড়ায়, আজ তারা নিজেরাই অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র রহস্যজনক নীরবতা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলেছে হাত শিবির। রমেশের দাবি, এই চুরির নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতির নজরদারিতে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে এবং সমস্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে হবে। তাঁর অভিযোগ, শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সদস্যরা সকলেই বিজেপি-আরএসএস-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ফলে সেখানে কী ঘটছিল, তা প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা আরএসএস জানত না—এটা ভাবাই অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন প্রধান সচিব নৃপেন্দ্র মিশ্রের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর নীরবতায় প্রশ্ন কংগ্রেসের

এদিকে চুরির তদন্তে নেমে সিট জানতে পেরেছে, ২০২৫ সালের মহাকুম্ভের সময় (১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি) রাম মন্দিরে চুরির তীব্রতা বেড়ে গিয়েছিল। ওই সময় প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হওয়ায় দানের পরিমাণ উপচে পড়েছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুরোধে একটি এজেন্সির মাধ্যমে বাড়তি কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। ট্রাস্টের কিছু প্রভাবশালী সদস্যের সুপারিশেই তারা কাজ পেয়েছিল। এই ভিতরের লোকদের চক্রই সুপরিকল্পিতভাবে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে মনে করছে সিট।

ট্রাম্পের 'এক শটের' হুমকিতে ফুঁসছে ইরান

'আদর্শকে হত্যা করা যায় না'

তেহরান, ৫ জুলাই : প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেইয়ের জানাজা চলাকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উসকানিমূলক মন্তব্যের কড়া জবাব দিল ইরান। ট্রাম্পের দাবি, জানাজায় যোগ দেওয়া ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বকে চাইলে 'এক শটেই' (একটিমাত্র হামলায়) নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে আমেরিকা। এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তেহরান। তাদের স্পষ্ট বার্তা, মানুষকে খুন করলেও আদর্শকে কখনোই মুছে ফেলা যায় না।

আমেরিকার ২৫০তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ইরানের সেনাবাহিনী পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। খামেনেইয়ের জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢলকে 'ভণ্ডামি আর ভুয়ো কান্না' বলে উপহাস করেন তিনি। ট্রাম্পের কথায়, 'ওরা সবাই সেখানে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। একটা শটেই আমরা ওদের সবাইকে শেষ করে দিতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা করব না, কারণ তাহলে চুক্তি করার মতো আর কেউ বেঁচে থাকবে না।' ট্রাম্পের এই মন্তব্য ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

> **ওরা সবাই সেখানে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। একটা শটেই আমরা ওদের সবাইকে শেষ করে দিতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা করব না, কারণ তাহলে চুক্তি করার মতো আর কেউ বেঁচে থাকবে না**
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

ট্রাম্পের মন্তব্যের জবাবে আর্মেনিয়ার ইরানি দূতাবাস সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি বিবৃতি জারি করেছে। মার্কিন প্রশাসনকে বিঁধে সেখানে বলা হয়েছে, 'আমেরিকার না আছে কোনও সভ্যতা, না আছে ইতিহাস বা সম্মান। তাই এই শোকের গভীরতা তারা বুঝবে না।' পোস্টে আরও বলা হয়, 'মানুষকে হত্যা করা যায়, কিন্তু আদর্শকে হত্যা করা যায় না। আপনারা আয়াতুল্লা আলি খামেনেইকে হত্যা করেছেন ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে আপনারা একটি সুগন্ধির বোতল ভেঙেছেন, যার সুবাস এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।'

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ বিমান হামলায় নিহত হন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেই। যুদ্ধের কারণে মৃত্যুর চার মাস পর তেহরানের কেন্দ্রীয় মসজিদে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। শেষযাত্রায় হাজির মানুষের মুখে 'আমেরিকা ধ্বংস হোক', 'ইজরায়েল নিপাত যাক' স্লোগানের পাশাপাশি ট্রাম্পের মৃত্যুর দাবিও ওঠে। জানাজায় অংশ নেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সহ শীর্ষ নেতৃত্ব। ছিলেন খামেনেইয়ের ৩ পুত্র মোসতফা, মায়সাম ও মাসুদ।

বর্ষণমুখর রবিবারে মুম্বইয়ের মেরিনড্রাইভে আরব সাগরের উত্তাল ঢেউয়ে মাতোয়ারা।

'খাজা আসিফ মানসিকভাবে অসুস্থ'

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেওয়া সেশেলসের সর্বোচ্চ পরিবেশ সম্মান নিয়ে কটাক্ষ করায় পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফকে তীব্র আক্রমণ করল ভারত। রবিবার কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্রে খাজা আসিফকে 'মানসিকভাবে অসুস্থ' এবং তাঁর মন্তব্যকে 'ঈর্ষা প্রসূত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্প্রতি সেশেলস সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নে নেতৃত্বের জন্য দেশটির সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'গার্ডিয়ান অফ দ্য ব্লু হরাইজন'-এ ভূষিত করা হয়। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এই সম্মানকে

'বানানো' বলে উপহাস করেন। জবাবে ভারতীয় সূত্রটি কড়া ভাষায় বলেছে, 'খাজা আসিফ যে মানসিকভাবে অসুস্থ, সেটা সবাই জানে। তাঁর দক্ষতা কতটা তা আজকের পাকিস্তানের করুণ দশা থেকে বোঝা যাচ্ছে। তাঁর কোনও কাজ নেই এবং যেসব বিষয়ে তাঁর জ্ঞান কম, তা নিয়ে বোকার মতো মন্তব্য করে সময় নষ্ট করেন। ঈর্ষা সবসময়ই একটি খারাপ অনুপ্রেরণা, বিশেষ করে এমন একজন মানুষের কাছে, যার গোটা সত্তাই ঘৃণাত্মক মানসিকতায় পূর্ণ।'

খাজা আসিফ দাবি করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর সফরের মাত্র তিনদিন আগে এই সম্মান তড়িঘড়ি তৈরি করা হয়েছে এবং এর প্রাথমিক ড্রাফটে বানান ভুল ছিল। তবে সেশেলস সরকার এই অভিযোগ খারিজ করে জানিয়েছে, এই সম্মানটি আইন মেনেই তৈরি এবং ভুল সংবলিত নথিটি একটি অভ্যন্তরীণ খসড়া ছিল, মূল প্রশংসাপত্রে কোনও ভুল ছিল না।

ধৃত জিশানকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠাল সেনা

শ্রীনগর, ৫ জুলাই : সোশ্যাল মিডিয়ার প্রেম যে আক্ষরিক অর্থেই কাঁটাতারের বেড়া মানে না, তা আরও একবার প্রমাণ করল জিশান আহমেদ মির। কাশ্মীরের উরি সেক্টরে লাইন অফ কন্ট্রোল পেরিয়ে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে এসে সেনার হাতে ধরা পড়েছিল বছর বাইশের এই পাক যুবক। তবে ভালোবাসার এই 'অনুপ্রবেশ' কাহিনির শেষটা হলো অত্যন্ত মানবিক। আইনি প্রক্রিয়া শেষে শনিবার জিশানকে ভারতের পক্ষ থেকে পাক কর্তৃপক্ষের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

ঘটনার সূত্রপাত গত ৩১ মে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের পাঙ্ঘেড়ি গ্রামের বাসিন্দা জিশান ভারতের সিলিকোট সীমান্ত পেরিয়ে উপত্যকায় ঢুকে পড়ে। সেনার কড়া নজরদারিতে সে ধরা পড়তেই আলোড়ন পড়ে যায়। তবে প্রাথমিক জেরার পরেই গোয়েন্দারা বুঝতে পারেন, জিশানের কোনও নাশকতামূলক উদ্দেশ্য ছিল না। আসলে স্ন্যাপচ্যাটে উরির কাশ্মীরি তরুণী ইরাম মজিদের সঙ্গে তার আলাপ ও প্রেম। সেই টানেই এই হঠকারী সিদ্ধান্ত। অনুপ্রবেশের দায়ে পুলিশ তাকে বারামুল্লা জেলে পাঠালেও, ঘটনার মানবিক দিক বিবেচনা করে দ্রুত চার্জশিট পেশ ও মামলা বন্ধের নির্দেশ দেয় আদালত।

ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত জুড়ে এই ধরনের একাধিক চোরাগোপ্তা

প্রেমের খেলায় কাঁটাতার ফিকে

প্রেমের ঘটনা শিরোনামে এসেছিল। জিশানের ক্ষেত্রেও ভারতীয় সেনা ও পুলিশ প্রোটোকল মেনে দ্রুত তার প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করেছে। শনিবার দুই দেশের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে জিশান যখন ফের পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখল, তখন তার প্রেমের অপূর্ণতা থাকলেও ঘরের ছেলের ঘরে ফেরায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে দুই দেশের প্রশাসনই।

গ্যাসে জরুরি নিষেধাজ্ঞা তুলল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : ইরান-আমেরিকা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার পর গ্যাসের ওপর জারি করা বেশির ভাগ জরুরি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিল কেন্দ্র। শনিবার পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের তরফে 'ন্যাচারাল গ্যাস (সাপ্লাই রেগুলেশন) অর্ডার, ২০২৬' সংশোধনের মাধ্যমে সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা হয়েছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে আমেরিকা ও ইজরায়েলের হামলা এবং তেহরানের পালটা আঘাতের জেরে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হয়েছিল। ফলে গত ৯ মার্চ জরুরি ভিত্তিতে দেশে উৎপাদিত গ্যাস ও আমদানি করা এলএনজি বণ্টনে অগ্রাধিকার সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছিল সরকার। নতুন বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রক জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে ফের এলএনজি কার্গো চলাচল শুরু হওয়ায় কঠোর বিধিনিষেধের প্রয়োজন নেই। ফলে গৃহস্থালির পাইপলাইন গ্যাস (পিএনজি), সিএনজি ও সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে যে কোটা চালু ছিল, তা প্রত্যাহার করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পেট্রোকেমিক্যাল ও বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে স্বাভাবিক গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

চিনা অ্যাপে বিপদের মুখে টোটো

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : প্রযুক্তির আশীর্বাদ কীভাবে মুহূর্তের মধ্যে বিপদে পরিণত হতে পারে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ই-রিকশা বা টোটো। ব্লু-টুথের মাধ্যমে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে চলন্ত ই-রিকশার ব্যাটারি বন্ধ করে দেওয়ার মতো মারাত্মক অভিযোগ ওঠায় এবার কড়া পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। গুগল এবং অ্যাপল স্টোর থেকে অবিলম্বে তিনটি চিনা অ্যাপ ব্যাট-বিএমএস, লসিগি এবং ইপক লায়নকে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছু ভিডিও ভাইরাল হয়, যেখানে দেখা যায় যানজটের মাঝে হঠাৎ করেই বিকল হয়ে পড়ছে ব্যাটারিচালিত রিকশাগুলো। এর ফলে চালকদের কিলোমিটারের পর কিলোমিটার গাড়ি ঠেলে নিয়ে যেতে হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের সচিব এস কৃষ্ণন জানিয়েছেন, বিষয়টি নজরে আসতেই অ্যাপ স্টোরগুলি থেকে এই ক্ষতিকারক অ্যাপগুলিকে সরানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, লিথিয়াম ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট

সিস্টেমের দুর্বল পাসওয়ার্ডের সুযোগ নিয়েই একশ্রেণির দুষ্কৃতী নিছক মজার ছলে ১৫ মিটারের মধ্যে থাকা ই-রিকশাগুলোর ব্যাটারি অফ করে দিচ্ছে।

তবে সাইবার আইন বিশেষজ্ঞ পবন দুগ্গালের মতে, শুধু অ্যাপ নিষিদ্ধ করাই যথেষ্ট নয়। ভিপিএন ব্যবহার করে এখনও এগুলো ডাউনলোড করা সম্ভব। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৪৩ এবং ৬৬ ধারায় এই ধরনের সাইবার অপরাধে তিন বছরের জেল ও ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার সংস্থান রয়েছে। দেশের সাইবার সুরক্ষা এবং যানজট এড়াতে প্রশাসনের এই কড়া আইনি দাওয়াই প্রয়োগ করা এখন সময়ের অপেক্ষা।

চিনা সংস্থাকে ছাড়পত্র

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : একদিকে যখন নিরাপত্তার অজুহাতে চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হচ্ছে, অন্যদিকে তখন দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ পরিকাঠামোয় চিনা সংস্থাকেই ছাড়পত্র দিচ্ছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক! দেশের মাটিতে কারখানা রয়েছে এমন চারটি চিনা বিদ্যুৎ সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থাকে সরকারি টেন্ডারে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

টিবিইএ এনার্জি, নানজিং ইলেক্ট্রিক, নিউ নর্থ-ইস্ট ইলেক্ট্রিক এবং তাইকাই ইলেক্ট্রিক—এই চার সংস্থাকে পাবলিক প্রোকিওরমেন্ট রুলস থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের নিয়ম অনুযায়ী, ভারতের সঙ্গে স্থলসীমান্ত রয়েছে এমন দেশের কোনও সংস্থাকে সরকারি বরাত পেতে গেলে বিশেষ রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন হত।

কিন্তু সম্প্রতি অর্থমন্ত্রকের জারি করা এই নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, আগামী দু'বছরের জন্য এই ছাড় বৈধ থাকবে। তবে এটিকে যেন কোনওভাবেই 'নজির' হিসেবে ধরে নেওয়া না

হয়। বিদ্যুৎমন্ত্রকের অনুরোধেই এই ছাড়পত্র মিলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জাতীয় সুরক্ষার কড়া বুলির আড়ালে পরিকাঠামো উন্নয়নের এই বাস্তব বাধ্যবাধকতাই প্রমাণ করে যে, দেশের কোর সেক্টরগুলোতে আজও চিনা সরঞ্জামের বিকল্প তৈরি করে ওঠা সম্ভব হয়নি।

ফের অগ্নিপরীক্ষা প্রশান্ত কিশোরের

পাটনা, ৫ জুলাই : এতদিন পর্দার আড়ালে টেবিল-চেয়ারে বসে বিভিন্ন দলের নেতানেত্রীদের নির্বাচনে জেতানোর ছক কষতেন তিনি। সেই পাট চুকিয়ে এবার সরাসরি ভোট ময়দানে নেমে পড়লেন বিশিষ্ট ভোটকুশলী তথা জনসুরজ পার্টির সুপ্রিমো প্রশান্ত কিশোর ওরফে পিকে। ৩০ জুলাই বিহারের বাঁকিপুর বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। রবিবার তাঁর নাম ঘোষণা করেছেন জন সুরজের রাজ্য সভাপতি মনোজ ভারতী। গতবছর বিহার বিধানসভা ভোটে ২৩৮টি আসনে লড়লেও জনসুরজ খাতাই খুলতে পারেনি। সেকারণে বাঁকিপুর নিয়ে আশাবাদী পিকে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর বাঁকিপুর আসনটি খালি হয়।

এই উপনির্বাচন বিহারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরীর জন্যও এক বড় পরীক্ষা। পিকে ইতিমধ্যে এই উপনির্বাচনকে 'মুখ্যমন্ত্রীর পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশের ওপর গণভোট' বলে আখ্যা দিয়েছেন। পিকে যদি এই ভোটে জেতেন বা অন্তত বিজেপির ভোটব্যাঙ্কে বড়সড় ফাটল ধরিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকেন, তবে বিহারের রাজনীতিতে তাঁর দল একটা মজবুত বিকল্প হিসেবে উঠে আসবে। আর যদি ফল খারাপ হয়, তবে ভিড়ে ঠাসা বিহারের রাজনৈতিক মানচিত্রে তাঁর দল চিরতরে প্রাসঙ্গিকতা হারাবে। ১৩ জুলাই মনোনয়ন দাখিলের শেষদিন।

মেটেলির ইনডং চা বাগানের পর নজরে আরও আবাদি জমি

হাতির করিডর পুনরুদ্ধার

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ জুলাই : রাজ্যে এটাই প্রথম পদক্ষেপ, জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলির ইনডং চা বাগানে হাতির করিডর পুনরুদ্ধার করেছে বন দপ্তর। চাপড়ামারি থেকে আপালচাঁদ বনাঞ্চলের মধ্যে থাকা এই করিডর হাতির পালের চলাচলের পুরোনো পথ ছিল। করিডর পুনরুদ্ধারে সামান্য কয়েকটি শ্রমিক আবাস বাগানেই অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। কিছু আবাদি এবং কিছু অনাবাদি জমি নিয়ে করিডর পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এরপর বক্সা-জলদাপাড়া রুটের বাধাপ্রাপ্ত করিডরের উদ্ধার করা হবে। ধাপে ধাপে বাকি করিডরগুলির সমস্যাও মেটানো হবে বলে খবর।

হাতি পুরোনো এই করিডরগুলিতে চা বাগান, জনবসতি গড়ে ওঠায় প্রাণহানির ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। সম্পত্তি ও ফসলের ক্ষতি হচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই। বন দপ্তর সমীক্ষায় দেখেছে, বক্সা-জলদাপাড়া করিডরটি অনেক পুরোনো। হাতির পাল এখনও এই পথে চলাচল করে, কিন্তু লোকালয় থাকায় সমস্যা হচ্ছে। শনিবার জলপাইগুড়ির প্রয়াস হলঘরে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হাতির করিডরের এই সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরেন উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি। তিনি বলেন, 'শিলিগুড়ির কাছে নকশালবাড়ি এলাকায় হাতির পুরোনো করিডর দখল হয়ে গিয়েছে। বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে হাতির পালের স্বাভাবিক চলাচল। এরই মধ্যে আমরা মেটেলির ইনডং চা বাগানে বাধাপ্রাপ্ত হাতির করিডর হাতির পালকে স্বাভাবিক চলাচলের জন্য খুলে দিতে পেরেছি।' অনুষ্ঠানের আয়োজক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সিইও তথা বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে তাঁর বক্তব্যে জানান, ডুয়ার্সের জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার অংশে ১৬টির মতো এলিফ্যান্ট করিডর আছে। কিন্তু সেখানে লোকালয় গড়ে ওঠায় হাতির চলাচলে সমস্যা তৈরি করছে। ফলে মানুষ-হাতির সংঘাত বাড়ছে। হাতির পাল নতুন নতুন এলাকা দিয়ে চলাচল করছে। যাতে সমস্যা আরও বাড়ছে।

এদিকে, করিডর পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে বন দপ্তর এবং জলপাইগুড়ি জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর দেখেছে, অধিকাংশ এলিফ্যান্ট করিডরের একটা অংশ চা বাগানের ভেতর দিয়েই গিয়েছে। ফলে করিডর পুনরুদ্ধার করতে গেলে বাগানের কিছু আবাদি এবং অনাবাদি জমি খালি করতে হবে। অনেক শ্রমিক আবাস, ঘরবাড়ি স্থানান্তর করতে হবে। সেক্ষেত্রে আশপাশে বাগানেরই অনাবাদি জমি চিহ্নিত করতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে আবাদি জমিও নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, হাতির অনেক পুরোনো করিডরের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে আটটি করিডরের উপর সমীক্ষা করেছে বন দপ্তর। যার মধ্যে জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে বক্সার জঙ্গল পর্যন্ত ভার্নোবাড়ি চা বাগান, জলদাপাড়া থেকে ডায়না, গরুমারা থেকে ডায়নার জঙ্গল, গরুমারা থেকে বক্সা, সেন্ট্রাল ডায়না থেকে মোরাঘাট, মোরাঘাট থেকে রেতি জঙ্গল এবং চাপড়ামারি থেকে আপালচাঁদ ফরেস্ট পর্যন্ত হাতি করিডরকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রথম পর্যায়ে। যার মধ্যে চাপড়ামারি থেকে আপালচাঁদ ফরেস্টের মধ্যবর্তী ইনডং চা বাগানের করিডর পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে বন দপ্তর।

করিডর পুনরুদ্ধারে বেশ কিছু প্রস্তাব আনা হয়েছে। জলদাপাড়া থেকে ভার্নোবাড়ি চা বাগান হয়ে বক্সার জঙ্গল পর্যন্ত পুরোনো চার কিমি এলিফ্যান্ট করিডরের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে পাঁচ কিমি করা হচ্ছে। করিডর চওড়া হবে ৩০০-৩৫০ মিটার। করিডরের দু'পাশে ব্যাটারির বিদ্যুতের বেড়া দেওয়া হবে। করিডরের দু'পাশেই ছায়াগাছ, জলাশয় তৈরি করা হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

ডুয়ার্সের ইনডং চা বাগানে হাতির করিডর।

- প্রস্তাবিত অন্য করিডরে ৫ কিমি দৈর্ঘ্যের করিডর পুনর্গঠন করা হচ্ছে। চওড়া হবে ৩০০-৩৫০ মিটার
- করিডরের দু'পাশে ব্যাটারির বিদ্যুতের বেড়া ও ছায়াগাছ লাগানো হবে
- জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে প্রথম পর্যায়ে আটটি করিডর পুনরুদ্ধার করার পরিকল্পনা

আড়াই হাজার কোটিতে সাজবে শৈলশহর

বিশ্বমানের পর্যটন ডেস্টিনেশনের ভাবনা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : বিশ্বমানের পর্যটন ডেস্টিনেশন হিসেবে গড়ে তোলা হবে শৈলশহর দার্জিলিংকে। এজন্য প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, এমনই জানিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শাখাওয়াতের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে। রবিবার নিউ চামটায় একটি টি রিসর্টে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিএসসিসিআই)-র তরফে 'নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ'-এর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে শংকর বলেন, 'প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দে দার্জিলিংকে বিশ্বমানের পর্যটন ডেস্টিনেশন হিসেবে গড়ে তোলা হবে। চায়ের পাশাপাশি পর্যটনও উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হয়ে উঠবে। কর্মসংস্থান থেকে পরিকাঠামো সবদিকে নজর দেওয়া হবে।' এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে পর্যটনের বিকাশে নজর রয়েছে মিরিক ও কালিম্পংয়ের ওপরও। পুজোর আগেই মিরিককে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

চেম্বারের সভাপতি অশোককুমার বণিকের বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এখানে সম্ভাব্য আর কী কী শিল্প হতে পারে, চা, পর্যটনকে কীভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, সে ব্যাপারে আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষের কাছে প্রস্তাব চেয়েছি।' প্রতিবছর দেশ, বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর পর্যটক দার্জিলিংয়ে বেড়াতে আসেন। পর্যটন মরশুমে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে দার্জিলিং শহরের ওপর চাপ বাড়ে। সেই চাপ কমাতে মিরিক ও কালিম্পংয়ের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। কনক্লেভে শংকর জানান, মিরিক ও কালিম্পংকে পর্যটন হাব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা হয়েছে। একশো কোটিরও বেশি টাকা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে মিরিককে সাজিয়ে তোলা হবে। দ্রুত এই প্রোজেক্টের ডিপিআর জমা দেওয়া হবে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির বৈঠক। ছবি : সূত্রধর

এদিন উত্তরের চা ও চা পর্যটন, পর্যটন, শিক্ষা, রিয়েল এস্টেট, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সহ আরও কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দার্জিলিংয়ের বাসিন্দারা কীভাবে ছোট ছোট ব্যবসা শুরু করে পাহাড়ে অর্থনীতি চাঙ্গা করতে পারবেন, সে ব্যাপারে সরকারকে নজর দেওয়ার প্রস্তাব দেন গ্লেনারিজের কর্ণধার অজয় এডওয়ার্ড। পর্যটকদের উন্নত পরিষেবা দিতে হোমস্টে ট্যুরিজমের আধুনিকীকরণ, প্রত্যন্ত এলাকার হোমস্টেগুলির মানোন্নয়ন এবং স্থানীয় তরুণদের আতিথেয়তার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাবও কনক্লেভে দেওয়া হয়। এছাড়া দার্জিলিংয়ে যানজট কমাতে বিকল্প রাস্তা ও রোপওয়ে নেটওয়ার্কের বিস্তারের কথাও বলেন উপস্থিত অনেকে। পর্যটনের প্রসারে চেম্বারের তরফে পর্যটনমন্ত্রীর কাছে সাহিত্য পর্যটনের প্রচারের প্রস্তাব দেওয়া হয়। যেখানে সমরেশ মজুমদার সহ উত্তরবঙ্গের বহু স্বনামধন্য লেখক, সাহিত্যিকের বাড়ি পর্যটকরা ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি তাঁদের সাহিত্য সম্পর্কে জানতে পারবেন। চেম্বারের তরফে জানানো হয়, ব্রিটিশ কাউন্সিলের তরফে দার্জিলিংয়ে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূল সরকারের অনীহার কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। এই প্রোজেক্টের যাতে অনুমতি দেওয়া দেওয়া হয়, সেই আবেদনও মন্ত্রীর কাছে রাখা হয়েছে।

নদীর চরের রিসর্ট সরাতে নির্দেশ

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ৫ জুলাই : অবৈধভাবে নদীর চরে তৈরি করা হয়েছে রিসর্ট। এবার সেই রিসর্ট খালি করার নির্দেশ দিল প্রশাসন। মাটিয়ালি ব্লকের মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোয়ালডাঙ্গা এলাকার কুর্তি নদীর ধারে রয়েছে ওই রিসর্টটি। শনিবার বিকেলে মাল মহকুমা প্রশাসনের তরফে ওই রিসর্টে গিয়ে নোটিশ লাগিয়ে দেওয়া হয়। প্রশাসনের তরফে আগামী ১০ জুলাই-এর মধ্যে রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে সমস্ত জিনিসপত্র সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১১ তারিখে রিসর্টটির দখল নেবে প্রশাসন। তারপর সরকারি স্তরে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কীভাবে, কার মদতে নদীর চরে ওই রিসর্টটি তৈরি করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

অভিযোগ, ওই রিসর্টের মালিক সৌমেন মালাকারের সঙ্গে কলকাতার কোনও এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার যোগাযোগ ছিল। তাঁর মদতেই তিনি এই এলাকায় রিসর্টটি তৈরি করতে পেরেছেন বলেও অভিযোগ। প্রায় ১০-১২ বছর আগে তৃণমূলের কিছু নেতার মদতে কুর্তি নদীর চরের ওই জমি রিসর্টের মালিক নিজের দখলে নেন বলে অভিযোগ। তারপর শুরু হয় নদীর চরের ওপর বিশাল রিসর্ট তৈরির কাজ। বর্তমানে এই রিসর্টে একটি সুইমিং পুলও রয়েছে।

নদীর মূল প্রবাহের ধার ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে ওই রিসর্টটি। এনিয়ে বিজেপির নাগরাকাটা বিধানসভার কনভেনার দীপঙ্কর ধর বলেছেন, 'অতীতে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের সহযোগিতায় এই ধরনের দুর্নীতি হয়েছে। শুধুমাত্র এটা নয়, আরও বহু রিসর্ট অবৈধভাবে সরকারি জমির ওপর তৈরি হয়েছে। এখন সমস্ত বেআইনি রিসর্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

রবিবার ওই রিসর্টে গিয়ে দেখা যায়, নোটিশ লাগানো রয়েছে। মালিক নেই। তাঁকে বিকেল ৫টা নাগাদ ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। তবে রিসর্টের কেয়ারটেকার মালতী বর্মন বলেছেন, 'রিসর্টটি অবৈধ নয়। তবে নোটিশ এসেছে।'

প্রসঙ্গত, তৃণমূল জমানায় বছর দুয়েক আগে মূর্তি, ধূপঝোরা, লাটাগুড়ি এলাকার সরকারি জমির ওপরে থাকা বেশ কিছু রিসর্ট প্রশাসন ভেঙে দিয়েছিল। তবে তারপর অবৈধ রিসর্টগুলি রমরমিয়ে চলছিল। সেই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। এনিয়ে নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা বলেছেন, 'সরকারি জমির উপর কোনও অবৈধ নির্মাণ মানা হবে না। প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।'

> সরকারি জমির উপর কোনও অবৈধ নির্মাণ মানা হবে না। প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।
>
> **পুনা ভেংরা** বিধায়ক নাগরাকাটা

এবার সরকার বদল হতেই ফের অ্যাকশন মুডে নেমেছে প্রশাসন। রিসর্ট মালিকদের সংগঠন গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ওই রিসর্টটি আমাদের সংগঠনের আওতায় নেই। প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।

সৈকতের বিরুদ্ধে অনাস্থার জল্পনা

জলপাইগুড়ি, ৫ জুলাই : ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে হাজিরা দিতেই জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। চেয়ারম্যানের এই পদক্ষেপের পর পুরসভার অন্দরে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার দাবি জোরালো হচ্ছে। দলের একাংশ কাউন্সিলার প্রকাশ্যে অনাস্থার সপক্ষে কথা বলছেন, আবার অনেকে গোপনে দল ভারী করার খেলায় নেমে পড়েছেন। যদিও সৈকত দাবি করেছেন, জোড়াফুল প্রতীকে জিতে তিনি চেয়ারম্যান হয়েছেন এবং সেই দলেই রয়েছেন, তবে ঋতব্রতর বৈঠকে তাঁকে দেখা যাওয়ায় এ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি।

বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই সৈকতের ফেসবুক প্রোফাইল রাজনৈতিক মহলে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৪ মে বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে তিনি নিজের সমাজমাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও কর্মসূচির ছবি পোস্ট করেননি। উলটে, বর্তমান সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের ভিডিও প্রচার করে আসছেন। এমনকি, অনেক আগেই নিজের সমাজমাধ্যমের প্রোফাইল এবং কভার ফোটো থেকে দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের ছবি তিনি সরিয়ে ফেলেছেন। ফলে মমতা-অভিষেকের সঙ্গ ত্যাগের জল্পনা আরও ঘনীভূত হয়।

তৃণমূলের একটা অংশের দাবি, নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করা ঋতব্রতর শিবিরেই সৈকত যোগ দিয়েছেন। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার উত্তম বসু বলেন, 'আমি বেইমানি করতে পারব না। আমি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনীতি করি না। উনি আমাদের কাউন্সিলারদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই ঋতব্রতর বৈঠকে গিয়েছেন। আমরা কাউন্সিলাররা একজোট হয়ে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে চলেছি।' ইতিমধ্যে সৈকত-ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলার নীলম শর্মা সমাজমাধ্যমে সোচ্চার হয়েছেন।

শহরের আদি তৃণমূল হিসেবে পরিচিত ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুব্রত পালও সৈকতের এই সিদ্ধান্ত ভালো চোখে দেখছেন না। তিনি বলেন, 'আমি প্রথম থেকেই দিদির সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং আগামীতেও থাকব। উনি গিয়েছেন, সেটা ওঁর ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থ থাকতে পারে। এই বিষয়ে উনি আমাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই একাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

প্রাক্তন চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালও সুর মিলিয়ে বলেন, 'দিদি যখন বিরোধী দলনেত্রী ছিলেন সেই সময় থেকেই দিদির সঙ্গে রয়েছি। দিদির নেতৃত্বে রাজ্য সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখনও সঙ্গেই ছিলাম। এখনও দিদির পাশেই আছি এবং থাকব।' পরিস্থিতি যখন উত্তপ্ত, তখন অনেকেই পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ধন্দে রয়েছেন।

চেয়ারম্যান-ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত সদস্য দীনেশ রাউতের বক্তব্য, 'চেয়ারম্যানের সঙ্গে এই বিষয়ে কোনও কথা হয়নি। উনি ফিরে এলে আমরা কাউন্সিলাররা একসঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেব।'

এদিকে, সৈকতের এই পদক্ষেপের পর থেকেই ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ মাহাতোর অবস্থান নজর কাড়ছে। তাঁর সঙ্গে সৈকতের সম্পর্ক বরাবরই 'অম্লমধুর'। সৈকতের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে ভোটের আগে তিনি তিন মাস পুরসভায় পা রাখেননি এবং নিজের দপ্তরের দায়িত্বও ছেড়েছিলেন। সৈকতের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সন্দীপ বলেন, 'যিনি গিয়েছেন, তিনি ভালো বলতে পারবেন। আমি এই বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।' চেয়ারম্যান অবশ্য অনুগামীদের মাধ্যমে কাউন্সিলারদের প্রতিটি গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন বলে খবর।

নদীর পাড়ে ফুটবলে মেতেছে শৈশব। রবিবার ফুলবাড়িতে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

ভারী বৃষ্টিতে মৃত ৬

মুম্বই, ৫ জুলাই : শনিবার রাতে মুম্বইয়ের মানখুর্দ এলাকায় ভারী বৃষ্টিতে একটি তিনতলা চাওল ভেঙে পড়ে ৪ মহিলা সহ অন্তত ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভবনটি ভেঙে পড়ায় অনেকে আটকে পড়েন। তড়িঘড়ি এলাকায় পৌঁছোয় দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলতে থাকে উদ্ধারকাজ। তবে ঠিক কী কারণে হঠাৎ ভেঙে পড়ল এই ভবন, পার্শ্ববর্তী অন্য বাড়িগুলি ভেঙে পড়ার কোনও আশঙ্কা রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সিকিমে নয়া প্যারাগ্লাইডিং

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : সিকিমের পর্যটন দপ্তর ও রেনক ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে রবিবার নতুন দুটি প্যারাগ্লাইডিং চালু করা হয়েছে। সিকিমের পাকিয়ং জেলার ঠুমকিদাড়া ও আম্বাদাড়াতে এই প্যারাগ্লাইডিং দুটি চালু করা হয়। এর ফলে এলাকার পর্যটনের প্রসারের পাশাপাশি স্থানীয় কর্মসংস্থান আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা।

কেএসডিসি'র নতুন কমিটি

ময়নাগুড়ি, ৫ জুলাই : বৃহত্তর ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের লক্ষ্য নিয়ে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের ময়নাগুড়ি ১ ও ২ নম্বর ব্লক কাউন্সিল কমিটি পুনর্গঠন করা হল রবিবার। ময়নাগুড়ির একটি বেসরকারি ভবনে আয়োজিত এক বিশেষ সভায় এই নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

চা শ্রমিকের কল্যাণে

প্রথম পাতার পর

তবে চা শিল্পের উন্নয়নের কোনও পরিকল্পনা এতে নেই। শিল্পের বিকাশ না ঘটলে শ্রমিকদের জীবিকার উন্নতি কীভাবে ঘটবে- সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বিজেপি অবশ্য এজন্য পূর্বতন বাম ও তৃণমূল সরকারকে দোষারোপ করেছে। দলের আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, '৩৪ বছরের বাম আমলে চা বাগান চরম উপেক্ষিত ছিল। ১৫ বছরের তৃণমূল জমানায় পরিস্থিতি আরও সঙ্গিন হয়েছে।' তাঁর দাবি, '২০২১-'২২ আর্থিক বছরের বাজেটে চা শ্রমিকদের উন্নয়নে কেন্দ্র অসম ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। অসম তাদের জন্য বরাদ্দের ৬৮৬ কোটি টাকা খরচ করলেও বাংলায় তখনকার সরকার কোনও উদ্যোগই নেয়নি। মুখ্যসচিবকে চেয়ারম্যান করে রাজ্য স্তরের কমিটি পর্যন্ত এজন্য গঠন করেনি। শুভেন্দু অধিকারীর সরকার তৈরি হওয়ার পর চা শ্রমিকদের উন্নয়নে যে আর কালবিলম্ব করা হবে না, রাজ্যের এই ঘোষণা তার প্রমাণ।'

নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা বলেন, 'আমরা এখানেই থেমে থাকছি না। বন্ধ চা বাগান খোলানোর পরিকল্পনাও হচ্ছে। শুধু জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নয়, এই প্রকল্প চা শ্রমিকদের প্রতি রাজ্যের সম্মানপ্রদর্শনও বটে। কাজের ফাঁকে বা শেষে রাস্তার ধারে বসে শ্রমিকদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা খাবার খাওয়ার দৃশ্যের অবসান হতে চলেছে। সমস্ত ধরনের সুযোগসুবিধা সমৃদ্ধ রেস্ট শেড তৈরি হবে এই যোজনায়। সেখানে দু'দণ্ড অবসর নিতে পারবেন প্রত্যেকে। এমন পরিকল্পনার কথা এর আগে কি কেউ ভাবতে পেরেছিল! শনিবার যে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের সচিব, অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব ও পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা কমিশনের প্রকল্প অধিকর্তা।

দিলীপের মুখে ঢিল

প্রথম পাতার পর

তবে তৃণমূল জমানার পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের বক্তব্য, 'নিশ্চয়ই তথ্যের ভিত্তিতে মন্ত্রী এসব বলছেন। আমার জানা নেই। তবে মাথায় রাখতে হবে যে, নানারকম পরিস্থিতি আছে।' বাস্তবে রাজ্যে সরকার বদলের পর অনেক জায়গায় পঞ্চায়েত প্রধানরা আক্রান্ত হয়েছেন। ডিম ছুড়ে হেনস্তা করা হয়েছে তাঁদের অনেককে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, ভয়ে প্রধানরা পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করেছেন। যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে, তাঁদের কেউ কেউ গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকাণ্ড মুখ থুবড়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও স্রেফ প্রধানের সই নিতে তাঁর বাড়িতে ভিড় করছেন গ্রামবাসী। গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়ন ও পরিষেবার সমস্ত কাজ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হয়। প্রধানরা দপ্তরে না যাওয়ায় অনেক ফাইল সই না হয়ে পড়ে থাকছে। ফলে আটকে যাচ্ছে কাজ।

পঞ্চায়েতে অনুপস্থিত প্রধানদের উদ্দেশে রবিবার পঞ্চায়েতমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'আমরা বলব হয় কাজ করুন, নাহয় পদত্যাগ করুন।' কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, দিলীপ ঘোষের মন্তব্যে উৎসাহিত হয়ে যদি কেউ ঢিল ছোড়েন, তাহলে সপরিবারে প্রধান আক্রান্ত হবেন। মন্ত্রী হিসেবে এমন মন্তব্য কাম্য কি না, সেই চর্চাও শুরু হয়েছে। বিরোধী নেতা থাকাকালীনও দিলীপ অনেক গা গরম করা বিবৃতি দিতেন। মন্ত্রী হয়েও যে সেই মেজাজের কোনও পরিবর্তন হয়নি, প্রধানদের প্রতি হুঁশিয়ারিতে তা স্পষ্ট।

ট্রাফিক মার্শাল

প্রথম পাতার পর

এদিন কমিশনার দাবি করেছেন, 'ভেনাস মোড় থেকে দার্জিলিং মোড় পৌঁছাতে আগে ২৮ মিনিট সময় লাগলেও রবিবার ১৪ মিনিট লাগছে। গুগল ম্যাপে দেখা গিয়েছে সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে ষোলো মিনিট সময় খরচ হয়।'

যদিও, শহরের সিটিঅটোচালক, পণ্যবাহী ও ব্যক্তিগত গাড়িচালকদের একাংশের দাবি, ব্যস্ত দিনগুলোতে ভেনাস মোড় থেকে দার্জিলিং মোড় অবধি যেতে এখন মিনিট কুড়ির বেশি সময় লাগছে। আগে সেটা কখনো-কখনো আধ ঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটেরও বেশি হত। তবে, যানজট সমস্যা অনেকটাই কমেছে বলে স্বীকার করলেন তাঁরা। পরিস্থিতি এমন আর কতদিন থাকবে, সেই নিয়ে সন্দিগ্ধ সকলে। রাজ্যে পালাবদলের পর হিলকার্ট রোডে টোটো ওঠা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যদিও, নজরদারি শিথিল হতেই টোটোর দেখা মিলতে শুরু করেছে ওই রোডে।

শংকরের গলায় ছিল অসন্তোষের সুর, 'গোটা রাজ্যের নিরিখে থানায় ফোন আসার পর পুলিশের ভ্যান ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে গড়ে সময় লাগে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। অন্যান্য রাজ্যে সেটা লাগে কুড়ি মিনিট। পুলিশকর্মী অপ্রতুল। তবে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আগামী অর্থবর্ষের মধ্যে পুলিশে বিপুল নিয়োগ হবে। কারও খারাপ কাজের কারণে ডিপার্টমেন্টের গায়ে দাগ লাগবে, সেটা মেনে নেওয়া হবে না।'

ট্রাফিক মার্শাল হিসেবে প্রতি শিফটিংয়ে একজন এসআইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর পেছনের আসনে একজন সিভিক ভলান্টিয়ার কিংবা কনস্টেবল থাকবেন। সকাল সাড়ে নয়টা থেকে দুই শিফটে রাত সাড়ে দশটা-এগারোটা পর্যন্ত কাজ করবেন তাঁরা।

জায়গা হিসেবে মোট চারটে ভাগ করা হয়েছে। দার্জিলিং মোড় থেকে এয়ারভিড় মোড় অবধি রাস্তার দু'ধার একজন দেখবেন। এয়ারভিউ মোড় থেকে ভেনাস মোড় অবধি একজন। অন্যদিকে, সেবক মোড় থেকে পানিট্যাঙ্কি মোড়ের কিছুটা আগে পর্যন্ত একজন, চতুর্থজন দেখবেন সেবক রোডের বাকি অংশ থেকে চেকপোস্ট পর্যন্ত। ডিসিপি (ট্রাফিক) বললেন, 'সেবক রোডে যানজট সমস্যা সমাধানে আরও সক্রিয় হবে পুলিশ।'

বিপন্ন শিক্ষা, বিকশিত পাকস্থলী

প্রথম পাতার পর

বেঞ্চ তো আছে! যেখানে শিক্ষক আছেন, সেখানে আবার পরিকাঠামো নেই। ছাদ চুইয়ে জল পড়ে, ব্ল্যাকবোর্ডে ফাটল, লাইব্রেরি বা ল্যাবরেটরি তো সেই কবেই হরপ্পা ও মহেন-জো-দারোর মতো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন মাত্র শিক্ষকই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপে তিন-চারটি ক্লাস একসঙ্গে সামলান। কিন্তু এই প্রাতিষ্ঠানিক পতন নিয়ে কোনও সুশীল সমাজ মোমবাতি হাতে রাস্তায় হাঁটে না। আমাদের যাবতীয় বিপ্লব এখন ডিমের কুসুম আর সয়াবিনের বড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

এই ভোজন-মহোৎসবে সবচেয়ে করুণ অবস্থা হল রাজ্যের শিক্ষক সমাজের। সিলেবাসের অলিগলি ছেড়ে তাঁদের এখন নিত্যদিন আনাজপাতির বাজারের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে হয়। তাঁদের মনে রাখতে হয় গত সপ্তাহে কোনদিন ডাল আর কোনদিন সয়াবিন দেওয়া হয়েছিল। একজন শিক্ষক, যাঁর কাজ ছিল আগামীদিনের নাগরিক তৈরি করা, তাঁকে আপাতত কেরানি এবং কেটারারের এক অদ্ভুত সংকর প্রজাতিতে পরিণত করা হয়েছে। অক্সফোর্ড বা হার্ভার্ডের গবেষকরা যদি কখনও এরাজ্যে সরকারি স্কুল পরিদর্শনে আসেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবেই গবেষণার বিষয় পালটে স্কুলের মিড-ডে মিলের রন্ধনশিল্প নিয়ে পিএইচডি করতে বাধ্য হবেন।

আর ছাত্রছাত্রীরা? তারা এখন আর 'শিক্ষার্থী' নেই, তারা রূপান্তরিত হয়েছে 'উপভোক্তা' বা বেনেফিশিয়ারিতে। প্লেটোর অ্যাকাডেমি থেকে শান্তিনিকেতন— সর্বত্রই জোর দেওয়া হয়েছিল মগজের পুষ্টিতে। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষাদর্শন বিশ্বাস করে যে, মগজ হল এক অনাবশ্যক বস্তু, আসল হল পাকস্থলী। শ্রেণিকক্ষে কী পড়ানো হচ্ছে, পড়ুয়ারা অঙ্ক বা ইংরেজিতে পিছিয়ে পড়ছে কি না, এসব এখন আর বিবেচ্য বিষয় নয়। স্কুল এখন আর বিদ্যাচর্চার মন্দির নেই, তা মূলত একটি নিখরচার ভোজনালয়ে পরিণত হয়েছে।

আসলে, এই ডিম ও নিরামিষের তর্জাটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি রাজনীতির মাস্টারস্ট্রোক। একটি জাতিকে মেরুদণ্ডহীন করার সবচেয়ে মোক্ষম উপায় হল তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সযত্নে পঙ্গু করে দেওয়া। রাজনীতির কারবারিরা খুব ভালো করেই জানেন, একজন শিক্ষিত, যুক্তিবাদী ও চিন্তাশীল নাগরিক সর্বদা প্রশ্ন করে। সে অধিকার বুঝে নিতে চায়, সে কর্মসংস্থান চায়। রাষ্ট্র কখনোই প্রশ্নকারী নাগরিক চায় না। রাষ্ট্র চায় অনুগত উপভোক্তা। তাই মগজে পুষ্টি জোগানোর চেয়ে পেটে প্রোটিন জোগানোর রাজনীতি অনেক বেশি লাভজনক। ডিম বা রাজমা যা-ই দেওয়া হোক না কেন, তার মূল উদ্দেশ্য শিশুর পুষ্টিসাধন নয়, আগামীদিনের একটি নিশ্চুপ ভোটব্যাংক তৈরি করা। অভিভাবকরাও ভাবছেন, অন্তত একবেলা পেট ভরে পুষ্টিকর খাবার তো জুটছে! তাঁরা ভুলেই যাচ্ছেন যে, আজ যে শিশুটি বিনাপয়সার ডিম খেয়ে বড় হচ্ছে, কাল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সে যখন বেকারত্বের অন্ধকারে তলিয়ে যাবে, তখন তাকে সেই দু'বেলা ভাতের জন্যই অন্যের দ্বারস্থ হতে হবে।

আজ বিশ্ব যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং মঙ্গলে উপনিবেশ স্থাপন নিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রূপরেখা তৈরি করছে, তখন আমরা পড়ে আছি ডিম আর সয়াবিনের পবিত্রতা প্রমাণের প্রতিযোগিতায়। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা নিরামিষ খাবারে ব্রাহ্মণ্যবাদের গন্ধ খুঁজছেন, আর আমিষ খাবারে খুঁজছেন ধর্মনিরপেক্ষতার জয়গান। আর এই হাস্যকর যুক্তিবাদের আড়ালে নিঃশব্দে মৃত্যু হচ্ছে বাংলার সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার। সুকুমার রায় তাঁর 'হাঁসজারু' কবিতায় যেমন এক অদ্ভুত সংকর প্রাণীর কথা বলেছিলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও আজ তেমনি এক 'ডিম-শিক্ষার'

জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়েছে। একটি আস্ত প্রজন্ম স্কুল থেকে বেরিয়ে আসছে যাদের পেটে হয়তো ডিমের প্রোটিন আর রাজমার আয়রন ভরপুর মাত্রায় আছে, কিন্তু মগজ হয়ে উঠছে বিস্তীর্ণ সাহারা মরুভূমির মতো। যেদিন এই শূন্যতা সমাজের বুকে তীব্র হাহাকার হয়ে ফিরে আসবে, সেদিন হয়তো আমাদের টনক নড়বে। কিন্তু সেদিন ভাঙা স্কুলঘর আর মরচে ধরা মিড-ডে মিলের হাঁড়ি ছাড়া আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

আজও বহু স্কুলে পড়ুয়াদের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী হিসেবে লড়াই করতে হয়। বাড়িতে পড়ার পরিবেশ নেই, বই পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে না, ডিজিটাল সুযোগ সীমিত। ফলে স্কুলই তাদের একমাত্র ভরসা। সেই স্কুল যদি কেবল উপস্থিতির খাতা পূরণ করে, তবে একটি প্রজন্মের সম্ভাবনাই অপচয় হয়। তবু জনপরিসরে শিক্ষা নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে অন্য বিষয়। শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি, মিড-ডে মিলের মেনু, নতুন ভবনের উদ্বোধন ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এগুলো শিক্ষার অবকাঠামো, শিক্ষা নয়। তৃতীয় শ্রেণির একটি শিশু কেন নিজের ভাষায় একটি গল্প লিখতে পারছে না, বা অষ্টম শ্রেণির একজন ছাত্র কেন দৈনন্দিন জীবনের সহজ গণিত প্রয়োগ করতে পারছে না এসব নিয়ে খুব কমই আলোচনা হয়।

দিনের শেষে যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি ভুলে গেলে চলবে না তা হল, দুপুরের খাবার একটি দিন বাঁচায়। কিন্তু মানসম্মত শিক্ষা একটি প্রজন্মকে বাঁচায়।

ছোট্ট তারা

প্রথম শ্রেণির ছাত্র মিত্রদয় দাস ইসলামপুর শহরের শিবডাঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা। এই খুদে গান ও আঁকায় এই বয়সেই বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে।

গরম হাঁড়ি থেকে বের হওয়া সুগন্ধি চালের সুবাস, নরম তুলতুলে মাংসের টুকরো আর সেই চিরন্তন গোল আলু- বাঙালির জীবনে সেরা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স তো এরাই। বিশ্ব বিরিয়ানি দিবসে লাল শালু জড়ানো হাঁড়ি থেকে তুলে আনা গরম গরম ভালোবাসার গল্প শুনলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**। মুদ্রার উলটো পিঠও রয়েছে। বিরিয়ানি দেখে জিভে জল এলেও শিলিগুড়ির বেশিরভাগ দোকানেই মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি। কর্মীদের হাতে গ্লাভস নেই, রান্নাঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরশোলা। কোথাও আবার রান্নাঘরই যেন স্নানাগার। অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন **শমিদীপ দত্ত**।

ব-এ বাঙালি ব-এ বিরিয়ানি

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : এক প্লেট বিরিয়ানিতে আমি তোমাকে চাই, ডাইনে ও বাঁয়ে আমি তোমাকে চাই। না, এমন কোনও লাইন অবশ্য লেখেননি কবীর সুমন, তবে বাঙালির মনে ও মননে বিরিয়ানির যে রাজপাট, তাতে লিখলেও কিছু বেখাপ্পা হত না। উৎসবের মরশুম হোক বা অলস রবিবারের দুপুর, কিংবা মন ভালো করা কোনও ঘরোয়া উদযাপন- বাঙালির ডেলিকেসির বর্ণনা দেওয়া খুব সোজা- ধোঁয়া ওঠা গরম বিরিয়ানি।

শিলিগুড়ির রেস্তোরাঁগুলো বাঙালির স্বাদ বোঝে, তাই এখানে বিরিয়ানি তৈরি হয় হালকা চালে। শিলিগুড়িবাসীর পছন্দের কথা মাথায় রেখে বাইরে থেকে শেফ এলেও, কর্ণধাররা প্রথমেই তাঁদের বুঝিয়ে দেন এই শহরের চাহিদা। বিধান রোডের অটোস্ট্যান্ডের একটি বিখ্যাত বিরিয়ানির দোকানের মালিক পল্লব চক্রবর্তী বললেন, '১০-১২ বছর ধরে বিরিয়ানির ক্রেজ এই শহরে মারাত্মক। এখন সেটা আরও বেড়েছে। আমার দোকানের বিরিয়ানি খুব ভারী হয় না, একটু হালকা হয়। এতে মশলা একটু কম ব্যবহার করা হয়।' সেই সুর টেনেই ওই দোকানের শেফ চঞ্চল সরকারের মন্তব্য, 'এখানে মশলাদার বিরিয়ানি পছন্দ করে না মানুষ। তাই একটু কম মশলা দিয়ে কলকাতা স্টাইলে অথচ নিজস্ব কিছু ছোঁয়া দিয়ে বিরিয়ানি তৈরি করা হয়।'

রবিবার ছিল বিরিয়ানি দিবস। শহরের এক রেস্তোরাঁয় বসে প্লেটে চামচ ডুবিয়ে তৃপ্তি করে বিরিয়ানি খেতে দেখা গেল বছর পঞ্চান্নর উত্তম মালাকারকে। আজ যে বিশ্ব বিরিয়ানি দিবস, তা অবশ্য জানা ছিল না তাঁর। বিরিয়ানি যে তাঁর চরম প্রিয়, তা স্বীকার করে অকপটে বললেন, 'বাড়িতে গিন্নি সবচেয়ে ভালো বিরিয়ানি রাঁধে। তবে ও এখন হায়দরাবাদে। তাই দুপুরের খাওয়া সারতে আসা। কী খাব কী খাব ভাবতে ভাবতেই মনে এল বিরিয়ানি খাই।'

একেবারে নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি সন্ময় সান্যালের সাফ কথা, 'বন্ধুদের মধ্যে ট্রিট মানেই তো বিরিয়ানি। বিরিয়ানি শুধু একটা খাবার নয়, এটা একটা ইমোশন। মন ভালো থাকলেও বিরিয়ানি, আবার পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হলেও বিরিয়ানি। মন খারাপ থাকলেও যদি বিরিয়ানি পাওয়া যায় তাহলে মনটা ভালো হয়ে যায়।'

শুধু নতুন প্রজন্মই নয়, সব ঘরানার খাদ্যরসিকরাই আজ এই মায়াবী খাবারের জাদুতে মজেছেন। ষাটোর্ধ্ব অমল দাস তো নিজের হাতেই এখন চমৎকার বিরিয়ানি বানান। স্মৃতির পাতা উলটে অমল বলছিলেন, 'বাবার চাকরিসূত্রে আমাদের দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘোরা। এত খাবার খেয়েছি তবে বাঙালির মাছ-ভাত আর এই বিরিয়ানি- এই দুটোর কোনও বিকল্প নেই। বাড়িতে রান্নাবান্নার লোক রয়েছে। রান্নাঘর গিন্নির দায়িত্বে। তবে আজও বিরিয়ানি রান্না করতে হলে আমার ডাক পড়ে।' বিরিয়ানির গল্প করতে করতেই জিভে জল এসে গেল তাঁর। হেসে বললেন, 'এখন যদি একপ্লেট পাওয়া যেত!'

বিরিয়ানি পেতে আগে যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত, এখন তো কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে যে কোনও রেস্তোরাঁ- সব জায়গাতেই মেলে বিরিয়ানি। বলছিলেন বছর ত্রিশের সায়ক মোদক। শহরে এখন হাজারো ক্যাফে-রেস্তোরাঁ, সেখানে কত বাহারি পদের মেলা, তবুও ভোজনরসিকরা মেনুকার্ড না দেখেই সোজা কাউন্টারে জিজ্ঞেস করছেন, 'বিরিয়ানি হবে তো?' শহরের ব্যবসায়ীরাও একবাক্যে স্বীকার করছেন এই উন্মাদনার কথা। হাকিমপাড়ার এক রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী বান্টি দত্ত বলছিলেন, 'বিরিয়ানির মতো ক্রেজ অন্য কোনও খাবারের নেই। এটা একটা গোটা মিল। ভাত, মাংস, আলুর সঙ্গে কোথাও কোথাও ডিম দিয়ে পরিপূর্ণ একটা খাবার। বিরিয়ানির চাহিদা এবং বিরিয়ানির প্রতি ভালোবাসা মানুষের আরও বেড়ে চলেছে।' ওই দোকানেরই শেফ মহম্মদ মমিন আবার রন্ধনশৈলীর তারতম্য বুঝিয়ে বললেন, 'একেক জায়গায় বিরিয়ানি একেক ধরনের হয়। হায়দরাবাদের বিরিয়ানি আলাদা রকম, লখনউয়ের আলাদা। এখানে যখন আসি দোকানের কর্ণধার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে এখানকার মানুষদের পছন্দ কেমন। সেই অনুযায়ী বিরিয়ানি তৈরি করতে শুরু করি।'

বিরিয়ানি যেমন সুস্বাদু, তেমনই তা কিন্তু সাধারণ মানুষের পকেটের জন্যও বেশ সহজলভ্য। শহরে দিনভর ভারী মাল বহনের কাজ করা শ্রমিকদেরও শরীরের জন্য একটু প্রোটিনযুক্ত ভালো খাবারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আলাদা করে ভাত, ডাল, সবজি আর মাংস কিনতে গেলে পকেটে বেশ টান পড়ে। তাই সাধ্যের মধ্যে ভরপেট খেতে মাঝেমধ্যেই দোকান থেকে বিরিয়ানি কিনে নেন জলেশ্বরীর দিনমজুর সুবোধ দাস। তৃপ্তির শেষ গ্রাস মুখে তুলে তাঁর সরল স্বীকারোক্তি, 'বিরিয়ানি খাবার পর মনে হয় রাজা-বাদশাদের মতো খাবার খেলাম।'

ভোজনরসিক বাঙালির অন্যতম প্রিয় পদ।

একদিকে চলছে রান্না, তার ঠিক পাশেই সাবান মেখে স্নান। নিবেদিতা রোডের একটি দোকানে।

লাটে স্বাস্থ্যবিধি, তবু জিভে জল

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : বাঙালি মাত্রই ভোজনরসিক। আর বিরিয়ানি হলে তো কথাই নেই, অনেকেই তা খেতে ভালোবাসেন। কিন্তু যেসব হোটেল, রেস্তোরাঁ বা পাড়ার মোড়ের দোকানে বিরিয়ানি বিক্রি করা হচ্ছে, সেসবের রান্নাঘরে কি কখনও ঢুঁ মেরেছেন? রবিবার শিলিগুড়ি শহর এবং আশপাশের এলাকা ঘুরে যা চোখে পড়ল, তা রীতিমতো চমকে ওঠার মতো। অনেক দোকানে মানা হচ্ছে না ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি। বিরিয়ানির হাঁড়ির আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরশোলা। পেঁয়াজ কেটে ফেলে রাখা হচ্ছে উন্মুক্ত অবস্থায়। যার ফলে ঝুঁকির মুখে পড়ছে ক্রেতার স্বাস্থ্য। কিন্তু তারপরও পুরনিগমের তরফে খাবারের মান যাচাইয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। বন্ধ রয়েছে অভিযান। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক কর্তা বলছেন, 'পুরনিগমের প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলে খাবারের দোকানে অভিযান চালানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।'

রবিবার ছিল বিরিয়ানি দিবস। এদিন নিবেদিতা রোড ধরে যাওয়ার পথে নজরে পড়ল একটি বিরিয়ানির দোকান। যথারীতি সামনে বসানো ছিল বড় একটি হাঁড়ি। ভেতরে ঢুকতেই নজরে পড়ল অস্বাস্থ্যকর দৃশ্য। কোনও কর্মীর হাতে গ্লাভস ছিল না। দোকানের রান্নাঘরে ঢুকে দেখা গেল, কড়াইয়ে চিকেন কারি। ঠিক তার পাশেই সাবান দিয়ে স্নান করছেন এক তরুণ। একপাশে আবার খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে মাংস। মাটিতে কাগজ পেতে রাখা কাটা পেঁয়াজের পাহাড়।

শালুগাড়া এলাকার একটি বিরিয়ানি দোকানের রান্নাঘরে ঢুকে আবার দেখা গেল, সমস্ত মশলার কৌটোর ঢাকনা খোলা। সেখান দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরশোলা। 'ঢাকনা দেননি কেন? আরশোলা যদি কৌটোর ভেতরে ঢুকে যায়?' প্রশ্ন করতেই বিরিয়ানি তৈরিতে ব্যস্ত এক ব্যক্তি কড়া সুরে বলে দিলেন, 'দেখতে পাচ্ছেন না? এখানে রান্না করছি। এত কথার উত্তর দেওয়া যাবে না। বিরিয়ানি খাওয়ার হলে খান। নইলে চলে যান।'

শিলিগুড়িতে পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠেছে বিরিয়ানির দোকান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দোকানকর্মীরা এসেছেন ভিনজেলা কিংবা ভিনরাজ্য থেকে। দোকান মালিকরা আশপাশের এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে তাঁদের রাখছেন। সেখানেই চলছে বিরিয়ানি তৈরির কাজ। আর এখানে লাটে উঠছে স্বাস্থ্যবিধি। গ্লাভসের ব্যবহার তো দূর অস্ত। মাংস, পেঁয়াজ, শসা কেটে খোলা অবস্থায় রেখে দেওয়া হচ্ছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে আরশোলা। গৌতম দেব মেয়র থাকাকালীন প্রত্যেক শুক্রবার করে পুরনিগম, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও এফএসএসএআই-এর যৌথ উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, দোকানে নজরদারি শুরু হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে সেই নজরদারি বন্ধও হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন করে অভিযানের দাবি জানাতে শুরু করেছে আমজনতা।

বিরিয়ানি কিংবা অন্য যে কোনও ধরনের খাবারের দোকান খুলতে গেলে ফুড লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। যদিও পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা বিরিয়ানির দোকানগুলোতে সেই সবকিছুর বালাই নেই। ইসকন রোড এলাকায় বিরিয়ানির দোকান রয়েছে মহম্মদ ইউনুস নামে এক ব্যক্তির। ফুড লাইসেন্সের ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই তাঁর বক্তব্য, 'আমরা খুব ছোট করে দোকান চালাচ্ছি। প্রতিদিনকার বিরিয়ানি প্রতিদিন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তাই আলাদা করে অত লাইসেন্সের কোনও প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। প্রশাসন বললে তখন ব্যবস্থা করে নেব।'

এ ব্যাপারেই কথা হচ্ছিল শহরের বিরিয়ানি 'লাভার'দের সঙ্গে। সতীশ দাস নামে হাকিমপাড়ার এক বাসিন্দার কথায়, 'সত্যি কথা বলতে কী, বিরিয়ানি কেনার সময় এসব বিষয় অত খেয়াল থাকে না।' তবে অনেকেই খাবারের দোকানে নিয়মিত অভিযানের দাবি জানাচ্ছেন। সুভাষপল্লির বাসিন্দা রোহন সরকারের বক্তব্য, 'নতুন করে অভিযান শুরু হওয়া প্রয়োজন। তবেই ছোট-বড় সমস্ত খাবার বিক্রেতা সতর্ক হবেন।'

- শিলিগুড়ির অধিকাংশ বিরিয়ানির দোকানেই স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে না
- কোথাও দোকানের রান্নাঘরে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরশোলা
- আবার কোথাও দেখা গেল, মাটিতে কাগজ পেতে রাখা হয়েছে কাটা পেঁয়াজ, শসা
- খোলা অবস্থায় ফেলে রাখা হচ্ছে মাংস

শিলিগুড়িতে ধৃত চম্পারণ গ্যাংয়ের ৩

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : শিলিগুড়ি শহরের বুকে পূর্ব চম্পারণের কুখ্যাত দুষ্কৃতীদল ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে বড়সড়ো অপরাধমূলক কাজের আগেই প্রধাননগর থানার পুলিশের জালে এই চক্রের তিন সদস্য ধরা পড়লেন। ধৃতদের নাম সুধীশ পাসোয়ান, প্রমোদকুমার সাহানি এবং মনোজ মাহাতো। তাঁরা বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার পিপরাকোথি থানা এলাকার বাসিন্দা। এই ঘটনায় চক্রের আরও তিনজন সদস্য পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। পলাতক ওই তিনজনকে ধরতে পুলিশ জোরকদমে তল্লাশি শুরু করেছে। ধৃতদের সঙ্গে সম্প্রতি সেবক রোডের সোনা লুট কাণ্ডে জড়িত দুষ্কৃতীদের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা খতিয়ে দেখছেন। ওই দুষ্কৃতীরাও পূর্ব চম্পারণের ছিলেন বলে পুলিশ জানতে পেরেছে।

শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রধাননগর থানার একটি পুলিশ টিম মিলন মোড় এলাকার একটি খেলার মাঠে হানা দেয়। সেখানে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশের তৎপরতা দেখে গাড়ির বাইরে থাকা তিন দুষ্কৃতী দ্রুত পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তবে গাড়ির ভেতরে থাকা বাকি তিনজনকে পুলিশ হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধৃতদের কাছ থেকে ৩২টি এটিএম কার্ড, একটি আগ্নেয়াস্ত্র, একটি অটোম্যাটিক ছুরি এবং দু'রাউন্ড কার্তুজ পুলিশ উদ্ধার করে।

ধৃতরা ঠিক কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলেন, তা নিয়ে পুলিশের অন্দরে ধন্দ রয়েছে। পুলিশ মনে করছে, ধৃতরা মূলত শটার কাটোয়া গ্যাংয়ের সদস্য। মিলন মোড় এলাকায় কোনও সোনার দোকানে ডাকাতি করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান। তবে এতগুলি এটিএম কার্ড মেলায়, এটিএম লুটের কোনও ছক ছিল কি না, তা নিয়েও তদন্ত চলছে। ধৃতদের রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের তিনদিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ধৃতরা আগে মিলন মোড় এলাকায় এসে কোনও রেইকি চালিয়েছিলেন কি না, তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন। ব্যবহার করা গাড়িটির নম্বর প্লেট বাঁকানো থাকলেও, তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে গাড়িটি শিলিগুড়ির। ফলে স্থানীয় কোনও যোগসাজশ থাকার সম্ভাবনা তদন্তকারীরা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। গাড়ির মালিকের সন্ধানে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, সেবক রোডের সোনা লুট কাণ্ডে জড়িত পলাতক দুষ্কৃতীদের ধরতে ভক্তিনগর থানার একটি বিশেষ টিম সোমবারই বিহারে রওনা হচ্ছে। ধৃতরা জেরায় বারবার বয়ান বদল করছেন এবং তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন বলে খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই লুট কাণ্ডের ঘটনায় ঘটনাস্থলে তিনজন উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাস্থলে চারজন ছিলেন এবং চতুর্থজন ঘটনার মাস্টারমাইন্ড বলে ধৃতরা তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লুটপাট চলাকালীন তিনজনই ছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে। ওই ঘটনায় দুজন ধরা পড়েন। পলাতক সেই তৃতীয় ব্যক্তির খোঁজই এখন পুলিশের মূল লক্ষ্য।

- শিলিগুড়িতে অপরাধমূলক কাজের আগেই ধরা পড়লেন পূর্ব চম্পারণ গ্যাংয়ের তিন সদস্য
- ধৃতদের কাছ থেকে প্রচুর এটিএম কার্ড, আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ
- পলাতক দুষ্কৃতীদের ধরতে বিহারে তল্লাশি চালাবে শিলিগুড়ি পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল

আইনের পড়ুয়া ধৃত

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : গঙ্গানগরে আবর্জনা ফেলার প্রতিবাদ করায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে এক ব্যক্তিকে জখম করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করল। ধৃত শিবাংশু প্রসাদ আইনের ছাত্র। গত সপ্তাহে গঙ্গানগরের ২ নম্বর রাস্তায় স্থানীয় একটি অ্যাপার্টমেন্টের পিছনে আবর্জনা ফেলার অভিযোগ ওঠে। সেখানকার বাসিন্দা কামেশ্বর গিরি এই বিষয়ে নিরাপত্তারক্ষীকে অভিযোগ জানাতে গেলে বচসা বাধে। অভিযোগ, সেই সময় অ্যাপার্টমেন্টের এক বাসিন্দার সঙ্গে কামেশ্বরের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এরপর কামেশ্বর ওই ব্যক্তিকে রাস্তা দেখাতে নিয়ে গেলে ওই ব্যক্তির ছেলে শিবাংশু তাঁকে রিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছোট ছুরি ও স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে আঘাত করেন। ঘটনায় কামেশ্বরের গলা, পেট ও হাতে গুরুতর চোট লাগে। ঘটনার পর ওই বাসিন্দাকে আটক করা হলেও শিবাংশু পালিয়ে যান। পুলিশ শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : কাফ সিরাপ পাচারের ছক। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রবিবার দুপুরে ফুলবাড়ির আমাইদিঘি এলাকায় অভিযান চালিয়ে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করল। ধৃত সঞ্জয় পাল ও রাজীব নস্কর ফুলবাড়ি-২ পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ৭৯ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : রবিবার ভারতের ডিওয়াইএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা কমিটির ১৯ নম্বর ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে চলতি বছরের ওয়ার্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সুভাষপল্লি বাজারে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে মোট ৪৫ জন কৃতী পড়ুয়াকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা সহ অন্যরা।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : রবিবার দুপুরে শিলিগুড়ি জংশন রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনে এক তরুণের দেহ পড়ে থাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। আরপিএফের প্রাথমিক অনুমান, ট্রেনে কাটা পড়েই ওই তরুণের মৃত্যু হয়েছে। যদিও মৃত ওই তরুণের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

একশো শতাংশ সাফাইকর্মীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক

রবিবারেও ছুটি নয়!

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : রবিবারেও ছুটি নয়!

শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে রবিবারও একশো শতাংশ সাফাইকর্মীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছেন পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই। পুরনিগম সূত্রে খবর, বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই বৈঠক করে সকলকে অবগত করা হবে।

পুর কমিশনারের কথায়, 'সপ্তাহের অন্যদিনের তুলনায় রবিবার কাজ করা অনেকটা সহজ। ওইদিনে আরও বেশি করে কাজ করতে হবে। এনিয়ে পরিকল্পনা করে কাজ শুরু করা হবে।'

সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে শহরজুড়ে সাফাইকাজ চললেও রবিবার তা অনেকটাই ব্যাহত হয় বলে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে। পুরনিগম জানিয়েছে, রবিবার অধিকাংশ সাফাইকর্মী অনুপস্থিত থাকেন। ফলে এই দিনটিতে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে সাফাইকাজ তলানিতে পৌঁছায়। এদিনও সেই চিত্রই দেখা গিয়েছে। যা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন পুর কমিশনার।

কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বীর বিক্রম শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে বিশেষ জোর দিয়েছেন। এনিয়ে ইতিমধ্যে একাধিক নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। সেইসঙ্গে নিয়ম করে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনও করছেন। রবিবার সাতসকালে তিনি শহরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে যান। ফুলেশ্বরী বাজার, দেবাশিস কলোনি ও ফুলেশ্বরী-এনজেপি মেইন রোড পরিদর্শন করেন। সে সময় সাফাইকর্মীদের অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার খতিয়ে দেখেন। সেখানেই অধিকাংশ সাফাইকর্মীর অনুপস্থিতির বিষয়টি সামনে আসে। কেন সাফাইকর্মীরা অনুপস্থিত সে বিষয়েও জানতে চান তিনি। পুরকর্মীদের সূত্রে খবর, প্রতি রবিবার অধিকাংশ সাফাইকর্মী অনুপস্থিত থাকেন। শুরু থেকেই এই অলিখিত নিয়ম চলে আসছে। তবে কমিশনার অবশ্য এবার সেই অলিখিত নিয়ম বদল করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিন ২৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে বিধান রোড এলাকায় যান কমিশনার। সেখানে একটি হোটেলের পাশে আবর্জনার স্তূপ পড়ে থাকতে দেখে তা দ্রুত পরিষ্কারের নির্দেশ দেন। সেইসঙ্গে ওই হোটেল কর্তৃপক্ষকে জরিমানাও করা হয়। এদিকে, হোটেলের সামনে থাকা নিকাশিনালার ওপর হোটেল কর্তৃপক্ষের করা সৌন্দর্যায়নের কাজ নিয়ে কমিশনারের প্রশ্ন, 'কীভাবে নিকাশিনালার ওপর লোহার স্ট্রাকচার বসানো হল?' এদিকে, এ নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টিও স্পষ্ট করেন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে হোটেলের ডিরেক্টর বিপ্লব ঘোষের দাবি, 'উপযুক্ত অনুমতি নিয়েই সেখানে সৌন্দর্যায়নের কাজ করা হচ্ছে। গাছও লাগানো হবে। তবে পুর কর্তৃপক্ষ যদি নতুন করে কোনও প্রস্তাব দেয় তবে সেভাবেই কাজ করা হবে।'

এদিনের পরিদর্শন পর্বে সবশেষে সেবক রোড এলাকায় যান পুর কমিশনার। সেখানে নিকাশি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। সেসময়ই পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে ডন বসকো মোড়ের দিকে যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে নিকাশিনালার ওপর কয়েকটি দোকানের পসরা সাজানো দেখে তা তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এরপরই আর্থমুভার দিয়ে নিকাশিনালার স্ল্যাব সরিয়ে দেওয়া হয়।

সেবক রোডে রবিবারও কাজে ব্যস্ত পুরকর্মীরা।

শহরের রাস্তায় বাইরের আবর্জনা

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : শহর শিলিগুড়িকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে কোমর বেঁধে আসরে নেমেছে পুরনিগম। পুর কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বীর বিক্রম রাই এনিয়ে একাধিক নির্দেশ দিয়েছিলেন। যার মধ্যে অন্যতম ছিল, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে দিনে দু'বার করে রাস্তার আবর্জনা ভ্যাটে তোলার নির্দেশিকা। তবে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে অন্য চিত্র। কোথাও যেমন দিনভর রাস্তায় আবর্জনা পড়ে থাকছে, কোথাও আবার সারাদিনেও ভ্যাট পরিষ্কার হচ্ছে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসক পরিচালিত পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

পুরকর্তাদের একাংশের অবশ্য দাবি, রাতের অন্ধকারে শহরতলি সংলগ্ন একাধিক ওয়ার্ডে বাইরে থেকে আবর্জনা এনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। যা নিয়ে বিড়ম্বনা ক্রমেই বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানে এবার পুর কর্তৃপক্ষ পুলিশের সহযোগিতা নিতে চলেছে বলে খবর। সেইসঙ্গে নজরদারি বাড়ানোর চিন্তাভাবনাও শুরু হয়েছে। পুর কমিশনার বলছেন, 'নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি এ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। তারপরও যদি কেউ বা কারা বাইরের এলাকা থেকে আবর্জনা নিয়ে এসে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ফেলে যায়, সেক্ষেত্রে নিয়ম মেনেই আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।'

শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সহ পাড়ার অলিগলিতে স্তূপাকারে আবর্জনা পড়ে থাকা কোনও নতুন ঘটনা নয়। এই নিয়ে বিগত দিনের বাম পরিচালিত পুর বোর্ড, সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ডের বিরুদ্ধেও একাধিকবার আঙুল উঠেছে। শহরবাসীর একাংশ বিভিন্ন সময় এ নিয়ে ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন। অনেকেই বলছেন, পুরনিগমের রাশ প্রশাসকের হাতে যাওয়ার পর আবর্জনা সংক্রান্ত বিষয়ে কড়া মনোভাব দেখানোয় মনে করা হয়েছিল এই সমস্যার সুরাহা হবে। তবে বাস্তবে ছবিটা সেই একই জায়গায় রয়ে গিয়েছে।

যদিও প্রশাসক পরিচালিত পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। তবে শহর সংলগ্ন এলাকা থেকে এনে শহরের মধ্যে ফেলে যাওয়া আবর্জনা নতুন করে চিন্তা বাড়াচ্ছে। পুরকর্তাদের একাংশের অভিযোগ, শহর লাগোয়া সুকনা সহ একাধিক গ্রামাঞ্চল থেকে গাড়িবোঝাই আবর্জনা নিয়ে এসে শহরের রাস্তায় ফেলা হচ্ছে। মূলত দার্জিলিং মোড় সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় রাতের অন্ধকারে রাস্তার পাশে এই আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে পুরনিগমের এক নম্বর বরোর কর্তারাও এহেন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। ঘটনাস্থলেই জরিমানাও করা হয়েছিল। তবে তারপরেও পরিস্থিতির এতটুকুও বদল হয়নি।

ইতিমধ্যেই একাধিক ক্ষেত্রে পুর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, শিলিগুড়ি লাগোয়া গ্রামীণ এলাকার আবর্জনা কোনওভাবেই শহরের রাস্তায় ফেলা যায় না। বিশেষ ক্ষেত্রে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের জন্য পুরনিগমের সহযোগিতা প্রয়োজন হলে, লিখিতভাবে আবেদন জানাতে হয়। অনুমতি দেওয়া হলে আবর্জনা সরাসরি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলতে দেওয়া হয়। তবে সেই নিয়ম যে আদৌ মানা হচ্ছে না, পুরকর্তাদের দাবিতে তা একপ্রকার পরিষ্কার।

পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার ভাবনা পুরনিগমের

জয় এলেও শঙ্কার মেঘ শেষ ষোলোয় কঠিন পরীক্ষা মেসিদের

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

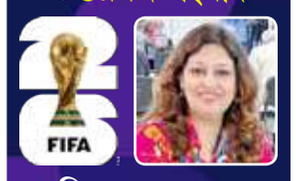

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ৫ জুলাই : ফুটবলে জয়ের চেয়ে বড় প্রলেপ আর কিছু হয় না। কিন্তু মায়ামিতে কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া জয় অনেকগুলি অস্বস্তিকর প্রশ্নকে উসকে দিয়ে গেল। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই ফুটবল পণ্ডিতদের একাংশ বলছিলেন, গ্রুপ পর্বে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের রক্ষণকে আসল পরীক্ষার মুখে পড়তেই হয়নি। নকআউট পর্বের শুরুতেই যখন একটি আনকোরা দল দুই-দুইবার পিছিয়ে পড়েও চোখে চোখ রেখে সমতা ফেরায়, তখন সেই তত্ত্বটাই যেন সিলমোহর পায়। টানা ১০০ মিনিটের বেশি সময় ধরে চলা সেই স্নায়ুযুদ্ধে জয় এলেও, লিওনেল স্কালোনির দলের খামতিগুলি এখন আতশকাঁচের তলায়।

তবে এই চরম ধাক্কাটাকে নেতিবাচকভাবে দেখতে নারাজ অনেকেই। ১৯৯৮ ও ২০০২ সালের বিশ্বকাপ দলের সদস্য এবং রিভারপ্লেটের প্রাক্তন কোচ মার্সেলো গালার্দোর মতে, এই অপ্রত্যাশিত লড়াই আসলে একটা জরুরি ঝাঁকুনি, যা দলকে আত্মতুষ্টির ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে। মাঠে ঠিক কী হয়েছিল, তা নিয়ে দলের অধিনায়ক লিওনেল মেসিও অদ্ভুত রকমের সৎ। টুর্নামেন্টে নিজের ২০তম গোলটি করার পরেও তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, ‘ওরা বল ধরে রেখে আমাদের রীতিমতো দৌড় করাচ্ছিল। আমরা ওদের ওপর কোনও চাপই তৈরি করতে পারছিলাম না, ঠিকমতো প্রেসিং ফুটবল খেলাও সম্ভব হয়নি।’

মেসির এই অকপট স্বীকারোক্তি আসলে একটা বড় সতর্কবার্তা। আর্জেন্টিনা দলের গড় বয়স ২৯.৫ বছর। ৩৯ বছরের অধিনায়ক থেকে শুরু করে ২৫ বছরের তরুণ এনজো ফার্নান্ডেজ-সবার শরীরেই মায়ামির তীব্র গরম আর টানা খেলার ধকল স্পষ্ট। বয়সের এই ভার আর পেশির ক্লান্তিই এখন স্কালোনির সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ।

আক্রমণভাগের এই ক্লান্তির দিনে দলের ত্রাতা হয়ে উঠেছিলেন সদ্য চোট সারিয়ে ফেরা দুই ডিফেন্ডার-লিসান্দ্রো মার্টিনেজ এবং ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো। লিসান্দ্রোর গোলের পর রোমেরোর হেড থেকেই আসা আত্মঘাতী গোল শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দেয় দলকে। কঠিন সময়ের স্মৃতি উসকে লিসান্দ্রোর আবেগঘন স্বীকারোক্তি, ‘চোটের যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছি, সেখান থেকে ফেরাটা খুব কঠিন ছিল। আজ মনে হচ্ছে যেন স্বপ্নে ভাসছি।’ রোমেরোর গলাতেও সেই একই চোয়ালচাপা জেদ, ‘চাপে পড়লেও আমরা লক্ষ্য থেকে সরে যাইনি।’ আর মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের মতে, এই চাপটাই দলের ভেতর থেকে আসল চ্যাম্পিয়ন সত্তাটা বের করে আনবে।

আগামী মঙ্গলবার আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে মুখোমুখি হতে চলেছে দুই মহাদেশীয় শক্তি। ১৬ বারের কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার সামনে এবার সাতবারের আফ্রিকান নেশনস কাপ জয়ী মিশর। গ্রুপ পর্বে নিজেদের ইতিহাসে প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচ জেতার পর, অস্ট্রেলিয়াকে টাইব্রেকারে হারিয়ে প্রথমবারের জন্য নকআউটে পা রেখেছে তারা। ২০০৮ সালের একটি প্রীতি ম্যাচে সের্জিও আগুয়েরো আর নিকোলাস বুরদিসোর গোলে আর্জেন্টিনা ২-০ ব্যবধানে জিতলেও, মঙ্গলবারের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৩০০ ফুট উঁচু, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে মোড়া, ছাদখোলা আটলান্টা স্টেডিয়াম অপেক্ষায় রয়েছে এক নতুন ইতিহাসের। এই ম্যাচেই প্রমাণ হবে, কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে দেখা দেওয়া ক্লান্তি আর বয়সের ভার স্কালোনির দলের সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে, নাকি ম্যাক অ্যালিস্টারের কথা মতো খাদের কিনারা থেকেই নিজেদের সেরা ফুটবলটা নিংড়ে আনবেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এই স্নায়ুযুদ্ধের বিজয়ীর জন্য কানসাস সিটিতে অপেক্ষায় থাকবে কলম্বিয়া বা সুইৎজারল্যান্ড।

ওরা বল ধরে রেখে আমাদের রীতিমতো দৌড় করাচ্ছিল। আমরা ওদের ওপর কোনও চাপই তৈরি করতে পারছিলাম না, ঠিকমতো প্রেসিং ফুটবল খেলাও সম্ভব হয়নি

-লিওনেল মেসি

মেসির কপাল ফুলে আলু

কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতে আর্জেন্টিনা শেষ ষোলোয় পৌঁছালেও, অধিনায়ক লিওনেল মেসির একটি ছবি কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে লা আলবিসেলেস্তে সমর্থকদের। দ্বিতীয় অর্ধে ফাউলের শিকার হয়ে মাটিতে পড়ার সময় প্রতিপক্ষের হাঁটুতে সজোরে ধাক্কা লাগে মেসির মাথার। এর ফলে তাঁর কপালে একটি অংশ বড়সড়ো আলুর মাপে ফুলে যায়। তীব্র অস্বস্তি সত্ত্বেও মাঠ ছাড়েননি এলএমটেন। ম্যাচ শেষে মিক্সড জোনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ও তাঁর কপালে সেই আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা গেছে। তবে স্বস্তির খবর, চোট গুরুতর নয়।

এল ম্যাটাডোর কেম্পেসের চোখে মেসি, লামিনে

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

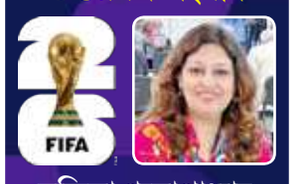

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ৫ জুলাই : মায়ামির আর্দ্র রাত সেদিন ফুটবল-আবেগে ফুটছে। নীল-সাদা জার্সির প্লাবনের মাঝে কালো স্যুট পরিহিত ৭১ বছরের এক প্রৌঢ়কে দেখে হঠাৎ থমকে গেল ভিড়। সোজা, টানটান চেহারা, চোখেমুখে অদ্ভুত এক প্রশান্তি। ভক্তরা তাঁকে ঘিরে ধরে আবেগে ভাসছেন, ‘মারিও, আপনি আমাদের সৌভাগ্যের প্রতীক! আপনি এসেছেন মানে কাপ আমাদেরই।’

তিনি মারিও কেম্পেস। বিশ্বফুটবলের ‘এল ম্যাটাডোর’, যাঁর হাত ধরে ১৯৭৮ সালে আর্জেন্টিনা প্রথম বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছিল। ফুটবল ইতিহাসে গারিঞ্চা এবং পাওলো রোসির পর তিনি একমাত্র খেলোয়াড়, যাঁর ঝুলিতে একই বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট, গোল্ডেন বল এবং চ্যাম্পিয়ন ট্রফি রয়েছে। ভ্যালেন্সিয়ার কিংবদন্তি, পেলের তৈরি ফিফার ১০০ জন শ্রেষ্ঠ জীবিত খেলোয়াড়ের তালিকায় জ্বলজ্বল করা এক নাম।

এমন এক মহাতারকার কাছাকাছি পৌঁছানোটা রীতিমতো যুদ্ধজয়ের শামিল। একদল পেশিবহুল বাউন্সারের ঘাড়ধাক্কা, স্প্যানিশ ভাষার দেওয়াল-সব বাধা টপকে সাংবাদিকতার অদম্য জেদেই তাঁর হাঁটার সঙ্গী হলাম। ভিড়ের চাপে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার সুযোগ না থাকলেও, ওই অল্প কয়েক কদমের হাঁটাপথেই ঝরে পড়ল কিংবদন্তির ফুটবল-মস্তিষ্কের অমূল্য মণিমুক্তা।

আর্জেন্টিনার বর্তমান দল নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন অত্যন্ত নিখুঁত। কেম্পেসের কথায়, ‘লিও (লিওনেল মেসি) অসাধারণ। ওর প্রশংসা করার জন্য কোনও শব্দই যথেষ্ট নয়। তবে দলটা যে পুরোপুরি ওর ওপর নির্ভরশীল, এমনটা ভাবার কারণ নেই। বাকিরাও দারুণভাবে দায়িত্ব নিচ্ছে। লিও শুধু গোল করছে না, নীচে নেমে খেলা তৈরি করছে, সেট পিসে সতীর্থদের দিয়ে গোল করাচ্ছে।’ মায়ামির চেনা পরিবেশ কীভাবে মেসিকে তরতাজা রেখেছে, সেটাও মনে করিয়ে দিলেন প্রাক্তন এই কিংবদন্তি, ‘আমেরিকার পরিবেশ ওকে আপন করে নিয়েছে। এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই এই বিশ্বকাপে ওর সাফল্যের আসল চাবিকাঠি।’

তবে কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার কঠিন সংগ্রাম তাঁর নজর এড়ায়নি। চ্যাম্পিয়ন অধিনায়কের কড়া দাওয়াই, ‘কেপ ভের্দে বুঝিয়ে দিয়েছে এই টুর্নামেন্টে কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না। পরের ম্যাচে মিশরও কিন্তু সহজ প্রতিপক্ষ নয়। এখন থেকেই সতর্ক হতে হবে লিওনেল স্কালোনিকে।’

শুধু নিজের দেশ নয়, বিশ্বফুটবলের তরুণ তারকাদের দিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। স্পেনের ১৮ বছরের বিস্ময় কিশোর লামিনে ইয়ামালকে নিয়ে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘বার্সেলোনার হয়ে খেলা আর বিশ্বকাপের মঞ্চে দেশের হয়ে নামা এক জিনিস নয়। ক্লাব ফুটবলে নিজেদের চেনা ছকে অনেক দুর্বলতা ঢাকা পড়ে যায়, কিন্তু বিশ্বকাপের চাপ সম্পূর্ণ আলাদা। ইয়ামালকে প্রমাণ করতে হবে যে ও সত্যিকারের সুপারস্টার। আর সেটা প্রমাণের আসল জায়গা এই বিশ্বকাপই।’

কথাগুলি বলে ভিভিআইপি গেট দিয়ে শান্ত পায়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন কেম্পেস।

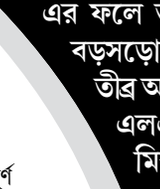

ইয়ামালকে প্রমাণ করতে হবে যে ও সত্যিকারের সুপারস্টার। আর সেটা প্রমাণের আসল জায়গা এই বিশ্বকাপই।

-মারিও কেম্পেস

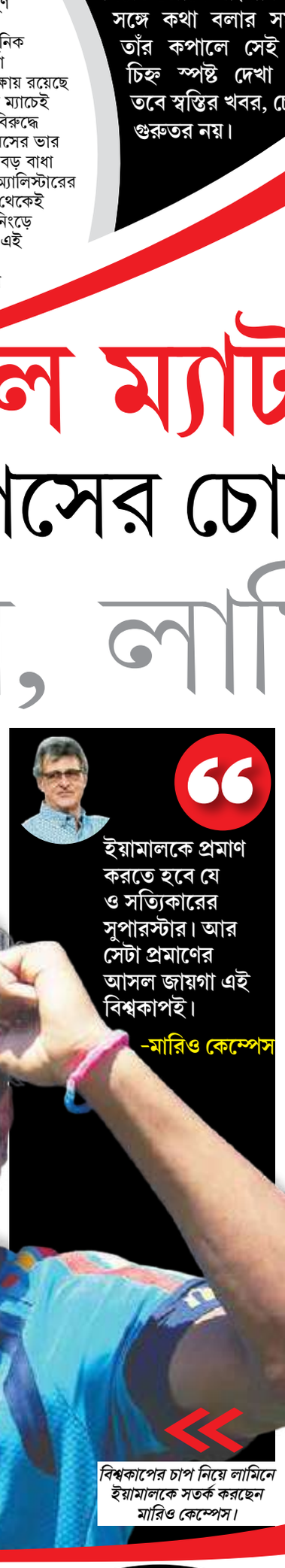

বিশ্বকাপের চাপ নিয়ে লামিনে ইয়ামালকে সতর্ক করছেন মারিও কেম্পেস।

উত্তপ্ত ফ্রান্স-প্যারাগুয়ে রণাঙ্গন

হ্যান্ডশেক উপেক্ষা এমবাপের

ফিলাডেলফিয়া, ৫ জুলাই : উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় থেকে গণ্ডগোল, হাতাহাতি। ফ্রান্স বনাম প্যারাগুয়ে বিশ্বকাপ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কিছুই বাদ যায়নি। আর সবশেষে হ্যান্ডশেক বিতর্ক।

শনিবার প্যারাগুয়ের গোলকিপার অরল্যান্ডো গিল ম্যাচ শেষে কিলিয়ান এমবাপের দিকে হাত বাড়ালেও ফরাসি তারকা তা উপেক্ষা করে চলে যান। এই ঘটনায় মেজাজ হারিয়ে অরল্যান্ডো সজোরে বল ছোড়েন এমবাপের পিঠে। পরবর্তীতে নিজের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে অরল্যান্ডো বলেছেন, ‘আমি হাত মেলাতে গিয়েছিলাম। তবে এমবাপে আমাকে উপেক্ষা করায় আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলাম।’

ম্যাচ শেষে প্যারাগুয়ের কোচ গুস্তাভো আলফারো দলের প্রশংসা করে জানিয়েছেন, তাঁর শিষ্যরা ‘সিংহের মতো লড়াই করেছে’। ফ্রান্সের আগ্রাসী ফুটবলের সামনে তাঁদের শারীরিক সক্ষমতাকে লড়াইয়ের অংশ হিসেবেই দেখছেন বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে, ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশাঁর অভিযোগ, বেঞ্চে থাকা প্যারাগুয়ে স্টাফদের থেকে সদ্য প্রয়াত মা-কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য শুনতে হয়েছে তাঁকে। তবে প্যারাগুয়ের হেডকোচ আলফারো এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, ‘ফুটবল যুদ্ধ নয়, আমি এমন কোনও মন্তব্য শুনিনি। এমনটা যদি হয়ে থাকে থাকলে তা অগ্রহণযোগ্য।’

এদিকে প্যারাগুয়ের খেলোয়াড়দের অযথা ফ্রান্সকে প্ররোচিত করার কৌশলের তীব্র সমালোচনা করেছেন সুইডিশ তারকা জলাটান ইব্রাহিমোভিচ। তিনি সরাসরি বলেছেন, ‘আমি যদি এই ম্যাচে খেলতাম, তবে নিশ্চিতভাবেই চারটি লাল কার্ড পেতাম! প্যারাগুয়ে ফ্রান্সকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তবে ফরাসিরা খুব পরিণত ও শান্ত থেকেছে। তাদের সেরা জবাব ছিল হাসি, গোল এবং জয়।’ ম্যাচ শেষে এমবাপের মন্তব্য, ‘আমরা জানতাম কী ধরনের ম্যাচ হতে চলেছে। সবাই হয়তো ভেবেছিল আমরা ভদ্রলোকের মতো খেলব, কিন্তু প্রয়োজনে আমরাও নোংরা ফুটবল খেলতে জানি।’

প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছেন ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রেফারিও। পুরো ম্যাচে ফ্রান্সের তিন খেলোয়াড়কে হলুদ কার্ড দেখালেও, প্যারাগুয়ের একাধিক ভয়াবহ ফাউল এড়িয়ে যাওয়ায় তাঁকে কাঠগড়ায় তুলছেন বিশেষজ্ঞরা।

ম্যাচ শেষে গিল হাত বাড়ালেও এড়িয়ে যান কিলিয়ান এমবাপে।

জার্সি ফেরত না পেলেও আক্ষেপ থাকবে না অরল্যান্ডোর

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

আটলান্টা, ৫ জুলাই : আমেরিকার আড়াইশো বছরের স্বাধীনতার উৎসবের দিনেই মায়ামির আর্দ্রতা পেছনে ফেলে আটলান্টায় পা রাখলাম। জর্জিয়ার এই শহরেই এবার নকআউটের মহারণে মুখোমুখি হবেন লিওনেল মেসি ও মহম্মদ সালাহ।

এখনও পর্যন্ত ঘোরা শহরগুলির মধ্যে আটলান্টাকে সবচেয়ে মনোরম মনে হল। যেদিকে দুই চোখ যায়, কেবলই স্নিগ্ধ সবুজের সমারোহ। এখানকার আবহাওয়াও মায়ামির তুলনায় অনেক বেশি আরামদায়ক। আমাদের দেশের মতো কেবল রাজনৈতিক নেতাদের নীরস ভাষণে নয়, বরং নির্ভেজাল উৎসবের মেজাজে দিনটা উদযাপন করেন এখানকার মানুষ। আমি যে অঞ্চলে আছি, সেই লিলবার্ন ওল্ড টাউনের একটা মাঠে রীতিমতো মেলা বসেছে। হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়ে গানবাজনা, খাওয়াদাওয়া আর বাচ্চাদের কোলাহলে মেতে উঠেছে। রাত সাড়ে নয়টার পর অন্ধকার নামতেই আকাশের ক্যানভাসে শুরু হল আতশবাজির ঝলকানি।

আকাশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সেই আলোর রোশনাই দেখতে দেখতেই হঠাৎ মনে হল, এত আনন্দ আর উদযাপনের ঠিক নীচেই পৃথিবীর কোনও না কোনও কোণে লুকিয়ে থাকে না-বলা অনেক বিষাদ। যেমন ফিলাডেলফিয়ায় বসে প্যারাগুয়ের গোলকিপার অরল্যান্ডো গিল হয়তো আজ নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষাই খুঁজে পাচ্ছেন না।

গল্পটা আর পাঁচজন সাধারণ বাবার মতোই। ২০২২ সালে স্ত্রী মেলিসা আভালোস যখন সন্তানসম্ভবা, তখন তাঁরা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি যে ছোট্ট লাওতি সময়ের অনেক আগেই পৃথিবীর আলো দেখতে চাইবে। অপরিণত শিশুর চিকিৎসায় যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল, তা প্যারাগুয়ের এই ফুটবলারের কাছে ছিল না। সেদিন ফুটবলার সত্তাকে সরিয়ে রেখে এক অসহায় পিতা হয়ে উঠেছিলেন অরল্যান্ডো। সন্তানকে বাঁচাতে নিজের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস-খেলার জার্সি ও কিট বিক্রি করে টাকার জোগান দিয়েছিলেন তিনি। পরে স্ত্রী মেলিসা ইনস্টাগ্রামে হাসপাতালের বিছানায় সন্তান কোলে অরল্যান্ডোর ছবি পোস্ট করে লিখেছিলেন, ‘লাওতির জন্মের সময়টা আমাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়। ছেলেটা যখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে, ওর বাবা তখন খরচ জোগাতে নিজের খেলার সরঞ্জাম বিক্রি করে দিচ্ছে। আজ বিশ্ব জানুক, তুমি কতটা গর্বিত এক বাবা।’

জার্মানিকে হারানোর পর অরল্যান্ডোর সেই জার্সি কেনা পেদ্রো স্যাঞ্চো সুয়ারেজ কথা দিয়েছিলেন, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্যারাগুয়ে জিতলে তিনি সেই জার্সি বিনা পয়সায় ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু জীবন তো সবসময় অঙ্কের নিয়মে চলে না। ফ্রান্সের প্রাচীর টপকাতে পারেনি প্যারাগুয়ে। তাই পেদ্রো শেষ পর্যন্ত কথা রাখবেন কি না, তা হয়তো অজানাই থেকে যাবে।

কিন্তু তাতে অরল্যান্ডোর কী-ই বা যায় আসে! একটা বিক্রি হয়ে যাওয়া জার্সি ফিরে না পাওয়ার আক্ষেপ নিশ্চয়ই নিজের ছেলেকে প্রতিদিন চোখের সামনে বেড়ে উঠতে দেখার আনন্দের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। ফুটবল মাঠে ফ্রান্সের কাছে তিনি হয়তো হেরেছেন, কিন্তু জীবনের ময়দানে এক পিতা হিসেবে অরল্যান্ডোই আসল চ্যাম্পিয়ন।

স্ত্রী মেলিসা ও ছেলে লাওতির সঙ্গে প্যারাগুয়ের গোলকিপার অরল্যান্ডো গিল।

বেলজিয়ামের বড় ভরসা হতে চলেছেন লিয়াড্রো ট্রোসার্ড।

ডালাসে দুই প্রতিবেশী
দুই প্রজন্মের যুদ্ধ

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
জয় মণ্ডল

ডালাস, ৫ জুলাই : টেক্সাসের গনগনে রোদ আর হাঁসফাঁস করা গরমের হাত থেকে বাঁচতে ডালাসের এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়ামের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত প্রেস বক্সে বসে যখন মাঠের দিকে চোখ রাখলাম, মনে হল আইবেরিয়ান উপদ্বীপের ভৌগোলিক সীমানা আজ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে আমেরিকার এই মাটিতে। কাউবয়দের এই শহর আজ নিছক কোনও ফুটবল ভেনু নয়, বরং দুই প্রতিবেশী দেশ পর্তুগাল ও স্পেনের ফুটবল-অহংকার প্রমাণের চূড়ান্ত যুদ্ধক্ষেত্র। তবে এই লড়াইয়ের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে দুই ভিন্ন প্রজন্মের এক মহাকাব্যিক দ্বন্দ্বও। একদিকে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের পড়ন্ত বিকেল, ৪১ বছরের পর্তুগিজ অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। অন্যদিকে ফুটবলের আগামী দিনের উজ্জ্বল ভোর, স্পেনের ১৮ বছরের বিস্ময় বালক লামিনে ইয়ামাল। প্রায় ৭০ হাজার দর্শকাসনে উপচে পড়া ভিড়, পর্তুগালের লাল-সবুজ আর স্পেনের লাল-হলুদ পতাকার এক ক্যানভাসে আজ বিশ্বকাপের নকআউটের মরণবাঁচন লড়াই। হারলেই বিদায়, আর জিতলে শেষ আট।

দুই দলের এখানে পৌঁছানোর যাত্রাপথ সম্পূর্ণ আলাদা, যা তাদের বর্তমান ফর্মের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। স্টেডিয়ামে আসার পথে ডালাসের রাস্তায় স্প্যানিশ সমর্থকদের গগনভেদী উল্লাস দেখেই আঁচ করা যাচ্ছিল তারা কতটা আত্মবিশ্বাসী। স্পেন এসেছে শেষ বত্রিশে অস্ট্রিয়াকে অনায়াসে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে। মিকেল ওয়ারজাবালের জোড়া গোল এবং পেড্রো পোরোর হেড স্প্যানিশ আর্মাডাকে এক অপ্রতিরোধ্য গতি এনে দিয়েছে। টুর্নামেন্টে টানা চার ম্যাচে তারা কোনও গোল খায়নি, এমনকি অস্ট্রিয়া তাদের বিরুদ্ধে একটি শটও অন টার্গেট রাখতে পারেনি। রক্ষণ ও আক্রমণের এমন নিখুঁত ভারসাম্য স্পেনকে এবার অন্যতম ফেভারিট করে তুলেছে। অন্যদিকে পর্তুগালকে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ২-১ গোলের রুদ্ধশ্বাস জয়ে যথেষ্ট ঘাম ঝরাতে হয়েছে। 'স্নিকোমিটার'-এর সাহায্যে ক্রোয়েশিয়ার একটি গোল বাতিল হওয়ার চরম নাটকীয়তার শেষে ১৯৬৬ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপে পিছিয়ে পড়েও ম্যাচ জিতেছে পর্তুগিজরা।

কৌশলগত দিক থেকেও আজ এক অনবদ্য মগজাস্ত্রের লড়াই দেখার অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব। স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে এখন আর পুরোনো বল পজেশন ভিত্তিক ঘরানার ওপর নির্ভরশীল নন। তাঁর ৪-৩-৩ ছকে রড্রি ও পেড্রি মাঝমাঠ থেকে খেলা তৈরি করেন এবং ইয়ামাল বা অ্যালেক্স বায়েনারা দুই প্রান্ত দিয়ে তীব্র গতিতে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্পেনের শিবির থেকে স্পষ্ট বলা হয়েছে, পর্তুগালের একার হাতে ম্যাচ জেতানোর মতো খেলোয়াড় থাকলেও স্পেনের আসল শক্তি তাদের দলগত ঐক্য। অন্যদিকে পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্টিনেজ রয়েছেন এক অদ্ভুত সমস্যায়। দলের মূল স্তম্ভ রোনাল্ডো হলেও, গঞ্জালো র‍্যামোস বা রাফায়েল লিয়াওয়ের মতো তরুণরা মাঠে নামলে দলের গতি যে অনেকটাই বাড়ে, তা ক্রোয়েশিয়া ম্যাচেই প্রমাণিত। ব্রুনো ফার্নান্ডেজ এবং ভিতিনহার কাঁধে দায়িত্ব থাকবে স্পেনের মাঝমাঠের দখল ভাঙার। পর্তুগাল শিবিরের বক্তব্য, ইউরোপ চ্যাম্পিয়নদের হারাতে গেলে একজোট হয়ে কষ্ট করতে হবে এবং নকআউট জেতার অভিজ্ঞতাই আসল পার্থক্য গড়ে দেয়।

পরিসংখ্যানের পাতায় চোখ রাখলে ২০১৮ বিশ্বকাপের সেই অবিস্মরণীয় ৩-৩ ড্রয়ের স্মৃতি ফিরে আসে, যেখানে রোনাল্ডো একাই তিন গোল করে স্পেনকে রুখে দিয়েছিলেন। আবার গত বছর নেশনস লিগের ফাইনালে এই স্পেনকেই পেনাল্টিতে হারিয়ে ট্রফি জিতেছিল পর্তুগাল। তাই স্পেনের সামনে বদলারও হাতছানি। তবে পর্তুগালের চিন্তার বিষয়, তাদের রক্ষণভাগের অন্যতম প্রধান ভরসা রুবেন ডায়াস একটি হলুদ কার্ড দেখেছেন। আজ আর একটি কার্ড দেখলেই সম্ভাব্য কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি নির্বাসিত হবেন। প্রেস বক্সের কাচ ভেদ করে বাইরের উন্মাদনা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে, আজকের এই আইবেরিয়ান লড়াইয়ে যারা জয়ী হবে, ১০ জুলাই লস অ্যাঞ্জেলেসে কোয়ার্টার ফাইনালে আমেরিকা অথবা বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে তারাই ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামবে।

রোনাল্ডোর অহংকারে বন্দি পর্তুগাল : ইব্রা

ডালাস, ৫ জুলাই : 'অহংকার গোটা দলকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে!'-কথাগুলি কোনও সাধারণ সমালোচকের নয়, স্বয়ং জলাটান ইব্রাহিমোভিচের। ৪১ বছরের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দিকে এভাবেই তোপ দাগলেন এই প্রাক্তন সুইডিশ কিংবদন্তি।

চলতি বিশ্বকাপে চার ম্যাচে তিন গোল করলেও, ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে শেষ বত্রিশের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে রোনাল্ডোর গোলটি এসেছে পেনাল্টি থেকে। আর ঠিক এখানেই ঘোর আপত্তি ইব্রার। তাঁর চাঁছাছোলা আক্রমণ, '৪১ বছরের একজনকে আক্রমণের কেন্দ্রে রেখে ২০২৬ সালে ট্রফি জেতার আশা করা যায় না। বিশেষ করে যখন, গঞ্জালো র‍্যামোসের মতো ম্যাচ উইনার বেঞ্চে বসে থাকে। এটা কোনও কিংবদন্তিসুলভ নেতৃত্ব নয়। রোনাল্ডোর অহংকারই গোটা দলকে বন্দি করে রেখেছে। সে তার গতি ও ক্ষিপ্রতা হারিয়েছে। এখন পায়ের চেয়ে ওর 'ব্যক্তিত্বের জ্যোতি' ওকে দলে টিকিয়ে রেখেছে। ওকে প্রথম একাদশে রাখাটা স্রেফ অতীত আঁকড়ে থাকার পাগলামি!'

টুর্নামেন্টে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে চল্লিশ পেরোনো দুই মহাতারকা-রোনাল্ডো ও লুকা মডরিচের এক স্মরণীয় দ্বৈরথ দেখল বিশ্ব। ৬৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ৮১ মিনিটে মাঠ ছাড়েন সিআরসেভেন। এরপরই স্টপেজ টাইমে র‍্যামোসের দুর্দান্ত হেডারে ২-১ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয় পর্তুগাল। ভিএআরের চরম নাটকীয়তায় ক্রোয়েশিয়ার শেষমুহূর্তের গোল বাতিল হওয়াও পর্তুগিজদের ভাগ্য ফিরিয়েছে।

ম্যাচ শেষে রোনাল্ডো স্নায়ুর চাপের কথা স্বীকার করলেও, দলের আসল ত্রাতা হয়ে উঠেছেন সেই তরুণ র‍্যামোসই। সোমবার স্পেনের মুখোমুখি হবে পর্তুগাল। তবে ইব্রার এই তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ মাঠে নামার আগে পর্তুগিজ শিবিরে যে বড়সড়ো ঝড় তুলল, তা বলাই বাহুল্য।

বেলজিয়ামের সামনে
মার্কিন স্পর্ধা

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

সিয়াটেল, ৫ জুলাই : প্রশান্ত মহাসাগরের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা রুপোলি শহর সিয়াটেল। ডেল্টা সিটির চেনা মেঘলা আকাশ আর বৃষ্টির আবহে আজ যেন এক যুদ্ধ যুদ্ধ গন্ধ। গতকালই ৪ঠা জুলাই আমেরিকার ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হল দেশজুড়ে। সেই উদযাপনের রেশ কাটতে না কাটতেই গোটা শহর মেতে উঠেছে সকার-উন্মাদনায়। মাউন্টেন ভিউ থেকে সিয়াটেলে এসে পৌঁছানোর পর থেকেই দেখছি, এখানকার ক্যাফে থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের ক্যাম্পাস- সব জায়গাই মুড়ে গেছে লাল-সাদা-নীল পতাকায়। আমেরিকার কোটি কোটি মানুষের প্রত্যাশার পারদ এখন চড়চড় করে বাড়ছে, কারণ সোমবার লুমেন ফিল্ডে তাদের সামনে অপেক্ষা করছে ইউরোপের অন্যতম ফুটবল-শক্তি বেলজিয়াম।

ম্যাচের আগের দিন ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের হাস্কি সকার স্টেডিয়ামে আমেরিকার রুদ্ধদ্বার অনুশীলনের খোঁজ নিতে গিয়ে এক অভিনব দৃশ্য চোখে পড়ল। মাঠের পশ্চিম দিকের পাহাড়ের ঢালে বড় বড় ব্যারিয়ার আর ব্রাউন টার্প টাঙিয়ে এক নিশ্ছিদ্র বলয় তৈরি করেছে মার্কিন টিম ম্যানেজমেন্ট। উদ্দেশ্য একটাই- ক্যাম্পাসের ম্যাকমোহন হলের মতো বহুতল হস্টেলের ব্যালকনি বা জানলা থেকে যাতে কেউ কোনওভাবেই মরিসিও পচেত্তিনোর রণকৌশল আগাম দেখে নিতে না পারে! পচেত্তিনো অবশ্য হাসতে হাসতে মজা করে বলেছিলেন, 'আমরা এখন গুপ্তচরদের যুগে বাস করছি।' কৌতুক করলেও ইতালীয় ঘরানার এই কোচ যে প্রতিপক্ষকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ, এই কড়া সুরক্ষাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ধারে-ভারে এবং ফর্মে বেলজিয়াম অনেকটাই এগিয়ে। রাউন্ড অফ ৩২-এর লড়াইয়ে সেনেগালকে অতিরিক্ত সময়ের তীব্র স্নায়ুযুদ্ধে হারিয়ে তারা শেষ ষোলোয় পা রেখেছে। গত দুই ম্যাচে তারা প্রতিপক্ষের জালে গুনে গুনে আটবার বল ঢুকিয়েছে। মার্চে এক প্রীতি ম্যাচে আমেরিকাকে ৫-২ গোলে চূর্ণ করেছিল এই 'রেড ডেভিলস'-রা।

কিন্তু বেলজিয়াম শিবিরও খুব ভালো করেই জানে, রবিবারের এই ম্যাচ আগের মতো সহজ হবে না। সেনেগালের বিরুদ্ধে ১২০ মিনিটের কঠিন লড়াইয়ের পর দলের ক্লান্তি থাকলেও, তাদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেনি। মার্কিনিদের ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে বেলজিয়ান কোচ রুডি গার্সিয়া স্পষ্ট বলেছেন, 'আমরা জানি সিয়াটেলে আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের আবহে দর্শকদের গগনভেদী গর্জন আমাদের জন্য কতটা প্রতিকূল হতে পারে। কিন্তু বিশ্বমঞ্চের নকআউটে এভাবেই খেলতে হয়। আমাদের ফরোয়ার্ড লাইন যে ফর্মে আছে, তাতে যে কোনও রক্ষণকে ভেঙে ফেলার ক্ষমতা আমরা রাখি।'

কিন্তু মার্কিন অধিনায়ক টিম রিম কথা শুনে মনে হল ইতিহাস তার প্রিয় বিষয় নয়। কোনও রাখঢাক না রেখেই বলেছেন, 'মার্চের আমেরিকার সঙ্গে এই নকআউটের আমেরিকার কোনও মিল নেই। আমরা এখন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন দল। আমাদের এই দলে বিভিন্ন সংস্কৃতির ও পটভূমির ছেলেরা রয়েছে, যা আসলে প্রকৃত আমেরিকার প্রতিচ্ছবি। কোটি কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করার এই সুযোগ আমরা হাতছাড়া করব না।'

মাঠে নামার আগে পচেত্তিনোকে স্বস্তি দিয়েছে ফিফা। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে ম্যাচে লাল কার্ড দেখলেও এক ম্যাচ নির্বাসন স্থগিত হয়ে গিয়েছে দলের প্রধান গোলস্কোরার ফোলারিন বালোগানের। বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে তাঁর আর বাধা নেই। প্রয়োজন হলে তৈরি থাকছেন রিকার্ডো পেপিও। ফুলব্যাক সার্জিনো ডেস্টের কথায়, 'পেপি দুর্দান্ত ফিনিশার। ওর খেলার ধরন আলাদা হতে পারে, কিন্তু ওর কাছে এটাই নিজেকে প্রমাণ করার সেরা মঞ্চ।' ট্যাকটিক্যালি পচেত্তিনো হয়তো বালোগান অথবা পেপিকে ওপরে রেখে দুই প্রান্ত দিয়ে প্রতি আক্রমণে ওঠার ব্লু প্রিন্ট সাজাচ্ছেন। বেলজিয়ামের আক্রমণ রুখতে মাঝমাঠে জমাট রক্ষণই হবে আমেরিকার প্রধান হাতিয়ার।

২০০২ সালের পর আর কখনও বিশ্বকাপের শেষ আটে পৌঁছাতে পারেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এবার নিজেদের দেশে, গ্যালারির আকাশচেরা চিৎকারের মাঝে ইতিহাস নতুন করে লেখার সুবর্ণ সুযোগ তাদের সামনে। সিয়াটেলের এই মায়াবী সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, স্বাধীনতা দিবসের আতশবাজির আসল রোশনাই হয়তো সোমবার লুমেন ফিল্ডের ঘাসেই ফুটিয়ে তুলবেন পচেত্তিনোর ছেলেরা। বেলজিয়ামের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আমেরিকার এই স্পর্ধার ফুটবল আজ নতুন কোনও উপাখ্যানের জন্ম দেবে কি না, এখন শুধু তারই অপেক্ষা।

প্রস্তুতিতে খোশমেজাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাইলার অ্যাডামস ও ওয়েস্টন ম্যাককেনি।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের টক্কর নিতে তৈরি হচ্ছেন লামিনে ইয়ামাল।

বিশ্বকাপে
প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল

পর্তুগাল বনাম স্পেন
৭ জুলাই, রাত ১২.৩০ মিনিট

আমেরিকা বনাম বেলজিয়াম
৭ জুলাই, ভোর ৫.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : ইউনাইটট৮ স্পোর্টস চ্যানেল ও জি৫ অ্যাপ

রেফারিংয়ে প্রযুক্তির বাড়াবাড়ি

ফুটবল কি ক্রমশ প্রযুক্তির দাস হয়ে উঠছে? বডি ক্যামেরা আর ভিএআরের রমরমা নিয়ে এমনই প্রশ্ন তুললেন ফিফার প্রাক্তন রেফারি উইনস্টন রিয়াতেগুই। বিশ্বকাপে মুখ ঢেকে কথা বলার জন্য প্যারাগুয়ের মিগুয়েল অ্যালমিরনের লাল কার্ড পাওয়াকে বাড়াবাড়ি মনে করছেন তিনি। রিয়াতেগুই বলেছেন, 'বর্ণবিদ্বেষ রোখার অন্য পথও আছে, মুখ ঢাকলেই কেন বহিষ্কার করতে হবে?' অন্যদিকে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে লিওনেল মেসির একটি ফাউল নিয়ে লাল কার্ডের যে দাবি উঠেছিল, তা নাকচ করে তিনি জানান, সেখানে বিপজ্জনক তীব্রতা বা গতি কোনওটাই ছিল না।

রণকৌশল বদলেই সাফল্য, বলছেন মরক্কোর কোচ
নয়া পজিশনে ত্রাতা
ওউনাহি

হিউস্টন, ৫ জুলাই : 'এই ছেলেটি কোথা থেকে এসেছে? ওকে তো রোখাই যাচ্ছে না। অবিশ্বাস্য।'

কাতার বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মরক্কোর কাছে হারার পর ২২ বছরের মরক্কোন মিডফিল্ডার আজেদ্দিন ওনাহির উদ্দেশে এই মন্তব্যটি করেছিলেন তৎকালীন স্পেন কোচ লুইস এনরিকে। সেদিন মরক্কোর এই ছেলেটিকে আটকাতে হিমসিম খেয়ে যান স্প্যানিশরা।

জাম্প কাট টু, ২০২৬ বিশ্বকাপ। এবারের ম্যাচটাও ছিল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের। তবে প্রতিপক্ষ স্পেন নয়, বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক কানাডা। প্রথমার্ধে যাদের হাইপ্রেসিং ফুটবলের সামনে দিশাহারা অ্যাটলাস লায়ন্স। তার ওপর প্রথমার্ধেই চোট পেয়েছেন গোলমেশিন ইসমাইল সাইবারি। মরক্কো শিবিরে তখন জমেছে আশঙ্কার মেঘ। এখানেই কি শেষ হবে তাদের রূপকথার দৌড়?

তবে হাল ছাড়েননি মরক্কোর কোচ মোহামেদ ওয়াহাবি। বিরতির সময় সাজঘরে ভিডিও ফুটেজে দলের ভুলত্রুটি শুধরে দেন তিনি। একইসঙ্গে রণকৌশল পরিবর্তন করে আজেদ্দিন ওউনাহিকে মিডফিল্ড থেকে তুলে অ্যাটাকিং থার্ডে ঠেলে দেন। আর এতেই বাজিমাত করে মরক্কো। নয়া পজিশনে নিজের ক্ষিপ্রতা আর ফিনিশিংকে কাজে লাগিয়ে চার বছর পর আরও একবার পরিত্রাতা সেই ওউনাহি। জোড়া গোল করে দলকে নিয়ে গেলেন কোয়ার্টার ফাইনালে। ম্যাচের পর ওউনাহিতে মুগ্ধ মরক্কান কোচ ওয়াহাবি। তিনি বলেছেন, 'আমরা দ্বিতীয়ার্ধে পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন এনেছিলাম। ওউনাহিকে আরও ওপরের দিকে তুলে আনি। ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। নিজের ক্ষিপ্রতা ও গতি দিয়ে প্রতিপক্ষের রক্ষণে ফাটল ধরাতে ওস্তাদ।'

এদিকে সতীর্থদের লড়াকু মানসিকতার প্রশংসা করেছেন মরক্কান তারকা ব্রাহিম দিয়াজ। তিনি নিজেও চলতি বিশ্বকাপে দারুণ ছন্দে রয়েছেন। এক গোল ও চার অ্যাসিস্টে নিজের জাত চিনিয়েছেন। ম্যাচের পর দিয়াজ বলেছেন, 'প্রথমার্ধে ভালো খেলতে পারিনি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের সবটা উজাড় করে দিতে নেমেছিলাম। এইরকম কঠিন ম্যাচে আমরা যে মানসিকতা দেখিয়েছি, তা অবিশ্বাস্য। আমার দলের জন্য অত্যন্ত গর্বিত।'

কানাডাকে হারিয়ে আরও বড় স্বপ্নের দিকে চোখ রাখছে মরক্কো। তারা এখন আর ডার্ক হর্স নয়, বরং খেতাবের দাবিদার। কোচ ওয়াহাবির কণ্ঠেও শোনা গেল সেই আত্মবিশ্বাসের সুর। তাঁর কথায়, 'গোটা বিশ্ব মরক্কোকে বিশ্বকাপ জয়ের দাবিদার মনে করে। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। আমাদের একটাই লক্ষ্য, বিশ্বকাপ জিতে মাঠ ছাড়া।' আপাতত বিশ্বজয়ের ইতিহাস লিখতে মরিয়া আচরাফ হাকিমিরা।

মরক্কোর জয়ের নায়ক আজেদ্দিন ওউনাহিকে ঘিরে উল্লাস সতীর্থদের।

একান্তে মেসি-ভোজিনহা

মায়ামির মাঠে ১২০ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে আর্জেন্টিনার জয়ের পথে সবচেয়ে বড় দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কেপ ভের্দের ৪০ বছরের গোলকিপার ভোজিনহা। তাঁর দুর্দান্ত সব সেভে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ঘাম ছুটে গিয়েছিল। ম্যাচটি আর্জেন্টিনা ৩-২ গোলে জিতলেও, শেষ বাঁশি বাজার পর সব লড়াই ভুলে ভোজিনহার দিকে এগিয়ে যান খোদ লিওনেল মেসি। ভোজিনহা বলেছেন, 'আমি কিছু বলার আগেই মেসি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন- তুমি অবিশ্বাস্য গোলকিপার, তোমার দেশ তোমাকে নিয়ে গর্বিত।' জবাবে হাসিমুখে মেসিকে সর্বকালের সেরা বলে সম্মান জানান এই প্রবীণ তারকা।

ভাইকিং বোটে কাঁপছে গ্যালারি

১৯৯৮ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলতে এসে মাঠ এবং সোশ্যাল মিডিয়া- দুই জায়গাই কাঁপিয়ে দিচ্ছেন নরওয়ের সমর্থকরা! গ্যালারিতে হাজার হাজার সমর্থকের একসঙ্গে বসে ভাইকিংদের নৌকা বাওয়ার অনুকরণে দাঁড় টানার অভিনব সেলিব্রেশন বা 'ভাইকিং রো' এখন সুপারহিট। ২০২৩ সালে কেনা এক সাধারণ ড্রামের তালে শুরু হওয়া এই টোটকা এখন নিউ ইয়র্কের রাজপথ থেকে মার্কিন বেসবল গ্যালারিতেও ঝড় তুলেছে। শেষ বত্রিশে আইভরি কোস্টকে ২-১ গোলে হারানোর পর খোদ অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড সহ পুরো নরওয়ে দল সমর্থকদের সঙ্গে বসে এই 'ভাইকিং রো' সেলিব্রেশনে মেতে ওঠে।

গোল খেয়ে অবাক 'ডিবু'

কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময়ে ৩-২ গোলে কষ্টার্জিত জয়ের পর প্রতিপক্ষের লড়াইকে কুর্নিশ জানালেন আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। দ্বিতীয় অর্ধে সিডনি লোপেস কাবরালের অনবদ্য গোলে ম্যাচ ২-২ হওয়া প্রসঙ্গে মার্টিনেজ হেসে বলেছেন, 'কী অসাধারণ একখানা গোল দিল আমাকে, আমি তো নড়ার সুযোগই পাইনি!' তবে প্রথম গোলটিতে নিজের পজিশনিংয়ের ভুলে কিছুটা হতাশ তিনি। ম্যাচ শেষে 'ডিবু' বলেছেন, 'এবারের বিশ্বকাপে এই প্রথম আমরা মাঠে এতটা ভুগলাম। তবে বিশ্বমঞ্চে জিততে গেলে এমন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে টিকে থাকাটা শিখতে হবে।'

প্যারাগুয়ের নোংরা ফুটবলের জবাবে

সুট-বুট পরে শুধু সুন্দর ফুটবল খেলতে আসিনি

ফ্রান্স-১ (এমবাপে- পেনাল্টি)
প্যারাগুয়ে-০

ফিলাডেলফিয়া, ৫ জুলাই : ফরাসিরা বোধহয় মাঠেও সুট-বুট পরে কেবল সুন্দর ফুটবলটাই খেলতে আসে! বিপক্ষ প্যারাগুয়ে ঠিক এমনটাই ভেবেছিল। কিন্তু ফিলাডেলফিয়ার ময়দানে কিলিয়ান এমবাপেরা বুঝিয়ে দিলেন, প্রয়োজনে শিল্পের তুলি সরিয়ে রেখে তাঁরাও কাদায় নামতে পারেন। ফুটবলের বদলে লাথি, ঘুসি আর নির্লজ্জ প্ররোচনায় কলঙ্কিত এক শারীরিক মল্লযুদ্ধে শেষপর্যন্ত এমবাপের একমাত্র পেনাল্টি গোলেই (১-০) হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ফ্রান্স। ম্যাচ শেষে ফরাসি অধিনায়কও কড়া ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন, দরকারে নোংরা ফুটবল খেলতেও তাঁরা পিছপা হন না। এই স্বস্তির জয়ের হাত ধরে ৯ জুলাই বোস্টনে কোয়ার্টার ফাইনালে মরক্কোর মুখোমুখি হতে চলেছে ফরাসি ব্রিগেড।

প্যারাগুয়ের ফুটবলীয় ঘরানা 'গাররা গুয়ারানি' বরাবরই রক্ষণাত্মক আর আগ্রাসী মানসিকতার জন্য পরিচিত। কিন্তু ফিলাডেলফিয়ার ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সেই আগ্রাসন যেন চরম নোংরামির রূপ নিয়েছিল। ফরাসি আক্রমণভাগের ছন্দ কাটতে প্যারাগুয়ের কোচ গুস্তাভো আলফারো ৫-৪-১ ছকের রক্ষণব্যূহ সাজিয়েছিলেন, তার আসল অস্ত্র ফুটবল ছিল না। ছিল লাগামহীন ফাউল আর মেজাজ হারানোর প্ররোচনা। ম্যাচে ৭৬ শতাংশ বলের দখল ছিল ফ্রান্সের পায়ে। আর প্যারাগুয়ের একমাত্র লক্ষ্য ছিল- বল নয়, ফরাসি খেলোয়াড়দের শরীর লক্ষ্য করে আঘাত হানা।

ম্যাচের শুরু থেকেই এমবাপে, মাইকেল ওলিস এবং ব্র্যাডলি বারকোলাদের রীতিমতো শিকার বানিয়েছিল লাতিন দলটি। একবার বল ছাড়াই এমবাপেকে ঘুসি মারার চেষ্টা করেন মাতিয়াস গালারজা। বক্সের ভেতর ফরাসি ডিফেন্ডার ডায়োট উপামেকানোর মুখে উড়ে আসে গ্যাব্রিয়েল আভালোসের কনুই। রেফারির চোখের সামনেই বারবার ফরাসি ফুটবলারদের লাথি মারা বা জার্সি টেনে মাটিতে ফেলে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটলেও, উজবেকিস্তানের রেফারি ইলগিজ তান্তাশেভ আশ্চর্যজনকভাবে প্যারাগুয়ের কাউকে কোনও কার্ড দেখাননি! উলটে ফ্রান্সকেই তিনটি হলুদ কার্ড হজম করতে হয়।

অবশেষে ফরাসিদের অপেক্ষার অবসান হয় ৬৯ মিনিটে। বদলি হিসেবে নামা দেজিরে দুয়েকে বক্সের ভেতর ফাউল করে বসেন দিয়েগো গোমেজ। ভিএআরের হস্তক্ষেপে পেনাল্টি পায় ফ্রান্স। কিন্তু নাটকের তখনও বাকি! এমবাপের মনঃসংযোগ নষ্ট করতে পেনাল্টি স্পটের মাটি বুট দিয়ে খুঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন

প্যারাগুয়ের গুস্তাভো ভেলাজকেজ। তবে যাবতীয় প্ররোচনা এড়িয়ে, বরফশীতল স্নায়ুতে বল জালে জড়িয়ে এমবাপে বুঝিয়ে দিলেন, কেন তিনি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা। এই গোলের সুবাদে বিশ্বকাপে তাঁর মোট গোলসংখ্যা দাঁড়াল ১৯-এ। লিওনেল মেসির গড়া ২০ গোলের সর্বকালীন রেকর্ডের চেয়ে এখন মাত্র এক কদম দূরে ফরাসি মহাতারকা।

রেফারির শেষ বাঁশির পরেও মাঠের তিক্ততা মেটেনি। মেজাজ হারিয়ে এমবাপে যখন হাত মেলাতে অস্বীকার করেন, তখন ক্ষোভে তাঁর পিঠে বল ছুড়ে মারেন প্যারাগুয়ের গোলকিপার অরল্যান্ডো গিল। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, এমবাপেকে রক্ষা করতে ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁ নিজের দলের সবচেয়ে শক্তিশালী দুই ফুটবলারকে তাঁর পাহারায় পাঠিয়েছিলেন। দেশঁর আক্ষেপ, 'প্যারাগুয়ে ফুটবলের সমস্ত নোংরা কৌশল আজ মাঠে নামিয়েছিল। এই ধরনের কুৎসিত ফুটবল কখনও দর্শক টানতে পারে না।'

প্যারাগুয়ের এই আচরণকে বিবিসি-র বিশেষজ্ঞ জো হার্ট 'চরম লজ্জাজনক' আখ্যা দিলেও, এমবাপে মাঠ ছেড়েছেন চওড়া হাসিতেই। নিন্দুকদের কড়া জবাব দিয়ে ফরাসি অধিনায়কের সেই মোক্ষম মন্তব্য, 'ওরা ভেবেছিল আমরা হয়তো সুট-বুট পরে মাঠে কেবল সুন্দর ফুটবল খেলতে আসব। কিন্তু প্রয়োজন পড়লে আমরাও নোংরা ফুটবল খেলতে জানি, আর সেটাই করে দেখিয়েছি।' ফরাসি শিবিরের কাছে এই ম্যাচ জেতার চেয়েও বড় স্বস্তি হল, কোনও বড় চোট-আঘাত ছাড়াই মাঠ ছাড়তে পারা। এবার এমবাপেদের পাখির চোখ বোস্টনে মরক্কো-বধ।

বিদায় সাবালেঙ্কা, সোয়াতেকের

ফেডেরারকে টপকে কোয়ার্টারে নোভাক

লন্ডন, ৫ জুলাই : উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালে নোভাক জকোভিচ। রবিবার চার সেটের লড়াইয়ে তিনি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে রাশিয়ার রোমান সাফিউল্লিনকে। প্রথম সেটে কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে হয় সার্বিয়ান তারকাকে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের শেষে জকোভিচ জেতেন ৭-৬ (৮/৬) গেমে। দ্বিতীয় সেটে অবশ্য ৬-৩ ফলে সহজ জয় হাসিল করেন নোভাক। কিন্তু তৃতীয় সেট তিনি ৩-৬ গেমে হাতছাড়া করেন। পরে চতুর্থ সেট একই ব্যবধানে জিতে শেষ আটে পা রাখেন নোভাক। উইম্বলডনে পুরুষদের সিঙ্গলসে সর্বাধিক ১০৬টি ম্যাচ জেতার রেকর্ড গড়লেন জকোভিচ। টপকে গেলেন সুইস কিংবদন্তি রজার ফেডেরারকে (১০৫টি জয়)। পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে উইম্বলডনের সিঙ্গলসে সর্বাধিক জয় রয়েছে মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার (১২০টি)।

রোমান সাফিউল্লিনকে হারানোর পর নোভাক জকোভিচ।

১৭তম বার উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর জকোভিচ বলেছেন, 'কষ্ট করে জয় পেলাম। রোমান আক্রমণাত্মক মেজাজে শুরু করেছিল। জানতাম ওর সঙ্গে র‍্যালিতে টেক্কা দেওয়া কঠিন হবে। রোমান নিজের পারফরমেন্সে গর্ববোধ করতেই পারে।' পুরুষদের সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডে জয় পেয়েছেন দ্বিতীয় বাছাই আলেকজান্ডার ভেরেভও। মার্কোস গ্রিয়নকে তিনি ৬-২, ৭-৬ (৭/৪), ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন।

ছন্দপতন অবশ্য ঘটেছে মহিলাদের সিঙ্গলসে। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নিয়েছেন বিশ্বের এক নম্বর আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। তিনি ২-৬, ৬-৭ (২/৭) গেমে নাওমি ওসাকার কাছে হেরে যান। অভিযান শেষ হয়ে গিয়েছে তৃতীয় বাছাই ইগা সোয়াতেকেরও। আলেকজান্দ্রা ইলার কাছে ৭-৬ (১১/৯), ৬-২ গেমে হেরেছেন তিনি। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন পঞ্চম বাছাই জেসিকা পেগুলা। স্বদেশীয় ইভা জোভিচকে ৪-৬, ৬-৩,৬-১ গেমে পরাজিত করেন তিনি।

এশিয়া প্যাসিফিকে রাজর্ষি, প্রিয়ম, শ্রুতি ও সিন্ড্রেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : এশিয়া প্যাসিফিক ডেফ মাল্টি স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন শিলিগুড়ির চার টেবিল টেনিস শিক্ষার্থী। বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত সিলেকশন ট্রায়ালে পুরুষ বিভাগে রাজর্ষিপ্রতীম দত্ত প্রথম ও প্রিয়ম চক্রবর্তী তৃতীয় হয়েছেন। মহিলা বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে শ্রুতি দাস এবং সিন্ড্রেলা মল্লিক। চারজনই ৩-১০ অক্টোবর মালয়েশিয়ার পেনাংয়ে অনুষ্ঠেয় প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য রাজর্ষিপ্রতীম-সিন্ড্রেলাকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের কোচ সুব্রত রায় ও মান্তু ঘোষ বলেছেন, 'এশিয়া প্যাসিফিকের জন্য দুইজনের উন্নত প্রশিক্ষণের দিকে আমরা খেয়াল রাখব।' অভিনন্দন জানিয়ে প্রিয়ম-শ্রুতির কোচ মৃন্ময় চৌধুরীর আশা, তাঁর দুই শিক্ষার্থীই প্রতিযোগিতা থেকে পদক নিয়ে ফিরবে। প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাব সোসাইটির সভাপতি অমিত সরকার বলেছেন, 'দরিদ্র টোটোচালকের মেয়ে শ্রুতির এই সাফল্য শিলিগুড়ির ক্রীড়ামহলে পজিটিভ সংবাদ। প্রিয়ম লড়াই করে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছে। দুইজনে বুধবার সকালে শিলিগুড়ি ফিরলে আমাদের সংস্থার তরফে সংবর্ধিত করা হবে।'

নেতৃত্ব ফিরে পেলেন বাবর

লাহোর, ৫ জুলাই : পাকিস্তান টেস্ট দলের নেতৃত্বে ফিরলেন বাবর আজম। অধিনায়ক শান মাসুদের উপর আগেই আস্থা হারিয়েছিলেন মহসিন নকভিরা। তাঁর নেতৃত্বে ক্রমাগত টেস্ট হারছিল পাকিস্তান। তাই কিছুটা বাধ্য হয়েই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজের লক্ষ্যে বাবরকে ফেরাল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার পাকিস্তান দলের টেস্ট নেতৃত্ব পেলেন বাবর। অতীতে বাবরের নেতৃত্বে ২০টি টেস্ট খেলে ১০টিতে জিতেছিল পাকিস্তান। মাসুদের জমানায় ছবিটা বদলে গিয়েছিল। তাঁর জমানায় মোট ১৬ টেস্টের ১২টিতে হেরেছে পাকিস্তান। ওয়াঘা সীমান্তের ওপারে অতীতে কোনও টেস্ট অধিনায়কের পরিসংখ্যান এত খারাপ নয়।

ট্রফি নিয়ে উল্লাস উজ্জ্বল সংঘের ফুটবলারদের।

চ্যাম্পিয়ন উজ্জ্বল সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : তরাই মর্নিং ফুটবল ক্লাবের ১৬ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল উজ্জ্বল সংঘ ফুটবল অ্যাকাডেমি। রবিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে রায় ফুটবল কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা উজ্জ্বলের মায়াঙ্ক ভগৎ। প্রতিযোগিতার সেরা একই দলের রাজ রায়।

ভারত 'এ' দলকে জেতালেন গুরনুর

গল, ৫ জুলাই : বল হাতে বিধ্বংসী গুরনুর ব্রার। শ্রীলঙ্কা 'এ' দলের বিরুদ্ধে চলতি দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে অনায়াস জয় ভারতীয় 'এ' দলের। নায়ক ও ম্যাচের সেরা গুরনুর। প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে নিলেন ছয় উইকেট। ম্যাচে মোট দশ উইকেট নিয়ে ভারতীয় 'এ' দলের ১০ উইকেটে ম্যাচ জয়ে বড় ভূমিকা নিলেন গুরনুর। এর আগে গতকালের ৫৪১/৮ থেকে শুরু করে ৫৪৩ রানে শেষ হয় ভারতীয় 'এ' দলের প্রথম ইনিংস। ১৭৭ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং শুরুর পর ব্রারের পেস ও সুইংয়ে ধস নামে শ্রীলঙ্কা 'এ' দলের ব্যাটিংয়ে। ৪৮.৩ ওভারে ২০৯ রানে শেষ হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা 'এ' দল। জবাবে ৩৩ রান তাড়া করতে নেমে অনায়াসে ১০ উইকেটে ম্যাচ জিতে যায় ধ্রুব জুরেলের ভারতীয় 'এ' দল।

জয়ী টাউন

জলপাইগুড়ি, ৫ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার টাউন ক্লাব ৪-০ গোলে চূর্ণ করেছে এফইউসি-কে। জোড়া গোল করেন টাউন ক্লাবের আকাশদীপ ওরাওঁ এবং নিশান্ত লোহার। ম্যাচের সেরা বেছে নেওয়া হয় আকাশদীপকে।

মৃত্যুবার্ষিকী

বিভা নন্দী
স্বামী - শ্রী সাধন নন্দী
আসা - 3.9.1965
যাওয়া - 17.06.2025
মাগো! আজকের এই দিনে (২ আষাঢ়) তুমি আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গিয়েছো। তুমি ভালো থেকো মা, আমাদের আশীর্বাদ কোরো।
তোমার আদরের -
সায়নন্দ্রিনা নন্দী (কন্যা)
সন্দীপন নন্দী (পুত্র)
খালপাড়া, নকশালবাড়ি (দার্জিলিং)

আরও উন্নতির ডাক ঈশানের

শ্রেয়স কাঠগড়ায় তুলছেন বিষ্ণোইকে

নটিংহাম, ৫ জুলাই : নয়া জামানার শুরুতেই ধাক্কা!

গত ৮ মার্চ দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের রেশ উধাও। সঙ্গে ক্রমাগত হারের যন্ত্রণা।

আয়ারল্যান্ডে হোয়াইটওয়াশের লজ্জার রেশ এখনও কাটেনি। তার মধ্যেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গতরাতে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে হার। সবমিলিয়ে হারের হ্যাটট্রিক। মঙ্গলবার নটিংহামে সিরিজের তিন নম্বর ম্যাচ। সেই ম্যাচেও হার মানে ভারতীয় দলের জন্য দুশ্চিন্তা আরও বাড়বে। এমন অবস্থায় আজ ম্যাঞ্চেস্টার থেকে নটিংহামে পৌঁছে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় দলের যাত্রাপথে রয়েছে একরাশ ক্রিকেটীয় দুশ্চিন্তা।

অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের কথাতেও সেই দুশ্চিন্তার বিষয়টি সামনে এসেছে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে গতরাতে ম্যাচ হারের পর নাম না করে দলের লেগস্পিনার রবি বিষ্ণোইকে কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। শ্রেয়স বলেছেন, 'সরাসরি কাউকে দায়ী করতে চাই না আমি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা সবাই বুঝতে পারছি কোথায় ম্যাচটা হাতছাড়া হল।' উল্লেখ্য, ইংল্যান্ড ইনিংসের ১৭ নম্বর

চাপ বাড়ছে রবি বিষ্ণোইয়ের।

ওভারে ২৯ রান দেন বিষ্ণোই। সেই ওভারই ভারতের হাত থেকে ম্যাচ নিয়ে চলে যায়। সেই ওভারের ইঙ্গিত করে সরাসরি শ্রেয়স বলেছেন, 'আমরা ভেবেছিলাম খারাপ শুরুর পর রবি ফিরে আসবে। কিন্তু সেটা হয়নি। ওই ওভারটাই সব বদলে দেয়।' অধিনায়ক শ্রেয়সের মতোই ম্যাচ হারের হতাশায় ডুবে ঈশান কিষানও। চলতি সিরিজে এখনও ঈশানের ব্যাটে বড় রান নেই। কিন্তু তারপরও ঈশানের মনে হচ্ছে, দল হিসেবে আরও উন্নতি করতে হবে টিম ইন্ডিয়াকে। দ্রুত বিলেতের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতেও হবে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ম্যাচ হারের রাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ঈশান বলেছেন, 'দল হিসেবে আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে। সবাইকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। বিলেতের পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে আমাদের।' মঙ্গলবার মিশন নটিংহামে কী হয়, সেটাই এখন দেখার।

নটিংহামে টিম ইন্ডিয়া

পত্রবোমায় উত্তাল সিএবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জুলাই : চিঠির পালটা চিঠি। অভিযোগের পালটা অভিযোগ। সবমিলিয়ে পত্রবোমা ও অভিযোগের বন্যায় সরগরম বাংলা ক্রিকেট।

২০ জুলাই বিশেষ সাধারণ সভা (এসজিএম)। নতুন যুগ্মসচিব কে হবেন, এখনও স্পষ্ট নয়। মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন ১২ জুলাই। তার মধ্যেই দিন যত এগিয়ে আসছে, শাসক ও বিরোধী শিবিরের তরফে ততই চলছে 'পালটা' দেওয়ার খেলা। যেখানে ক্রিকেট বলে কোনও শব্দ নেই। রয়েছে শুধু নোংরা রাজনীতি।

এমন অবস্থার মধ্যে গতকাল সিএবি-র প্রাক্তন 'যুগ্মসচিব' সমর পাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। অভিযোগ, সিএবি-র প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়ার ক্রিকেট প্রশাসনে আসার পথটা নিষ্কণ্টক ছিল না। বরং বিগত তৃণমূল সরকারের 'আশীর্বাদ' নিয়েই সিএবি-র শীর্ষপদে বসেছিলেন অভিষেক। এমনকি ২০১৯ সালে যখন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি হওয়ার পর অভিষেক সিএবি-র শীর্ষপদে বসেন, সেই সময় সহ সভাপতি হিসেবে সমরের বাংলা ক্রিকেটের সভাপতি হওয়ার কথা ছিল। বাস্তবে সেটা হয়নি।

দিন কয়েক আগে সিএবি-র প্রাক্তন সভাপতি রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-র কাছে চিঠি দিয়ে ও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে ময়দানের নানা দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। সেই ঘটনার কথাও উল্লেখ রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো সমরের চিঠিতে। রাজ্যে বিগত হয়ে যাওয়া তৃণমূল সরকারের 'সুবিধাভোগী' হিসেবেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে অভিষেককে। সমরের কথায়, 'অভিষেকের সিএবি সচিব, সভাপতি হওয়ার পথ দুর্নীতিমুক্ত কিনা, খতিয়ে দেখা দরকার।' এমন অভিযোগ নিয়ে অভিষেক পালটা দিয়েছেন সমরকে। বলেছেন, 'সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। সহ সভাপতি হলেই কেউ সভাপতি পদের দাবিদার হয় না। নির্বাচনের মাধ্যমে আসতে হয়। গত তিন দশকে সহ সভাপতি থেকে কেউ সভাপতি হননি সিএবি-তে।' উল্লেখ্য, বর্তমানে এরিয়ান ক্লাবের সচিব সমর। যিনি অতীতে প্রয়াত কিংবদন্তি জগমোহন ডালমিয়ার বিরুদ্ধে বারবার সিএবি-র নির্বাচনি যুদ্ধে হেরেছেন।

পানু দত্ত মজুমদার সব পেয়েছির আসরের তরফে পুরস্কৃত করা হচ্ছে।

দাবায় সেরা অমিয়াংশু, মোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : পানু দত্ত মজুমদারের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তাঁর নামাঙ্কিত সব পেয়েছির আসর আয়োজিত দাবায় অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে প্রথম হয়েছে অমিয়াংশু ভাওয়াল। বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে দেবাংশু পাল ও সৌম্যজিৎ কর্মকার। অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের সেরা সুমেধা রায়। দেবস্মিতা তালুকদার ও আরাধ্যা পাল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে।

ছেলেদের অনূর্ধ্ব-৮ বিভাগে প্রথম হয়েছে প্রজ্ঞান মিত্র। শঙ্খনীল মণ্ডল দ্বিতীয় ও দ্বিপ্রজ্যোতি মুখোপাধ্যায় তৃতীয় হয়। মেয়েদের সেরা মোনা পাল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে সানভী দাস ও যাদবী আগরওয়াল। খেলাগুলি পরিচালনা করেন প্রসেনজিৎ সরকার। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার সচিব সোমা দত্ত প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন ব্রাদার্স কাবাডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : সুব্রত সংঘ ও লায়ন্স ক্লাব নেত্রের সহযোগিতায় দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত ৪৯তম বর্ষ জেলা মহিলা কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হল ব্রাদার্স কাবাডি কোচিং সেন্টার। রবিবার সুব্রত সংঘ মাঠে তারা হারিয়েছে ঘরোয়া দলকে। ফাইনালের মাঝপথে চোট পেয়ে প্রতিযোগিতার সেরা ছবি বসু উঠে যাওয়ায় দুর্বল হয়ে পড়ে সুব্রত। সেমিফাইনালে ব্রাদার্স জিতেছে শ্রী নরসিংহ বিদ্যাপীঠের বিরুদ্ধে। সুব্রত হারিয়ে দেয় শ্রীগুরু কাবাডি কোচিং সেন্টারকে। তৃতীয় হয়েছে নরসিংহ। সেরা উঠতি খেলোয়াড় ঘোগোমালি কাবাডি দলের প্রিয়া নাহা। সেরা আক্রমণ ও রক্ষণের খেলোয়াড়ের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন ব্রাদার্সের অনন্যা দেবনাথ এবং সুব্রত সংঘের সাবিনা খাতুন। প্রতিযোগিতার সর্বাধিক বয়স্ক খেলোয়াড় ছিলেন সুব্রত সংঘের ইন্দিরা খাতুন।

ট্রফি নিচ্ছে ব্রাদার্স কাবাডি কোচিং সেন্টার।

ট্রফি সাজিয়ে উৎসবে মাতলেন জিটিএসসি-র কর্মকর্তা ও শুভানুধ্যায়ীরা।

জিটিএসসি-র বিজয়োৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : ১০ বছর পর মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল লিগে ফিরেই প্রথম ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জিটিএসসি। রবিবার কেক কেটে ও খেলোয়াড়দের নৈশভোজে আপ্যায়িত করে ক্লাবের তরফে বিজয়োৎসব পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ক্রীড়া পরিষদের অধীনস্থ ক্লাবের প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। জিটিএসসি-র সচিব তাপস মৈত্র বলেছেন, 'ক্রিকেট-ভলিবলে আমরা তো নিয়মিত চ্যাম্পিয়ন হচ্ছিলাম। কিন্তু ফুটবলে আমরা আটকে ছিলাম। তাই এই সাফল্য স্পেশাল।' জিটিএসসি-র ফুটবল সচিব দেবাঞ্জন দাস এজন্য ফুটবলারদের ধন্যবাদ দেওয়ার সঙ্গে আগামী মরশুমে সুপার ডিভিশনেও এই সাফল্য ধরে রাখার আশ্বাস দিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা তারক কৈপুত্র - কে 23.04.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92G 86347 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা জেতা আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার, বিশেষ করে এটি সারাজীবনের জন্য মানসিক শান্তি এবং আর্থিক আনন্দ নিয়ে আসবে। এটি আমাকে আমার পরিবারের আরও ভালোভাবে যত্ন নিতে সাহায্য করবে এবং একটি শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য আমার আর্থিক বিনিয়োগগুলো পরিকল্পনা করতে পারব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।